আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাইমন ড্রিংয়ের বর্ণনায় একাত্তরের গণহত্যা



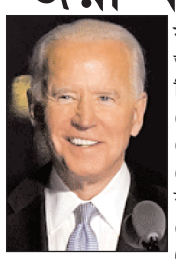
বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শুরু হয়েছে বিজয়ের মাস ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালের ৯ মাসের সশস্ত্র (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ১১ || সোমবার || অগ্রাহন ২২ || ১৪২৭ || রবিউল হসানি ২১ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 11 || 7 December 7 || 2020 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

সরকারিভাবে জয়ী বাইডেন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : অবশেষে সরকারিভাবে নির্বাচিত হলেন ডেমোক্রেট প্রার্থী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত জোসেফ আর. বাইডেন। রাজ্যগুলোর ভোটের সার্টিফিকেশন (বাকি অংশ ১৮ পাতায়

নির্বাচনের ফল পাল্টে দিতে জর্জিয়া গভর্নরকে চাপ দিয়েছিলেন ট্রাম্প

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : নির্বাচনের ফল পাল্টে দিতে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ার গভর্নর ব্রায়ান কেম্প'কে চাপ দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। ধারাবাহিক টুইটে গভর্নরকে নির্বাচনের ফল পাল্টে দিতে রাজ্যের আইন পরিষদে বিশেষ অধিবেশন ডাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। আসন্ন সিনেট উপনির্বাচনে জর্জিয়ায় প্রচারণা সভায় ট্রাম্প যোগ দেয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এমন চাপ সৃষ্টি করেন। এতে আরো বলা হয়, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এখনও পরাজয় স্বীকার করেননি। উল্টো কোনো প্রমাণ ছাড়া তিনি অভিযোগ করে যাচ্ছেন, জো বাইডেন জিতেছেন ভোট জালিয়াতির মাধ্যমে। এটুকু বলেই থেমে থাকেননি ট্রাম্প। তিনি বেশ কয়েকটি রাজ্যে আইনি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন বা মামলা (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)



দিয়েগো দীপের আলোয়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : সেই রাতটা কী করে ভুলি! আমার জীবনে নতুন এক আনন্দ বয়ে (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

সকলকে টিকা নিতে বাধ্য করা হবে না- বাইডেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : করোনা ভাইরাসের টিকা অনুমোদন দেয়া হলেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিজন মানুষকে সেই টিকা নিতে বাধ্য করা হবে না। এ ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত জো বাইডেন। তিনি নিজের রাজ্য দেলাওয়ারের উইমিংটনে বক্তব্য রাখছিলেন। (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

টিকা এলেই কি ফিরবে আগের অবস্থায় জীবন?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : করোনা ভাইরাসের টিকার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে বিশ্ব। এরই মধ্যে কমপক্ষে তিনটি প্রতিষ্ঠানের টিকা আশাপ্রদ খবর দিয়েছে। এগুলো হলো ফাইজার, মডার্না এবং অক্সফোড-এস্ট্রাজেনেকার টিকা। বৃটেনে সরকারি পর্যায়ে অনুমোদন দেয়া হয়েছে ফাইজারের টিকা। যুক্তরাষ্ট্রে সহসাই ফুড এন্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) এসব টিকার অনুমোদন দেবে বলে



আশা করা হচ্ছে। ফলে বিশ্ববাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা শুরু করেছেন। হয়তো ভাবছেন, করোনার টিকা নেয়া হলে লাইফ গ্যারান্টি। আর কোনো ভয় নেই। কিন্তু আসলেই কি তাই? করোনার টিকা কি আমাদের জীবনকে আগের অবস্থানে নিয়ে যেতে পারবে? অনেকে এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, করোনার টিকা হয়তো জীবন রক্ষা (বাকি অংশ ১৮পাতায়)

২০২৪ সালে ফের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়াই করবো :ট্রাম্প



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : এ বারের হার অনিবার্য। ফলে চার বছর পর ফের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা জানিয়ে দিলেন বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

ম্যারাডোনার চিকিৎসকের বাড়িতে তল্লাশি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : আর্জেন্টিনার সদ্যপ্রয়াত ফুটবল কিংবদন্তী দিয়গো ম্যারাডোনার ব্যক্তিগত ডাক্তার লিওপোল্ডো লুকের বাড়ি এবং প্রাইভেট ক্লিনিকে তল্লাশি চালিয়ছে দেশটির পুলিশ। (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

লাল না সবুজ কোন আপেল বেশি উপকারী?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : আপেল পুষ্টি গুণে সমৃদ্ধ একটি ফল। কথায় আছে, এই ফলে এতটাই পুষ্টি গুণ আছে যে নিয়মিত আপেল

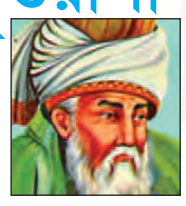


খেলে চিকিৎসকের প্রয়োজন হবে না। বাজারে দুরকমের আপেল পাওয়া যায়। সবুজ ও লাল। কেউ (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত ৬ কোটি ৬৪ লাখ ছাড়িয়েছে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৬ কোটি ৬৪ লাখ ছাড়িয়েছে। আর মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে ১৫ লাখ ২৮ হাজার। জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সিস্টেম সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের (সিএসএসই) তথ্য অনুযায়ী, রোববার সকাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) আক্রান্তের সংখ্যা (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

কোরআনের বাঁশিওয়ালা জালাল উদ্দিন রুমি



আদিল মাহমুদঃ আদিকাল থেকে কবিতা ছিল মানুষের সাহিত্য সৃষ্টির প্রাথমিক মাধ্যম। আর সব যুগেই কাব্য-সাহিত্য ছিল সমাদৃত। কবিরা কাব্যের ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন সম্প্রদায়, (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

www.banglapatrikausa.com

APOLLO BROKERAGE INC.
TLC INSURANCE
ব্ল্যাক কার সার্ভিস, গ্রীন ট্যাক্সি ও প্রাইভেট কার, বাড়ি ও বিজিনেস অতি বিশ্বস্ততার সাথে ও সহজ কিস্তিতে ইন্স্যুরেন্স করা হয়।
মানি ট্রান্সফার · ওয়েস্টার্ন ইউইনিয়ন · ডিভিসি · মানি অর্ডার · নোটারী পাবলিক
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com
Shamsher Ali
President & CEO

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CORE CREDIT REPAIR
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না ? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন।
Late Payments · Tax Liens
Charge Offs · Garnishment
Inquiries · Collections
Call us: 646-775-7008
37-53, 72nd Street, Suite # 1
Jackson Heights, NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com
Mohammed A Kashem
Credit Consultant

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান?
লারনার পারমিট, রোড টেস্ট এবং টিএলসি পরীক্ষা দিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
6 WEEKS DDS · 5 WEEKS CLASS
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basment), Brooklyn, 347-836-1279
(মহিলাদের জন্য মহিলা প্রশিক্ষক দ্বারা ড্রাইভিং শিখানোর ব্যবস্থা আছে)

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
IATA
Haji trusted since 2000
All Air Tickets
Visa Services
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276,
347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
IATA
Digital One Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
ARC
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
সুপার সেল $৬৪৯+
আমেরিকার যে কোন ষ্টেট থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য ইন্টারনেটের চাইতে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(নিম্নাঙ্কিত সেখুন ৯ পাতায়)
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES
LOVE WITH CARE IS HUMANITY"
বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday //December 7 // 2020

ক্ষমতা ছাড়ার পর ট্রাম্পের ঠিকানা হবে কারাগার: মেরি ট্রাম্প



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভাতিজি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট লেখিকা মেরি ট্রাম্প বলেছেন, হোয়াইট হাউস ত্যাগ করার পরই অসংখ্য অপরাধ, রুক্ষ আচরণ ও প্রতারণার দায়ে ট্রাম্পের স্থান হবে কারাগারে। বার্তা সংস্থা এপিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মেরি ট্রাম্প শনিবার বলেন, প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ত্যাগ করার পর পরই ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি এবং তার বিচার করতে হবে। খবর এপি'র।

মেরি ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে যাতে ট্রাম্পের মতো খারাপ (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটি, ডিএইচ কেয়ার, ফিডেলিস কেয়ারের উদ্যোগে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ







বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটিতে করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় দফা সংক্রমন শুরু হয়েছে। নুতন করে নানা ধরণের সমস্যা দেখা দিয়েছে কমিউনিটিতে। সাধারণ মানুষের এসব সমস্যা লাঘবে তাদের পাশে আবারো দাঁড়িয়েছে জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি। আর এ সংগঠনটির সাথে যৌথভাবে কাজ করছে হোমকেয়ার এজেন্সি ডিএইচ কেয়ার এবং হেলথ ইন্সুরেন্স কোম্পানী ফিডেলিস কেয়ার। এ উপলক্ষে গত ২০ নভেম্বর, শুক্রবার অপরাহ্ন ২টায় জ্যামাইকায় ১৬৮স্ট্রীটে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকা অফিস আঙ্গিনায় আয়োজন করা হয় খাদ্য ও স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান।

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মোস্তফা রাসেল, ডিএইচ কেয়ার'র অন্যতম স্বত্ত্বাধিকারী শাহারিয়ার এবং ফিডেলিস কেয়ার কমিউনিটি রিলেসন্স কর্মকর্তা ইয়ারা হোসেনের নেতৃত্বে শুরু হয় সেবামূলক কর্মকান্ড।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের (জেএমসি) ইমাম মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ খাবার ও স্বাস্থ্যসামগ্রী বিতরণ পর্বের পূর্বাহ্নে দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন। ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের উপস্থাপনায় এসময় বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলি মেম্বার ডেভিড ওয়েপ্রিন সহ শাহরিয়ার ও ইয়ারা হোসেন। এ পর্বে উপস্থিত ছিলেন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির অন্যতম উপদেষ্টা ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, উপদেষ্টা ও জেএমসি'র সেক্রেটারী মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট জুলকার হায়দার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ডিএইচ কেয়ারের কর্মকর্তা শাহারিয়ারের নেতৃত্বে একদল উদ্যোমী তরুণ বিপুল সংখ্যক খাবার প্যাকেট বিতররণ করেন সাধারণ মানুষের মাঝে। প্রতি সপ্তাহেই তারা সিটির বিভিন্ন স্থানে বিনামূল্যে খাবার বিতরণ করে থাকেন। এজন্য তাদের খাবার তৈরী এবং গরম রাখার রয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি বিশাল ট্রাক। অনুষ্ঠানস্থলে এই ট্রাক থেকেই গরম খাবার প্যাকেট বিতরণ করা হয়। এছাড়া মাস্কও ছিলো তাদের প্যাকেজে।

অপরদিকে ফিডালিস কেয়ারের পক্ষ থেকে থ্যাঙ্কস গিভিং ডে উপলক্ষে বিতরণ করা হয় ফুড ভাউচার। ১৫ ডলার মূল্যমানের ভাউচার যা দিয়ে তারা দোকান থেকে খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করতে পারবেন। ফিডালিস কেয়ার অন্যান্য স্বাস্থ্য সামগ্রীও বিতরণ করে। বিভিন্ন কমিনিটির নারী-পুরুষের মাঝে এসব সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এক পর্যায়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীতে সদ্য নির্বাচিত মেম্বার জেনিফার রাজকুমার। যিনি ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রথম সাউথ এশিয়ান নারী। তিনি এই পদে গত ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে জয়ী হন। জেনিফার রাজকুমার খাদ্য ও স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণের উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং ভবিষ্যতে যৌথভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।

এর আগে অনুষ্ঠানের শুরুতে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় অ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিড ওয়েপ্রিন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি, ডিএইচ কেয়ার ও ফিডেলিস কেয়ার'র প্রশংসা করেন। ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির অতীতের মতো ভবিষ্যতেও অন্যান্য সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্মিলিতভাবে কমিউনিটির সেবা অব্যাহত রাখবে।

সৈয়দ মোস্তফা রাসেল সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি সংগঠনের সকল কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানান সহযোগিতা প্রদানের জন্য। ডিএইচ কেয়ারের শাহরিয়ার তার টিমের সদস্য সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য, করোনার প্রাদুর্ভাবের পর থেকেই নিয়মিতভাবে কমিউনিটি বিভিন্ন ধরনের সহায়তা কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীর সহযোগিতায় কুমিল্লায় শীত কম্বল বিতরণ





নিউইয়র্ক: কুমিল্লার হরিপুরে মাষ্টার বারী ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে গত ৫ ডিসেম্বর শনিবার শীত কম্বল বিতরণ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী মাষ্টার বারী ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান মাষ্টার বারী'র পুত্র জসীম উদ্দীন এর সহায়তায় শীত কম্বল বিতরণ করেন সচিব সৈয়দ শামীম হাসনাত। এসময় আব্দুল মালেক বাবুল, সাংবাদিক রুহুল আমিন এবং হরিপুর স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

বসনিয়ায় আটকা বাংলাদেশী
উদ্ধার করুন, দেশে ফিরিয়ে আনুন

ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে অবৈধ পথে বিদেশ যাত্রার মর্মন্তুদ পরিণতির চিত্র ইতোমধ্যে সংবাদমাধ্যমে কম উঠে আসেনি। সাগর-মরু-জঙ্গলপথে বিদেশে পাড়ি জমাতে গিয়ে প্রাণহানির মতো মর্মস্পর্শী যেমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, তেমনি অনেকেই আটকা আছেন বিভিন্ন দেশের কারাগার, শরণার্থী শিবিরে। শনিবার ঢাকার দৈনিক সমকালে প্রকাশিত 'শীতের তীব্রতায় দুর্ভোগে বাংলাদেশীরা' শিরোনামযুক্ত প্রতিবেদনে ফের এরই সাক্ষ্য মিলেছে। শীতপ্রধান অঞ্চল বসনিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর ভেলিকা ক্লাদুসার শরণার্থী শিবিরে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের দুর্ভোগচিত্র যেকোনো সংবেদনশীল মানুষকে ব্যথিত না করে পারে না। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত কোনো দেশে প্রবেশের জন্য সেখানে তারা অবস্থান নিয়েছিলেন। তবে স্লোভেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়ার পুলিশের কঠোরতায় ফের বসনিয়ায় ফিরে আসতে বাধ্য হন তারা। কিন্তু তাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা আমাদের অজানা। আমরা জানি, ইউরোপের অন্য দেশের তুলনায় বসনিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল। তাই সেখানে অবৈধ অভিবাসীদের টিকে থাকা খুব কঠিন। সেখানে বাংলাদেশের দূতাবাসও নেই। নেদারল্যান্ডসে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস দেশটির সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ রাখে। এমন একটি দেশের জঙ্গলে দলে দলে বাংলাদেশি আটকে পড়া নিঃসন্দেহে বাড়তি উদ্বেগের বিষয়। আমরা জানি, মানব পাচারের সাম্প্রতিক পথ হিসেবে আলোচনায় এসেছে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা-স্লোভেনিয়া। মানব পাচারকারী চক্রগুলো অবৈধ পথে বিদেশগামীদের বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ করে নানা কৌশলে ক্রোয়েশিয়া হয়ে বসনিয়া বা স্লোভেনিয়া নিয়ে যায়।

দেশি-বিদেশি মিলে গড়ে ওঠা এই চক্রগুলো মানুষের জীবন নিয়ে জুয়া চালিয়েই যাচ্ছে। যারা বিপুল পরিমাণ টাকা ও জীবন পাচারকারীদের হাতে তুলে দিয়ে ভাগ্যান্বেষণের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, তাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নেয় মানব পাচারকারী চক্র। সোনার হরিণ ধরতে কত মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছেন, প্রাণ হারিয়েছেন কিংবা বিভিন্ন দেশে মানবেতর জীবনযাপন করছেন, এর হিসাব মেলানো ভার। অথচ এই টাকা দিয়ে দেশেই কোনো না কোনোভাবে জীবনমানের উন্নয়নের পথ বের করা সম্ভব। আমরা জানি, নিকট অতীতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ক্রোয়েশিয়া পুলিশের নিষ্ঠুর নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হবিগঞ্জের এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত মুখমন্ডলের ছবিটি ছিল মানবতার ওপর কশাঘাত। ওই যুবক অবৈধ পথে গ্রিস থেকে ইতালি যাচ্ছিলেন। অবৈধ পথে অভিবাসী হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের এমন মর্মন্তুদতার মুখোমুখি হওয়ার নজির আরও অনেক আছে। মানব পাচার একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। কিন্তু এর দায় রাষ্ট্র এড়াতে পারে না। আমাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো এবং সরকার এ ব্যাপারে দৃষ্টান্তযোগ্য প্রতিকারও নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়নি। একজন সংসদ সদস্য ও তার স্ত্রী কুয়েতে মানব পাচারে জড়িত থাকায় সে দেশের আদালতে তাদের বিচার প্রক্রিয়াধীন। তাতে প্রমাণিত হয়, মানব পাচারকারীদের শিকড় কতটা গভীরে প্রোথিত।

মানব পাচারের প্রায় ছয় হাজার মামলার লক্ষণীয় অগ্রগতি নেই। আমরা মনে করি, এই অন্ধকার ঘোচাতে এ ধরনের মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি ও ন্যায়বিচার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে জরুরি রাজনৈতিক অঙ্গীকারও। একই সঙ্গে ঝুঁকিপূর্ণ অভিবাসনের পথে কেউ যাতে পা না রাখেন, এ জন্য বাড়াতে হবে জনসচেনতাও। মানব পাচার ভয়াবহ অপরাধ। এমনটি কোনো সভ্য-মানবিক সমাজে চলতে পারে না। যারা বিভিন্ন দেশের শরণার্থী শিবির, কারাগার কিংবা অধিকতর বিপদাশঙ্কায় মানবেতর দিন কাটাচ্ছেন, তাদের মুক্ত করে দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ সরকারকে নিতে হবে। দুর্গম পথে আটকে পড়া নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের এই দায় ভুলে যাওয়ার অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে আমাদের দূতাবাসগুলোরও সক্রিয়তা জরুরি। বসনিয়ায় আটকা পড়া বাংলাদেশিদের উদ্ধারের মধ্য দিয়েই সেই জরুরি দায়িত্বশীলতা সূচিত হোক।

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

মুসলিম বিজ্ঞানী হত্যার ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

গত ২৭ নভেম্বর ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও উদ্ভাবনী সংস্থার প্রধান এবং শীর্ষ পরমাণু বিজ্ঞানী মোহসেন ফখরিজাদেহকে তেহরানের কাছে সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করেছে। ইরানের প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এর জন্য ইসরাইলকে দায়ী করেছেন। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প টুইটবার্তায় এই হত্যাকান্ডের পেছনে 'মোসাদের হাত আছে' বলে মন্তব্য করেন। নিউইয়র্ক টাইমস তিন আমেরিকান কর্মকর্তা ও গোয়েন্দাদের উদ্ধৃতি দিয়ে ইসরাইলের জড়িত থাকার খবর প্রকাশ করেছে। এর আগে ৩ জানুয়ারি ইরানের বিপ্লবী রক্ষী বাহিনীর এলিটফোর্স আল-কুদসের প্রধান জেনারেল কাশেম সোলেইমানিকে বাগদাদ বিমানবন্দরে হঠাৎ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে মেরে ফেলা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল 'মোসাদ'সহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞানী ও ইসলামী ব্যক্তিত্বদের হত্যার জঘন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে চলেছে। কোনো মুসলিম রাষ্ট্র যাতে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হতে না পারে– ইসরাইল তার মিত্র দেশগুলোকে নিয়ে এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। মুসলিম বিশ্বের কোনো দেশে যদি বিস্ময়কর মেধার অধিকারী বিজ্ঞানীর জন্ম হয় এবং তার মেধা যদি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে নির্ঘাত ইহুদি হিটলিস্টে তার নাম অন্তর্ভুক্ত হবে। ঘাতক স্কোয়াড তার পেছনে লেগে থাকবে এবং সুযোগ পেলে গুলি করে মেরে ফেলবে। ইহুদিরা মুসলমানদের পরমাণু অস্ত্রশূন্য করতে চায় অথচ ইসরাইলের নিজের রয়েছে ৩০০ থেকে ৪০০টি পারমাণবিক অস্ত্রবাহী ক্ষেপণাস্ত্রের বহর। বিবিসি পরিচালিত এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রভান্ডারে রয়েছে ২২০০ পারমাণবিক বোমা, যুক্তরাজ্যের আছে ১৬০টি, ফ্রান্সের আছে ৩০০টি, রাশিয়ার আছে ২৮০০টি আর চীনের আছে ১৮০টি (কালের কণ্ঠ, ৭ মার্চ ২০১০, পৃষ্ঠা-৩)। পৃথিবীতে আরো বহু দেশ আছে যাদের কাছে মজুদ রয়েছে বিপুল পারমাণবিক অস্ত্র অথচ ইরানের নাকি এটা থাকতে পারবে না। এটা কেমন যুক্তি? ইহুদি-খ্রিষ্টান রাষ্ট্রের কাছে পারমাণবিক বোমা থাকলে নিরাপদ, অপর দিকে মুসলিম দেশের থাকলে তা 'বিশ্বশান্তির জন্য হুমকি'। এ ধরনের অপবাদ গোয়েবলসীয় প্রচারণা ছাড়া আর কী?

মধ্যপ্রাচ্যে ইরাক ছিল এক শক্তিশালী দেশ। ইরাকের সেনাসদস্যরা চৌকস। ইঙ্গ-মার্কিন-ইহুদি শক্তি টার্গেট করল ইরাককে। দুর্ভাগ্য সাদ্দাম হোসেনের, যাদের প্ররোচনায় তিনি কুয়েতে অভিযান চালালেন, তাদের হাতেই কোরবানির ঈদের দিন সকালে ফাঁসিতে ঝুলতে হলো তাকে। ইরান-ইরাক ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের নেপথ্য নায়কও তারা। ১০ বছরের এ যুদ্ধে কত লাখ মানুষের প্রাণ গেছে, কত কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হলো তার ইয়ত্তা নেই। কত মেধাবী ও প্রতিভাবান মানুষ অকালে ঝরে গেছেন, তার হিসাব রাখে কে? সবই ষড়যন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী 'খেলা'। মুসলমান রাজা-বাদশাহ ও স্বৈরশাসকরা তাদের হাতের ক্রীড়নক। কেননা, ক্ষমতার মসনদই তাদের শেষ কথা। ইরাকের বিশাল সেনাবাহিনী যাতে ইসরাইলের জন্য হুমকি সৃষ্টি না করে, সে জন্য মিথ্যা অজুহাতে ইহুদিবাদীদের মিত্র যুক্তরাষ্ট্র ২০০৩ সালে এক লাখ ৭১ হাজার সেনা নিয়ে ইরাক দখল করে নেয়। বিদ্যুৎ তৈরির উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা পরমাণু সংক্রান্ত নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, বৈজ্ঞানিক গবেষণার তথ্য-উপাত্ত আগ্রাসী সেনাবাহিনী তাদের নিজ দেশে পাচার করে দিয়েছে। পারমাণবিক সব গবেষণা ও স্থাপনা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। সম্প্রতি আমেরিকান বাহিনী ইরাক থেকে বিদায় নিয়েছে কিন্তু রেখে গেছে পৈশাচিকতার উন্মত্ত তান্ডব, বাতাসে রাসায়নিক মারণাস্ত্রের বিষক্রিয়া আগ্রাসনের দুঃসহ স্মৃতি। দেশটাতে আমেরিকান সশস্ত্র অভিযানে দেড় লাখ বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে। বিধবা হয়েছেন ৭ লাখ ৪০ হাজার মা। আমেরিকান হামলার পর ২০ লাখ ইরাকি যাদের মধ্যে রয়েছেন অনেক শিক্ষক, গবেষক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যসেবী প্রমুখ সিরিয়া ও জর্দানসহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে আশ্রয় নিয়েছেন উদ্বাস্তু হিসেবে। শত্রুর থাবায় লন্ডভন্ড হয়ে গেছে প্রাচীন সভ্যতার পাদপীঠ ইরাক। লড়াই চলাকালীন দুর্নীতি ও লুটপাটের ঘটনা রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। অস্ত্রের মুখে লুট হয়ে গেছে নগদ অর্থ, সোনা-দানা, বৈদেশিক মুদ্রা, রাষ্ট্রীয় রেকর্ড ফাইল, প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ ও পেট্রল। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সর্বশেষ বিশ্লেষণ অনুসারে, বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় ইরাকের অবস্থান পঞ্চম। 'অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম'কে কেন্দ্র করে আমেরিকান অস্ত্র ব্যবসায়ীরা কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা করেছেন এবং নতুন গোলা ও অস্ত্রের পরীক্ষাও করেছেন ইরাকের মাটিতে। আমেরিকান বাহিনীর নিক্ষিপ্ত বোমা



ও ব্যবহৃত অস্ত্রের বিষক্রিয়ায় বাতাস হয়ে গেছে বিষাক্ত। ইরাকে প্রতি এক হাজার প্রসবের ঘটনায় শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ৮০। দেশটিতে ২০০৪ সালের তুলনায় লিউকেমিয়া বেড়েছে ৩৮ আর স্তন ক্যান্সার ১০ গুণ। আমেরিকান বাহিনীর যুদ্ধ শেষ হলেও সহিংসতা বন্ধ হয়নি। ইরাক পরমাণু প্রকল্পের প্রধান ড. ইয়াহইয়া আমিন আল মুশহিদ ১৯৮০ সালে প্যারিসে মোসাদ এজেন্টদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। ইরাকি পরমাণু রিঅ্যাক্টর উন্নয়নের জন্য তিনি তখন ফ্রান্স কর্তৃপক্ষের সাথে প্যারিসে আলোচনা চালাচ্ছিলেন। তার মৃত্যু ইরাকের জন্য অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

লিবিয়ার পারমাণবিক স্থাপনার সব বৈজ্ঞানিক সামগ্রী আমেরিকান সেনাসদস্যরা কার্গো জাহাজে করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যায়। বিনিময়ে স্বৈরশাসক গাদ্দাফি কিছুকাল (২০০৩-২০১১) ক্ষমতায় থাকার নিশ্চয়তা পেয়েছিলেন। দালালি করেও ক্ষমতায় টিকে থাকা বেশি দিন সম্ভব হলো না গাদ্দাফির। ৪২ বছরের দুঃসহ স্মৃতি লিবিয়ার নাগরিকদের বহন করতে হবে বহুকাল। এখন লিবিয়ার অয়েল ফিল্ডের নতুন 'মুরব্বি' ন্যাটো। ২০০৩ সালের ১৯ ডিসেম্বর গাদ্দাফি আমেরিকা ও ব্রিটেনের ইহুদি লবির চাপে পারমাণবিক গবেষণা প্রকল্প পরিত্যাগ করার পরপরই আকাশ ও নৌপথে কেমিক্যাল, নিউক্লিয়ার ও বায়োলজিক্যাল অস্ত্র উপাদান আমেরিকায় পৌঁছতে থাকে। ২০০৩ সালে ২০০ ব্যালিস্টিক স্কাড-বি ক্ষেপণাস্ত্রে ব্যবহার করার উপযোগী দুই হাজার টন ইউরেনিয়াম ও রেডিওলজিক্যাল ম্যাটেরিয়াল আমেরিকা নিয়ে গেছে। পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্রের সময়ে টেনেসি স্টেট বিমানবন্দরে নিয়মিত ত্রিপোলি থেকে রাসায়নিক অস্ত্রসামগ্রী বহনকারী কার্গো বিমান অবতরণ করতে থাকে। সর্বশেষ খবর হচ্ছে, লিবিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যোগসাজশে যুক্তরাষ্ট্র লিবিয়ার খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনে গ্রেফতার এবং বিজ্ঞান গবেষণাগার খুঁজে বের করার জন্য ৩০ লাখ ডলার ব্যয় করছে (এপি, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১)। কেবল ত্রিপোলির বাইরে তাজুরা নামক স্থানে স্থাপিত পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রেই ৭৫০ জন বিজ্ঞানী কাজ করতেন। তাদের বর্তমান অবস্থান অনেকটা অজ্ঞাত।

সোয়াত উপত্যকায় শরিয়াহ আইন চালুকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের কাহুটা পারমাণবিক কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণের পাঁয়তারা করছে। তালেবান গেরিলারা যেকোনো সময় পারমাণবিক স্থাপনা দখল করে নিতে পারে– আমেরিকা প্রতিনিয়ত এ আশঙ্কা প্রকাশ করে একটি অজুহাত খাড়া করতে চাচ্ছে। তালেবান যোদ্ধাদের নাগালের বাইরে রয়েছে এই পরমাণু অস্ত্র। পাকিস্তান বারবার আশ্বস্ত করলেও ওয়াশিংটন বলছে– 'পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্রের নিরাপত্তা এখনো বিরাট বিপদের মুখোমুখি'। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেনারেল জেমস জোনস বিবিসির সাথে সাক্ষাৎকারে বলেন, 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী যতই বলুক, তাদের পরমাণু অস্ত্র নিরাপদে আছে। এতদসত্ত্বেও ওয়াশিংটন আরো নিশ্চয়তার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে।' এভাবে তালেবান হুমকির প্রসঙ্গ তুলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক স্থাপনার পাহারাদারির জন্য পাকিস্তানকে বাধ্য করছে। ফলে মুসলিম বিশ্বের একমাত্র পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র, পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্রের ভান্ডার আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। জেনারেল মোশাররফের শাসনামলে আমেরিকার নির্দেশে 'পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্রের জনক' ড. আবদুল কাদির খানকে গৃহবন্দী রাখা হয়। তাকে সিআইএ'র কাছে হস্তান্তরের জন্য আমেরিকা জোর দাবি জানায়। জনরোষের ভয়ে মোশাররফ সরকার এ দাবি মানতে পারেনি। রহস্যজনক 'US Contingency Plan' অনুসারে পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র জঙ্গিদের হাতে পৌঁছে যাওয়া অর্থাৎ আল কায়েদা বা তালেবান জঙ্গিরা যদি পাকিস্তানের পারমাণবিক প্রকল্প দখলে নেয়ার চেষ্টা করে, সে ক্ষেত্রে যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্রের দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার প্রস্তুতি রয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের বৈরী সম্পর্ক সৃষ্টি হলে পেন্টাগন পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র পাকিস্তান সরকারের অনুমতি ছাড়াই পাকিস্তানের বাইরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ব্যাপক পরিকল্পনা করেছে। দেশটি নিউক্লিয়ার সাইট বিশেষ করে বৃহত্তর 'খুনাব রিঅ্যাক্টর এবং নিউ ল্যাব প্রসেসিং প্ল্যান্ট' বোমা মেরে ধ্বংস করার ব্যাপক পরিকল্পনা রয়েছে মার্কিনিদের (আমার দেশ ১ অক্টোবর ২০১১,পৃষ্ঠা-৭)।

ইরান পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত হোক– এটা ইসরাইল কোনো দিন চায়নি। ইহুদি লবির সাবেক প্রেসিডেন্ট বুশের ওপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করে ইরানে হামলা পরিচালনার জন্য। কিন্তু আফগানিস্তান ও ইরাক সঙ্কটের পাশাপাশি আরেকটি সঙ্কট সৃষ্টি হোক, বুশ সে ঝুঁকি নিতে চাননি। আফগানিস্তান ও ইরাক যুদ্ধে আমেরিকার বিপুলসংখ্যক সেনা ও প্রচুর অর্থহানি হয়েছে। মার্কিন সরকারের সবুজসঙ্কেত না পাওয়ায় খোদ ইসরাইল ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সাহস করেনি। তবে যেকোনো মুহূর্তে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলো ইসরাইলের টার্গেট হতে পারে।

সরাসরি হামলা করতে না পেরে ইসরাইল গুপ্তহত্যার আশ্রয় নিয়ে মুসলিম বিশ্বকে মেধাশূন্য করার ষড়যন্ত্রে নেমেছে। ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে ইরানের শীর্ষস্থানীয় পরমাণু বিজ্ঞানী আরদাশির হাসান বাউর মোসাদ এজেন্টদের হাতে প্রাণ হারান। আরদাশির ইস্পাহানে অবস্থিত পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পরমাণু গবেষণার অন্যতম পাদপীঠ সেন্টার ফর নিউক্লিয়ার ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক স্টাডিজের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। 'দ্য সানডে টাইমস' পত্রিকার প্রতিবেদনে জানা যায়, ইরানের শীর্ষস্থানীয় আরো বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী ইসরাইলি বা ইহুদিদের হত্যার তালিকায় রয়েছে।

'হামাস'-এর প্রতিষ্ঠাতা, ফিলিস্তিনের আধ্যাত্মিক গুরু অশীতিপর বৃদ্ধ শেখ আহমদ ইয়াছিন ফজরের নামাজ আদায় করে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় ইসরাইলি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে শাহাদত বরণ করেন ২০০৪ সালের ২২ মার্চ। বহুদিন ইসরাইলি কারাগারে বন্দী আহমদ ইয়াছিন হুইল চেয়ারে চলাফেরা করতেন। ১২ বছর বয়সে এক সড়ক দুর্ঘটনায় তার মেরুদন্ড ভেঙে গেলে তিনি হুইল চেয়ার ব্যবহার করতেন। নানা জটিল রোগের কারণে তিনি প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এমন অসুস্থও বৃদ্ধ মানুষটিকে হত্যা করা যে কত বর্বরোচিত ও পৈশাচিক, সবাই তা বুঝেন। ফিলিস্তিন সংগ্রামের শীর্ষনেতা ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর পেছনেও মোসাদের হাত ছিল বলে অনেকের সন্দেহ। সাইপ্রাসে নিযুক্ত জর্দানী বংশোদ্ভূত আল-ফাতাহ প্রতিনিধি হোসাইন আল বশির ১৯৭৩ সালের ২৪ জানুয়ারী মোসাদ এজেন্টদের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। নিকোসিয়ায় তার হোটেল কক্ষে রক্ষিত বোমার বিস্ফোরণে তার মৃত্যু ঘটেছিল। ১৯৭২ সালের ২ ডিসেম্বর প্যারিসে নিযুক্ত পিএলও প্রতিনিধি ড. মুহাম্মদ হামশারিকে মোসাদ হত্যা করে তার অফিসের টেলিফোন টেবিলে টাইম বোমা পুঁতে।

আরব বিশ্বের খ্যাতনামা সব বিজ্ঞানীর ওপর রয়েছে ইসরাইলের কড়া গোয়েন্দা নজরদারি। মিসরীয় পরমাণু বিজ্ঞানী ড. সামি-মরা মূসা ১৯৫২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। অজ্ঞাত এক ড্রাইভার তার গাড়ি চালাচ্ছিল। ইসরাইল কর্তৃক পরমাণু অস্ত্রের ভান্ডার মজুদ করার কারণে যেকোনো সময় মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে– ড. সামিরা এমন আশঙ্কা প্রকাশ করতেন বলে ইসরাইল তাকে অপছন্দ করত। এ ছাড়া তিনি পরমাণু প্রকল্পের জন্য ইউরেনিয়ামের তুলনায় ধাতব পদার্থ থেকে আরো সাশ্রয়ী জ্বালানি উদ্ভাবন করতে (বাকি অংশ ০০ পাতায়)

নামাজের সময়-সূচী

ডিসেম্বর	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
ফজর	৫.৪৮	৫.৪৮	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫২
সূর্যোদয়	৭.০৮	৭.০৯	৭.১০	৭.১১	৭.১১	৭.১২	৭.১৩
জোহর	১১.৪৯	১১.৫০	১১.৫০	১১.৫১	১১.৫১	১১.৫১	১১.৫২
আসর	২.৪৮	২.৪৮	২.৪৮	২.৪৮	২.৪৯	২.৪৯	২.৪৯
মাগরিব	৪.২৯	৪.২৯	৪.২৯	৪.২৯	৪.২৯	৪.৩০	৪.৩০
এশা	৫.৫১	৫.৫১	৫.৫১	৫.৫১	৫.৫১	৫.৫১	৫.৫২

দুর্যোগের পৃথিবী এবং আমাদের দায়



আন্তেনিও গুতেরেস

আমরা একটি বিধ্বংসী মহামারি মোকাবিলা করছি। একটি সমতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের বিপরীতে আমরা দেখছি, বৈশ্বিক তাপমাত্রার নতুন উচ্চতা, বাস্তুসংস্থান অবক্ষয়ের নতুন মাত্রা ও বৈশ্বিক লক্ষ্য অর্জনের নতুন সংকট। এক কথায় বলতে গেলে, আমাদের এই পৃথিবীর এক ভঙ্গুর দশা।

মানুষ যেন প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে। এটি আত্মঘাতী। প্রকৃতি সবসময়ই তা ফিরিয়ে দেয়। আর তার প্রকাশ আমরা দেখছি আরও শক্ত ও রুদ্ররূপে। জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। দশ লাখ প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। বাস্তুতন্ত্র আমাদের চোখের সামনেই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। মরুভূমি প্রসারিত হচ্ছে। জলাভূমি হারিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবছর আমরা এক কোটি হেক্টর বন হারাচ্ছি। সমুদ্রগুলোতে মাছ নিঃশেষ হয়ে প্লাস্টিক বর্জ্যের স্তূপে পরিণত হচ্ছে। এগুলো কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করছে বলে সমুদ্রকে বিষাক্ত করে ফেলছে। কোরাল দ্বীপগুলো মরে যাচ্ছে। প্রতিবছর বায়ু ও পানিদূষণে ৯০ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে, যা বর্তমান মহামারির চেয়েও ছয়গুণ বেশি। মানুষ যেভাবে প্রাণীর আবাসন ধ্বংস করছে এবং বন্যপ্রাণীর বসবাসে হস্তক্ষেপ করছে, তাতে আমরা হয়তো আর এক ভাইরাসের অস্তিত্ব দেখতে পাব, যেটা প্রাণী থেকে মানুষের দেহে আসছে। ভুলে যাওয়া চলবে না, মানুষের সংক্রামক রোগের ৭৫ ভাগই প্রাণী থেকে আগত।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা ও জাতিসংঘের দুটি নতুন প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, আমরা জলবায়ু বিপর্যয়ের কতটা কাছাকাছি। এ বছর লা নিনার প্রভাবে শীত পড়া সত্ত্বেও ২০২০ সালটি বিশ্বের তিনটি উষ্ণতম বছরের অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। গত দশকটি বিশ্ব ইতিহাসে সবচেয়ে উষ্ণ দশক ছিল। সমুদ্রের তাপ ছিল রেকর্ড পর্যায়ে। এ বছর বিশ্বের আশি ভাগেরও অধিক সমুদ্র লু হাওয়ার শিকার হয়েছে। উত্তর মেরুতে এ বছরটি ছিল বিশেষভাবে উষ্ণ। যেখানে আবহাওয়ার গড় ছিল তিন ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে। অন্যদিকে উত্তর সাইবেরিয়ায় তাপমাত্রা ছিল পাঁচ ডিগ্রির ওপরে। অক্টোবরে উত্তর সাগরে সবচেয়ে কমের রেকর্ড হয়। এখন আবার তা পুনঃহিমায়িত হওয়ার ধীরগতির রেকর্ড হচ্ছে। গ্রিনল্যান্ডের বরফ দীর্ঘমেয়াদে ভাঙতে শুরু করেছে। মিথেনের ফলে ভূগর্ভস্থ হিমায়িত অঞ্চল গলতে শুরু করেছে। যেটা গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের প্রভাবক।

অগ্ন্যুৎপাত, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় এতই বাড়ছে যে, এগুলো যেন নতুন বাস্তবতা। উত্তর আটলান্টিক হারিকেন সিজন ৩০টি ঝড় দেখেছে। যেটি স্বাভাবিক সময়ের দ্বিগুণ। মধ্য আমেরিকা পর পর দুটি হারিকেনের আঘাতে এখনও বিপর্যস্ত। বিজ্ঞানের সমীকরণ এখানে স্পষ্ট। বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে বিশ্বকে এখন থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি বছর ছয় শতাংশ হারে জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন কমাতে হবে। বাস্তবতা হলো, বিশ্ব এখন উল্টোটা করছে, প্রতি বছর তা দুই শতাংশ হারে ব্যবহার বাড়াচ্ছে। ফলে আমাদের পৃথিবীর ওপর আপাতত দুর্যোগ, দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রচেষ্টার বিপদ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমনকি এটি শান্তির জন্য করা আমাদের কাজকে আরও জটিল করে তুলছে। কারণ এসব দুর্যোগ অস্থিতিশীলতা বাড়াচ্ছে। মানুষকে বাস্তুচ্যুত করছে এবং সংঘাতের জন্ম দিচ্ছে। এটি কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয় যে, জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাবের শিকার ৭৫ শতাংশ দেশই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে ভঙ্গুর দেশগুলোর অন্যতম। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, মানুষের কর্মকান্ডই আমাদের বিশৃঙ্খলার মূল কারণ। আবার মানুষের পদক্ষেপই এ সমস্যার সমাধান করতে পারে। একুশ শতকের অন্যতম দায়িত্ব হওয়া উচিত, প্রকৃতির সঙ্গে ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণ আচরণ। এটি সবার জন্য সবক্ষেত্রে অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে, মহামারি থেকে উত্তরণ ঘটানোর সুযোগটা গ্রহণ করতে হবে। আমরা ভ্যাকসিনের মাধ্যমে একটি আশার আলো দেখছি। তবে প্রকৃতির ভ্যাকসিনের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন একটি পরিত্রাণের পথ। মহামারি মোকাবিলায় আমরা জলবায়ু আগ্রাসী কোনো কাজ করব না। আবহাওয়ার অনুকূলে পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আমরা আমাদের ওপর আপাতত এই মহামারি থেকে বাঁচতে পারি।

এটা আমাদের জন্য পরীক্ষা, নৈতিকতার পরীক্ষা। করোনাভাইরাস থেকে উত্তরণে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচাতে লাখ লাখ কোটি টাকা ধার করা প্রয়োজন। একটি ভঙ্গুর পৃথিবীতে তাদের ওপর এই ঋণের চাপ যাতে রেখে যেতে না হয়, সেজন্য নীতি প্রয়োজন। এখন প্রয়োজন সবুজ সুইচ। বিশ্ব অর্থনীতিকে পুনরায় স্থাপন না করে বরং একে রূপান্তরের সুযোগ আমাদের হাতে রয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে পরিচালিত একটি টেকসই অর্থনীতি নতুন কর্মসংস্থান এবং সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়তে পারে। মানুষের ভালো স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, মানবাধিকারের প্রতি সম্মান ও পৃথিবীতে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক পৃথিবী সাহায্য করবে। করোনাভাইরাস থেকে মুক্তি ও পৃথিবী বাসযোগ্য করা উভয়টি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। জলবায়ুর জরুরি অবস্থা উত্তরণের কথা বলি। জলবায়ু সমস্যার সমাধানে আমরা তিনটি বিষয় দেখছি : প্রথমত, পরবর্তী তিন দশকের মধ্যে আমাদের কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্য পূরণ করতেই হবে।

দ্বিতীয়ত, প্যারিস চুক্তির আদলে আমাদের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হবে। ওই চুক্তিটি জলবায়ুর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

তৃতীয়ত, পৃথিবী রক্ষায় অভিযোজনের ক্ষেত্রে আমাদের যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশেষ করে, জলবায়ুর প্রভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও দেশগুলোকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে।

এ তিনটির ব্যাখ্যায় আসি। প্রথমটি কার্বন নিরপেক্ষতা। তথা গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন শূন্যের কোঠায় আনা। সাম্প্রতিক সময়ে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পদক্ষেপ আমরা দেখেছি। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ২০৫০ সালের মধ্যে প্রথম জলবায়ু নিরপেক্ষ মহাদেশ হওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। আমি প্রত্যাশা করব, তারা ২০৩০ সালের মধ্যে ১৯৯০ সালের পর্যায়ের ৫৫ শতাংশে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়াসহ ১১০টিরও অধিক দেশ ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নিরপেক্ষতা অর্জনের অঙ্গীকার করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রশাসনেরও অনুরূপ লক্ষ্য রয়েছে। চীন অবশ্য ২০৬০ সালের অঙ্গীকার করেছে। তার মানে আগামী বছরের প্রথম দিকেই বৈশ্বিক কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের ৬৫ ভাগেরও অধিক ও বিশ্ব অর্থনীতির ৭০ ভাগেরও অধিক, যাদের এমন দেশগুলো কার্বন নিরপেক্ষকতা অর্জনের অঙ্গীকার করে থাকবে। এই শুভ মুহূর্তকে আমরা অবশ্যই একটি আন্দোলনে পরিণত করব। দ্বিতীয়ত, অর্থনীতির প্রশ্নে বলা প্রয়োজন। শূন্য নির্গমনের অঙ্গীকারের বার্তা বিনিয়োগকারী, মার্কেট ও অর্থমন্ত্রীদের কাছে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তবে আমাদের আরও পদক্ষেপ প্রয়োজন। ধীরে ধীরে জীবাশ্ম জ্বালানি বন্ধ করতে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর ভর্তুকি বন্ধ করতে কার্বনের ওপর মূল্য আরোপ করা প্রয়োজন। নতুন কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ করতে হবে। সবুজ অর্থনীতি, সহনশীলতা, অভিযোজন ও রূপান্তর কর্মসূচিতে অর্থায়ন করা উচিত। এ জন্য আমাদের প্যারিস চুক্তি ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারি-বেসরকারি যৌথ বিনিয়োগ প্রয়োজন। তৃতীয়ত, অভিযোজন ও সহনশীলতা কার্যক্রমে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিতে হবে। কারণ আমরা একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চাই। জলবায়ু পদক্ষেপে অভিযোজন কোনোভাবেই ভোলা যাবে না। আমাদের ব্যাপকভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ ও পদ্ধতিগত অভিযোজন সহায়তায় যেতে হবে। এটা বিশেষ করে, ছোট দ্বীপবিশিষ্ট উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য জরুরি। তারা ব্যাপকভাবে হুমকির মুখে।

অনেক শহরই সবুজায়ন হচ্ছে। নতুন সার্কুলার অর্থনীতিতে অপব্যয় কমছে। পরিবেশ আইনগুলো শক্তিশালী হচ্ছে। জাতিসংঘের অন্তত ১৫৫টি সদস্য রাষ্ট্র এখন শক্তিশালী পরিবেশকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। একইসঙ্গে আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় জ্ঞান প্রাধান্য পাচ্ছে।

একটি নতুন বিশ্ব পরিগঠিত হচ্ছে। মানুষ ধীরে ধীরে প্রচলিত পদ্ধতি যেগুলো পরিবেশের ক্ষতি করছে, তার সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারছে। মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষ তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমিয়ে পৃথিবীকে বুঝতে পারছে।

সংহতিই মানবতা। সংহতিই বেঁচে থাকার উপায়। এটাই ২০২০ সালের শিক্ষা। বিভেদ ও বিশৃঙ্খল বিশ্বে এসেছে মহামারি। তাই আসুন এই শিক্ষা ধারণ করে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের জীবনপ্রণালি পরিবর্তন করি। লেখক: মহাসচিব, জাতিসংঘ; কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণ। জাতিসংঘের ওয়েবসাইট থেকে সংক্ষেপিত ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury, Esq

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ

কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা

গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে

বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

ফেডারেল ডিজএবিলিটি

(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বিশ্বের প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম-গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ



হাবিব রহমান

যাচ্ছি বিশ্বের প্রাকৃতিক সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম, অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ দেখতে। রাস্তায় যাত্রা বিরতি ছিলো কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের রাজধানী ব্রিসবেনে। স্থানীয় বাংলাদেশী আলমগীরকে সাথে নিয়ে বলা যায় সারা রাত চষে বেড়িয়েছি ব্রিসবেন শহরটি। ভোররাতে হোটেলে ফিরে একটু ঘুম। তারপর সকালে হোটেলেই নাস্তা সেরে আবার এয়ারপোর্টে। আলমগীরই আমাকে এয়ারপোর্টে পৌছে দিয়েছে। তাকে ধন্যবাদ জানালাম। আলমগী না থাকলে হয়তো এত অল্প সময়ে আমার ব্রিসবেন শহরটি ঘুরে দেখা সম্ভব হতোনা। রাতে মিটার অনুযায়ী তাকে ভাড়া দিতে পারলেও সকালে এই ট্রিপের জন্য কোন অর্থ নিতে রাজী হলোনা। প্রবাসে স্বদেশীরা যে কতো আপন হয় আলমগীর তা আবার প্রমান করলেন।

ব্রিসবেন থেকে হ্যামিল্টন আইল্যান্ড এয়ারপোর্টের দুরত্ব আকাশ পথে সময় লাগলো ১ঘন্টা ৫৫ মিনিট। সিটে বসে লাঞ্চ খাওয়া শেষ না করতেই ঘোষনা এলো সিট বেল্ট বাঁধার। অর্থাৎ নামার সময় হয়ে গেছে।

এয়ারপোর্টের ফর্মালিটি সারতে খুব বেশী বিলম্ব হয়নি। লাগেজ ঠেলে বাইরে বেরোতেই দেখলাম আমার নাম লেখা প্লাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রিফ ভিউ হোটেলের একজন কর্মী। হোটেল বুক করার সময়ই জেনেছিলাম তাদের এয়ার পোর্ট সাটল সার্ভিস আছে। তাদের আমার বিমানের সময়সূচি জানিয়ে দিয়েছিলাম সে সময়েই। সঠিক সময়েই তারা এসে আমাকে তুলে নিলো। লাগেজেও আমার হাত লাগাতে হলোনা। হোটেলের ড্রাইভার এবং স্টাফ দু'জনকেই এক নজরেই ভালো লাগলো।

৩৬৮ টি গেস্ট রুম নিয়ে আমার রিফ ভিউ হোটেলটি এক নজর দেখেই ভ্রমণের ক্লান্তি সব দূর হয়ে গেলো। টপ ফ্লোরে রুম দিতে বল্লাম। খুব দ্রুত রিসিপসনের কাজ শেষ করে উঠে এলাম আমার রুমে। রুমের সামনে ব্যালকনি। সামনে সুনীল কোরাল সাগর মন ভালো করার জন্য যথেষ্ট। রুমে হাত মুখ ধুয়ে জামা কাপড় ছেড়ে নীচে নামলাম ডিনারের জন্য। সারা শরীর ক্লান্তিতে ছেয়ে আছে। ডিনার সেরে রুমে এসে ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে ঝাপিয়ে পড়লাম বিছানায়। সকাল ৮টায় গাইড এসে তুলে নেবে। এর আগেই ব্রেকফাস্ট সেরে তৈরি হয়ে নিতে হবে আমাকে।

কাঁটায় কাঁটায় সকাল ৮ টায় গাইড এসে হোটেল লবি থেকে আমাকে তুলে নিলো। রিফে সাড়ে আট ঘন্টা কাটবে তার সাথে। স্নরকেলিং ছাড়াও অন বোর্ড বারবিকিউ লানঞ্চ অন্তর্ভুক্ত এই ট্যুরে। পৃথিবীর অনেক জায়গায় আমি স্নরকেলিং এ অংশ নিয়েছি। তাই এ নিয়ে আমার তেমন আগ্রহ নেই। জাহাজ থেকে রিফের দৃশ্য অবলোকন করাই আমার বেশী



আগ্রহ।

১০০ জন ট্যুরিস্ট নিয়ে বোটটি ছাড়লো। বেশ বড়সড় বোট। একটু পরেই শুরু হলো গাইডের লেকচার। বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে গাইডের লেকচার শোনার খুব একটা প্রয়োজন হয়না। একটু ঘাঁটাঘাঁটি করলেই সব তথ্য হাতের নাগালে এসে যায়। কিন্তু গাইডের ডিউটি তাকে পালন করতেই হয়। তাই অনিচ্ছা থাকলেও কান পাতলাম তার বক্তৃতায়।

অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড উপকুলের কাছে এই গ্রেট ব্যরিয়ার রিফ পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম। এখানে ২৯০০ পৃথক পৃথক প্রবাল প্রাচীর প্রায় ১৬০০ মাইল জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে আছে। প্রবাল, পলিপস ইত্যাদি কোটি কোটি অর্গানিজম দ্বারা এই রিফ কাঠামো গঠিত।

বিস্ময়কর সামুদ্রিক জীব প্রবাল (Coral)। প্রাণী হলেও এরা চলেফিরে বেড়ায় না। বরং সাগরতলে কোনো এক জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে এরা সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয়। প্রাণীজগতে এদের স্থান অ্যান্থোজোয়া শ্রেণীতে। এরা অমেরুদন্ডী। প্রবালের অনেকগুলো প্রজাতি আছে।

এক একটা প্রবাল-প্রাণীকে বলা হয় পলিপ। এই পলিপগুলো সাধারণত আকারে খুবই ছোটো, মাত্র ১/২ মিলিমিটার লম্বা। জিনগতভাবে সম্পর্কিত এরকম হাজার হাজার প্রবাল-পলিপ সমুদ্রের নিচে কলোনি বানিয়ে একসাথে বাস করে। এই কলোনি থেকেই গড়ে ওঠে প্রবাল প্রাচীর।

প্রবাল প্রাচীরগুলো দেখতে অপূর্ব সুন্দর। এগুলো বাদামি, লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, সোনালি, ইত্যাদি নানান রঙে রঙানো থাকে। একই প্রাচীরের আলাদা আলাদা অংশ আলাদা আলাদা আকারের হতে পারে, যেমন, হরিণের শিং, মৌমাছির চাক, মানুষের মস্তিষ্ক ইত্যাদি। প্রবাল প্রাচীরের মূল উপাদান প্রবাল-ক্ষরিত ক্যালসিয়াম কার্বোনেট। এছাড়াও প্রাচীরে বসবাসকারী অ্যালজি, স্পঞ্জ ও অন্যান্য জীবরা এতে নানান উপাদান যোগ করে এর বর্ণবৈচিত্রকে আরো বাড়িয়ে তোলে।

কুইন্সল্যান্ড ন্যাশনাল ট্রাস্ট এই রিফকে কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের প্রতীক হিসাবে ঘোষণা করেছে। এটি শুধু একটি বিশ্বের বিখ্যাত পর্যটন স্থানই নয়, পাশাপাশি একটি সমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক নিদর্শনও বটে। এখানে ৪০০ প্রজাতির কোরাল এবং ১৫০০ প্রজাতির মাছের আবাসস্থল রয়েছে। এছাড়াও ১৩৩ প্রজাতির হাঙর সহ অন্যান্য বৃহদাকার সামুদ্রিক মৎস, অসংখ্য প্রজাতির জেলিফিশ, ঝিনুক, শামুক এবং ত্রিশটিরও বেশি প্রজাতির তিমি মাছ ও ডলফিন রয়েছে।

এছাড়াও গ্রেট ব্যারিয়ার জীববৈচিত্রের জন্য অভয়ারণ্য হিসেবে খ্যাত। বৈচিত্রপূর্ণ জীবের উপস্থিত ছাড়াও এখানে ডুগং বা সমুদ্রধেনু এবং সবুজ কচ্ছপের মত বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীর উপস্থিত রয়েছে। সমুদ্রধেনু হচ্ছে গাভীর মত দেখতে বিশাল এক ধরণের উদ্ভিদভোজী প্রাণী। যাদের অস্তিত্ব এবং উপস্থিত গ্রেট ব্যারিয়ার ছাড়া অন্য কোথাও নেই।

কিন্তু দূষণ ও মানবসৃষ্ট কারণে গত কয়েক দশক ধরে এই রিফের অবস্থান হুমকির মুখে।

গাইড আরো জানায় ১৯৮৪ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলের অ্যাবট বন্দরটি কয়লা রপ্তানিকাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সম্প্রতি সরকার এটার সম্প্রসারণের ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু এতে রিফের পরিবেশ আরও ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বলে আশংকা করছেন পরিবেশবাদীরা। আরো একটা আশংকার কথা জানালো গাইড। তা হলো গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের কচ্ছপরা বিভিন্ন দ্বীপের সৈকতের বালুতে যৌনক্রিয়া করে থাকে। এক্ষেত্রে বালুর তাপমাত্রা একটা বড় ব্যাপার। বড় বন্দরের কারণে আশেপাশের এলাকার তাপমাত্রা বেড়ে গেলে সেক্ষেত্রে কচ্ছপরা বিপদে পড়তে পারে।

গাইড জানায় ধারণা করা হয় ২০ হাজার বছর পূর্বে যখন সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের গঠন শুরু হয়েছিল এবং এই প্রক্রিয়া প্রায় ৬০০০ বছর পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। তবে এর গঠনপ্রণালী থেকে ধারনা করা হয়, প্রাচীরের একটা বৃহৎ অংশ কোন একসময় মহাদেশীয় দ্বীপ ছিল যা সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে অবস্থান করলেও সমুদ্রের পানির উচ্চতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকলে মহাদেশীয় দ্বীপটি একসময় পানিতে ডুবে গিয়ে প্রবাল প্রাচীরের উপরে অবস্থান করে।

ইতিমধ্যে আমরা বোটে করে প্রায় ঘন্টা খানিক সময় পার করেছি। যারা স্নারকলিংয়ে অংশ নেবে তারা প্রস্তুতি নেয়া শুরু করেছে। তাদের উদ্দেশ্যে নির্দেশনা দিচ্ছে গাইড। যেমন পানির নীচে কোন অবস্থাতেই উত্তেজিত হওয়া যাবেনা। নীচে অস্বাভাবিক কিছু দেখলে কি সাইন দেখাতে হবে। অথবা অসুস্থ বোধ করলে উপরে উঠিয়ে নেবার জন্য কি সাইন দেখাতে হবে ইত্যাদি।

ডাইভিং, স্নরকেলিং একটি উত্তেজনাপূর্ণ বিনোদন। ইতোপূর্বে আমি বাহামার বিভিন্ন দ্বীপে ভ্রমণ করে এই বিনোদনগুলোর স্বাদ নিয়েছি। তাই এবার তা থেকে বিরত থেকে কোরাল সমুদ্রের সৌন্দর্য দেখাতেই মগ্ন থাকলাম।

একসময় অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর, পৃথিবীর একমাত্র প্রবাল প্রচারী ভ্রমনণশেষ হলো। সারা বিশ্ব থেকে বছরে প্রায় ২০ লাখের বেশি পর্যটকের সমাগম ঘটে এখানে। নিজকে ধন্য মনে হলো। পৃথিবীটা এত বড় যে এই ছোট জীবনে হয়তো আর এখানে আসা হবেনা। মহান সৃস্টি কর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানালাম। কাল ফিরে যাবো সিডনিতে।

লেখক: সিইও, বাংলা ট্যুর।

পুলিশের প্রতি আস্থা কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায়



তাইসির মাহমুদ

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে এমন কয়েকটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যার ফলে পুলিশের ভাবমূর্তি মারাত্মক সংকটে পড়েছে। এর মধ্যে দুটো ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একটি টেকনাফে পুলিশের গুলিতে সেনাবাহিনীর সাবেক মেজর সিনহা হত্যা ও ওসি প্রদীপের দুর্নীতিকান্ড এবং দ্বিতীয়টি সিলেট নগরীর বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে ১০ হাজার টাকা চাঁদার জন্য রায়হান আহমদ নামক এক নিরপরাধ যুবককে পিটিয়ে হত্যা।

এ দুটো ঘটনা পুলিশের প্রতি মানুষের আস্থা তলানিতে ঠেলে দিয়েছে। এখন পুলিশ ভালো কাজ করলেও ভালো বলা যায় না। যিনি ভালো বলবেন তাকে মানুষ পুলিশের দালাল বলে গালি দেবে। এটা বাংলাদেশ পুলিশবাহিনীর জন্য বিব্রতকর এবং সৎ পুলিশ অফিসারদের জন্য খুবই পীড়াদায়ক।

বাংলাদেশে অনেক সৎ পুলিশ অফিসার আছেন, যারা অত্যন্ত সাদামাটা জীবনযাপন করেন। তাদের বাসাবাড়িতে গেলে জীবনযাত্রা দেখে সেটি উপলব্ধি করা যায়। যেহেতু উন্নত দেশের মতো বাংলাদেশের পুলিশের বেতন-ভাতা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নয়, তাই একজন পুলিশ অফিসারকে সততার সঙ্গে জীবনযাপন করতে হলে তাকে আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। তাকে পরিবারের আবদার মেটাতে হিমশিম খেতে হয়। ছেলেমেয়েদের ভালো স্কুলে লেখাপড়া করানো সম্ভব হয় না। স্ত্রীর চাহিদামতো বাজার-সদাই করতে পারেন না।

একজন সৎ পুলিশ কর্মকর্তা যদি কোনো থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হয়ে থাকেন, তাহলে তার সামনে অসৎ উপায়ে অর্থ কামাইয়ের বিভিন্ন পথ খোলা থাকায় সেই পথ থেকে নিজেকে বিরত রেখে সততার সঙ্গে জীবনযাপন করা আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে। পুলিশ মানেই মিথ্যা মামলা রেখে দু'পক্ষের কাছ থেকে ঘুষ আদায়-এ ধরনের একটি নেতিবাচক ধারণা সাধারণ মানুষের মনে বীজ বুনে আছে। পুলিশের ওপর ঢালাওভাবে দুর্নীতির যে তকমা, তা একজন সৎ পুলিশ অফিসারের জন্য বড়ই পীড়াদায়ক। কারণ, তিনি সংগ্রাম করে সততার মধ্য দিয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করছেন, অথচ অনেকেই তাকে অসৎ হিসেবে মূল্যায়ন করছে।

পুলিশের চাকরি এমন যে, এখানে সততার সঙ্গে চাকরি করা একটি বড় পরীক্ষা। এমন অনেক পুলিশ কর্মকর্তাকে চিনি যারা শিক্ষাজীবনে সৎ ছিলেন। পুলিশে চাকরির প্রথম জীবনেও সততার সঙ্গেই দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু এক সময় দেখা গেল দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাকে দুর্নীতিবাজ হতে বাধ্য করেছে।

একজন থানার ওসির অনেক ক্ষমতা। তিনি একটি শহর বা উপজেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। তার কাছে মানুষ প্রতিদিন বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসে। ওসি সাহেব কিছু বলার আগেই তার জন্য টাকার বান্ডিল অপেক্ষা করে। বাসায় পৌঁছে যায় তরতাজা বড় মাছ, ঘরের দরজায় চকচকে পর্দা, দামি ফার্নিচার। নিজে কিছু না চাইলেও উপঢৌকন দেদার আসতে থাকে।

আর এসব কারণে একজন পুলিশ কর্মকর্তার পক্ষে নিজের সততা বেশিদিন ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। একদিকে তার পারিবারিক ও নৈতিক শিক্ষা তাকে লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে রাখতে চায়, অন্যদিকে পরিবারে আর্থিক টানাপোড়েন এবং অন্য পুলিশ কর্মকর্তাদের টাকা বানানোর প্রতিযোগিতা ও বিলাসবহুল জীবনযাপন দেখে তিনি নিজেকে বেশিদিন ধরে রাখতে পারেন না।

এভাবেই এক সময় তিনিও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। আর একবার যখন দুর্নীতি শুরু করেন, তখন আপাদমস্তক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েন। যেহেতু ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থের একটি অংশ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেয়ার অলিখিত নিয়ম রয়েছে, তাই সমাজের কাউকে পুলিশের পরোয়া করার প্রয়োজন পড়ে না। বিভিন্ন থানা ও ফাঁড়িতে নিরপরাধ মানুষকে ধরে এনে মিথ্যা মামলায় জড়ানোর ভয় দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা চাঁদা আদায় করার বিস্তর অভিযোগ রয়েছে।

তাই বাংলাদেশে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মতো একটি নিরাপদ জায়গা তৈরি করা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোয় পুলিশের অভিযোগ তদন্তের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত সংস্থা রয়েছে। ব্রিটেনে এক সময় ছিল ইনডিপেনডেন্ট পুলিশ কমপ্লেইন্টস কমিশন। ২০১৮ সালের জানুয়ারীতে সংস্থাটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ইনডিপেনডেন্ট অফিস ফর পুলিশ কনডাক্ট। এ সংস্থায় পুলিশের বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ করলে অভিযোগকারীর পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রেখে অভিযোগটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা হয়। পুলিশের বিরুদ্ধে শাস্তি নিশ্চিত করা হয়। তাই পুলিশ সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় বুঝেশুনে কথা বলে। পুলিশ জানে তারা আইনের ঊর্ধ্বে নয়। অনিয়ম করলে মানুষ অভিযোগ করবে। অভিযোগ গুরুতর হলে চাকরি হারাতে হবে। শাস্তিও হতে পারে। তাই পুলিশ সাধারণ মানুষের সঙ্গে আইনের মধ্যেই থাকে।

বাংলাদেশে ব্রিটেনের মতো ইনডিপেনডেন্ট 'অফিস ফর পুলিশ কনডাক্ট' নামক স্বাধীন তদন্ত সংস্থা নেই। তবে পুলিশের লোকজনের সমন্বয়ে আছে পুলিশ ব্যুরো অব ইভেস্টিগেশন। এটিও ইনডিপেনডেন্ট বডি। তবে পুলিশের লোকজন দিয়ে এ বডিটি চালানোর কারণে মানুষের আস্থা কম। তাই প্রয়োজন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ আলাদা একটি স্বাধীন তদন্ত সংস্থার। প্রয়োজনে সেনাবাহিনী থেকে চৌকস কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি সেল গঠন করা যেতে পারে, যেখানে বিচার বিভাগের লোকজনও থাকবেন।

এ ছাড়া দেশের প্রতিটি থানায় একটি করে অভিযোগ বাঙ স্থাপন করা যেতে পারে। এ বাক্সগুলোর নিয়ন্ত্রণ থাকবে পুলিশের নিরপেক্ষ তদন্ত সংস্থার হাতে। প্রতিমাসে সংস্থার লোকজন নিজে গিয়ে বাক্সটি খুলে অভিযোগগুলো নিয়ে আসবেন। সেখানে মানুষ নিজের নাম-ঠিকানা গোপন রেখেও যাতে অভিযোগ করতে পারে, সেই সুযোগও রাখতে হবে। আর নাম-ঠিকানা থাকলে সেটি যাতে সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয় তারও শতভাগ নিশ্চয়তা থাকতে হবে, যাতে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার পর ওই অভিযোগকারীর জীবন ঝুঁকিতে না পড়ে। কারণ, আমরা এ ধরনের অনেক ঘটনা অহরহ দেখতে পাই।

ওসির অত্যাচার-নির্যাতন থেকে মুক্তি চেয়ে পুলিশ সুপারের কাছে আবেদন করার পর সংশ্লিষ্ট থানার ওসি ওই ব্যক্তিকে থানায় ধরে এনে অমানুষিক নির্যাতন করেছেন, তার চোখে মরিচের গুঁড়া দিয়েছেন কিংবা প্লায়ার্স দিয়ে নখ তুলে নিয়েছেন। তাই অভিযোগকারীর নিরাপত্তার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এ উদ্যোগটি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা গেলে থানার পুলিশ অফিসাররা সতর্ক থাকবেন। কারণ, অভিযোগ প্রমাণিত হলে প্রমোশন আটকে যেতে পারে। অপরাধ বিবেচনায় চাকরিও হারাতে হতে পারে। তবে এটাকে শুধু দানবাক্সের মতো নামকাওয়াস্তে অভিযোগ বাক্স হিসেবে বসিয়ে রাখলে চলবে না।

প্রকৃত অর্থেই একটি কার্যকর অভিযোগ সেন্টার হতে হবে। প্রতিমাসে কটি অভিযোগ জমা পড়ল, কী ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেল, কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল-এসব নিয়মিত মিডিয়ায় তুলে ধরতে হবে। তাহলে পুলিশ অফিসাররা সতর্ক থাকবেন এবং দুর্নীতির মাত্রা কিছুটা কমতে পারে। আরও একটি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। পুলিশের গায়ে বডি ক্যামেরা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। ব্রিটেনে যখন পুলিশ কর্মকর্তারা কোনো অভিযানে যান, তখন তাদের ইউনিফর্মের সঙ্গে সংযুক্ত বডি ক্যামেরা অন করে রাখা বাধ্যতামূলক। ফলে ওই পুলিশ কর্মকর্তা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোনো অন্যায় করলে সেটি রেকর্ড হয়ে থাকে। পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা প্রমাণের জন্য বডি ক্যামেরা থেকেই এভিডেন্স পাওয়া যায়।

সর্বোপরি প্রতিটি থানা এবং পুলিশ ফাঁড়ি ২৪ ঘণ্টা সিসিটিভি মনিটরিংয়ের আওতায় নিয়ে আসা জরুরি। এখন সম্ভবত অনেক থানায়ই সিসিটিভি আছে। তবে সিসিটিভিগুলো কি সার্বক্ষণিক সক্রিয় থাকে? হাজতখানাসহ যেসব জায়গায় আসামি রাখা হয় সেসব স্থানে কি সিসিটিভি আছে, থাকলে কি তা কাজ করে? এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

আর সিসিটিভিগুলোর সংযোগ পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার, ডিআইজির কার্যালয় পর্যন্ত থাকা প্রয়োজন, যাতে বড়কর্তারা অফিসে বসেই থানা ও ফাঁড়িগুলো মনিটর করতে পারেন এবং অপরাধ সংঘটিত হলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তারা সিসিটিভির ফুটেজ নষ্ট করতে না পারেন। বাংলাদেশ পুলিশে এ সংস্কারগুলো এখন সময়ের দাবি।

লেখক: সম্পাদক, সাপ্তাহিক দেশ, লন্ডন

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

Emirates السعودية SAUDIA QATAR AIRWAYS القطرية TURKISH AIRLINES

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

Digital Travel Astoria

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

website: www.digitaltraveltour.com

We are on Facebook

ফুটবলের ‘পরাজিত নায়ক’ ম্যারাডোনা

(১৪ পাতার পর)

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে গ্রুপ পর্বের খেলা শুরু হলো। ম্যাচ শুরুর আগে অংশগ্রহণকারী দুটি দলের খেলোয়াড়দের নাম লেখা ২২টি কার্ড মাঠে নিয়ে আসা হয়। খেলা শেষ হওয়ার কয়েক মিনিট আগে কার্ডগুলো টেবিলের ওপর আলাদা করে বিছিয়ে রাখা হয়। ফিফার ম্যাচ কমিশনার দুই দল থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে একটি করে নাম লেখা কার্ড তুলে নেন। কার্ডে যে দুজনের নাম ওঠে, তাঁদের খেলা শেষ হওয়ামাত্র মেডিকেল রুমে নিয়ে মূত্রের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এই নমুনা ডোপ পরীক্ষা করার জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত ইউ-সিএলএ গবেষণাগারে পাঠানো হয়। দুই-তিন দিনের মধ্যেই পরীক্ষার ফলাফল চলে আসে। ডোপ নেওয়ার অপরাধের শাস্তি বিধান করা প্রতিযোগিতা কমিটির এখতিয়ারভুক্ত।

ম্যারাডোনার ডোপ টেস্ট

২৫ জুন বোস্টন শহরে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আর্জেন্টিনা নাইজেরিয়াকে ২-১ গোলে হারায়। খেলা শেষ হওয়ার কয়েক মিনিট আগে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কার্ড থেকে দুজন খেলোয়াড়ের নাম উঠে আসে। ম্যারাডোনার কপাল মন্দ, আর্জেন্টিনা দল থেকে উঠে আসে তাঁর নামের কার্ডটিই। খেলা শেষে তাঁর মূত্রের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তিন দিন পর ডোপ পরীক্ষার ফলাফলে তিনি পজিটিভ। ম্যারাডোনা নিষিদ্ধ পাঁচটি ওষুধের ককটেল পান করেছেন বলে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়। এ ধরনের পরীক্ষায় ভুল হওয়া বা এতে কারচুপি করার সুযোগ নেই। একেবারেই নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা।

ফিফা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ম্যারাডোনোকে বহিষ্কার করে। তাৎক্ষণিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের নির্দেশ দেয়। ম্যারাডোনা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘আমার মেয়ের কসম, আমি ড্রাগ নিইনি।’ কিন্তু দুদিন পরে বুয়েনস এইরেস বিমানবন্দরে নেমে তিনি বললেন, ‘আমি দুঃখিত, কাউকে দোষ দেব না। আমি এ ঘটনার দায়দায়িত্ব স্বীকার করছি।’ ৩৩ বছর বয়সী ম্যারাডোনা তত দিনে ক্রীড়াজগতের এক বিচিত্র চরিত্র।

৩০ জুন ফোর সিজনস হোটেলে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা কমিটির সভায় ম্যারাডোনাকে বিশ্বকাপ থেকে বহিষ্কার করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে তাঁর বিরুদ্ধে আরও শাস্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেখানে। ডিসিপ্লিনারি কমিটির উপস্থিতিতে ফিফা সেক্রেটারি জেনারেল জোসেফ ব্ল্যাটার জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে ম্যারাডোনার বিরুদ্ধে নেওয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা জানিয়ে দেন।

বাংলাদেশীদের সরব প্রতিবাদ

ম্যারাডোনা শক্তিবর্ধক মাদক নেওয়ায় বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় ওঠে। আর্জেন্টিনা নীরবে এই বিপর্যয় মেনে নেয়, দেশের মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু দেখা গেল, পৃথিবীর একমাত্র দেশ বাংলাদেশ, যেখানে অগণিত ভক্ত ম্যারাডোনার পক্ষে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন শহরে মিটিং-মিছিল শুরু করে। তাদের মতে, তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার, তাঁকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাঁরা মিছিলে স্লোগান দেয়, ‘ফি-ফার চামড়া, তুলে নেব আমরা।’ আর্জেন্টাইনরা নীরব, কিন্তু বাংলাদেশিরা সরব। প্রতিবাদমুখর এসব মিছিলের কারণে বাংলাদেশ সংবাদ শিরোনাম হলো। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় এ বিক্ষোভের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো।

বাংলাদেশে ম্যারাডোনা-সম্পর্কিত বিক্ষোভের সংবাদ জেনে ফিফার বন্ধুরা আমাকে নিয়ে খানিকটা হাসাহাসি করে। বলে, ‘হেই ম্যান, হোয়াট ইজ রং উইথ বাংলাদেশ।’ আমি মনে মনে লজ্জিত। তাঁদের বলি, বাংলাদেশের অনেকে ম্যারাডোনার অন্ধভক্ত। আমার মেয়েও কষ্ট পায় ম্যারাডোনার পরিণতি দেখে।

রাতে বিছানায় শুয়ে ভাবি, কেন বাংলাদেশীরা ম্যারাডোনার পক্ষ নিয়ে বিক্ষোভ করছে, যেখানে আর্জেন্টাইনরাই নীরব? বাঙালী আসলে হৃদয় উজাড় করে তাঁকে ভালোবেসেছে। আমরা এক বিচিত্র জাতি। সৃষ্টিকর্তা কী দিয়ে আমাদের বানিয়েছেন, তিনিই জানেন। আমাদের পারিবারিক বন্ধন যে কতটা দৃঢ়, তা ইউরোপ-আমেরিকার মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। পেটে হয়তো দুমুঠো ভাত জোটে না, পকেটও খালি, কিন্তু তিন-চার দিন ছুটি পেলেই গ্রামে বসবাসরত পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও ছোটে। পৃথিবীর আর কোথাও কি এমনটি ঘটে! এত ভালোবাসা, মায়া-মমতা কোথায় পেল এই জনমদুঃখী, হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী!

ফিফার বন্ধুরা যখন বাংলাদেশ নিয়ে টিপ্পনী কাটে, মনে মনে বলি, ‘তোমরা ভালোবাসার বোঝো কী?’

বাঙালীরা ম্যারাডোনাকে এত ভালোবাসে কেন? তাঁর শরীর চে গুয়েভারা ও ফিদেল কাস্ত্রোর উল্কিখচিত বলে? সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর আসক্তির কারণে? অনেকে বলে বাঙালীরা ‘ফলেন হিরো’ বা পরাজিত নায়ককে ভালোবাসে। সাবেক রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ জীবিত থাকাকালে রংপুরে জনপ্রিয়তা পাননি। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে পতনের পর জেলে থাকা অবস্থায় জাতীয় সংসদের পাঁচটি আসনে বিজয়ী হলেন। বাইরের মানুষ যখন এরশাদকে দুর্নীতি এবং পরনারীর প্রতি আগ্রহের জন্য কটাক্ষ করে। রংপুরের অনেকে বলে–‘রাজা-বাদশার কিছু দোষ তো থাকেই–সে তো হামার অংপুরের ছৈল (ছেলে)।’

১৯৯৪ সালের ১৭ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের রোজ বোল স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফাইনাল হলো। ব্রাজিল বনাম ইতালি। নির্ধারিত ৯০ মিনিট গোলশূন্য থাকায় ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়াল এবং ৪-২ ব্যবধানে ব্রাজিল বিশ্বকাপ ট্রফি জিতে নিল। প্রায় এক মাস যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়ে দেশে ফিরে এলাম।

দেশে ফেরার পর

ভোলার লালমোহনে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে দেখি, ব্রাজিল ট্রফি জিতলেও আলোচনার কেন্দ্রে ম্যারাডোনা। এলাকাবাসী জানে, আমি বিশ্বকাপ থেকে সদ্য প্রত্যাগত। ময়লা লুঙ্গি পরা এক বৃদ্ধ আমাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘ছার, ম্যারাডোনারে বলে মদ খাওনের লাই জেলে নিছে?’

‘কই, না তো।’ আমার সংক্ষিপ্ত জবাব।

‘ছার, হেইতে মদ খাইলে কি আঁর হইসা (পয়সা) দি খাইছে? নিজের হইসা দি খাইছে। দোষটা কী?’ বৃদ্ধের উক্তি।

উপলব্ধি হলো, তাঁকে ফিফার আইন বুঝিয়ে লাভ নেই। তিনি হৃদয় উজাড় করে সুদূর আর্জেন্টিনার এই ‘ফলেন হিরো’ বা পরাজিত নায়ককে ভালোবেসেছেন।

ম্যারাডোনার তিরোধানের পর পেলে স্বর্গে তাঁর সঙ্গে ফুটবল খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সৃষ্টিকর্তা যেন তাঁর ইচ্ছাটি পূরণ করেন। তেমন কোনো খেলার কেউ দর্শক হতে পারলেও তো বিরাট সৌভাগ্য।

লেখক: রাজনীতিক, সাবেক মন্ত্রী ও ফুটবলার।

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- এক্সিডেন্ট
- ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
- ব্যাংক্রাপসি
- ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার থ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
- Tax Service
- Immigration
- Real Estate

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট
New Price
বিশাল মূল্যহ্রাস
রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
আমাদের আরও রয়েছে কবুতর, কোয়েল, চাকোর, টিটি মুরগী ও রাজা মোরগ, বাদি হাঁস, হাঁস ও কোয়েলের ডিম
প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb
বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল
লাইভ তেলাপিয়া $3.49lb
লাইভ বাফেলো $3.49lb
আমেরিকান ইলিশ $1.99lb
দেশী রুই $1.79lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ) $2.49lb
Porgy $1.49lb
লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্নেন্ট, হ্যারিং, প্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ
স্পেশাল
রেশমী বাসমতি রাইস $17.99
আমিন বাসমতি রাইস $17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস $9.99
ডোনার বাসমতি রাইস $18.99
বাহার বাসমতি রাইস $13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস $12.99
কচুর লতি (৩ প্যাক) $4.99
৩ প্যাক কেলকি মাছ $4.99
১ ভজন ডিম .99c
আয়োডাইজ সল্ট (২টি) .99c
ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার
EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd
37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

৬ অনুপ্রেরণাদায়ী

(১৫ পাতার পর)

উঠেছেন সুমাইয়া। তিনি ও তার দল এখন আফগানিস্তানে শুধু নায়কই নন, নারীদের উচ্চশিক্ষার জন্য হয়ে উঠেছেন অনুপ্রেরণাও। আফগান ড্রিমারস টিমের সবাই মিলে পরিকল্পনা করেছেন তাদের এই ভেন্টিলেটরের নকশা মিনিস্ট্রি অব পাবলিক হেলথে দেখাবেন। যদি তাদের দেখানো প্রোটোটাইপ অনুমোদন পায়, তবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের হাসপাতালগুলোতে এটি ব্যবহার করা যাবে। বিশ্বব্যাপী মহামারীর এ সময়ে নিজ দেশের মানুষের সেবায় অবদান রাখার জন্য বিবিসির এ বছরের অনুপ্রেরণাদায়ক ১০০ নারীর তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন সুমাইয়া।

লরনা প্রেনডারগাস্ট

২০১৯ সালের জুলাই মাসে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটিতে দারুণ একটি ঘটনার সাক্ষী ছিলেন সেখানে উপস্থিত সবাই। ৯০ বছর বয়সী লরনা প্রেনডারগাস্ট এই ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার ডিগ্রি সম্পন্ন করেন সে বছর। রয়্যাল এক্সিবিশন বিল্ডিংয়ে তিনি যখন গ্র্যাজুয়েশনের সার্টিফিকেট নিচ্ছিলেন, তখন তার সঙ্গে ছিল দুই নাতনি, দর্শকসারিতে বসেছিল তার সন্তানরা। সে বছর লরনার গ্র্যাজুয়েশনের এই খবর বেশ কটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লরনা তার এই ডিগ্রি উৎসর্গ করেন প্রয়াত স্বামী জিমকে। এই পুরো ডিগ্রি লরনা অনলাইনে সম্পন্ন করেছেন। অনলাইনে পড়ার সময় তিনি সংগীত ও ডিমেনশিয়ার মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। এ বছরের জুলাই মাসে, ইস্ট গিপসল্যান্ডস নার্সিং হোমসের ডিমেনশিয়া ওয়ার্ডে মিউজিক থেরাপি নিয়ে কাজ শুরু করেন লরনা। তাদের জীবনযাপন উন্নত করার জন্য এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার জন্য নিয়মিত চেষ্টা করতে থাকেন।

এই কাজের জন্য স্থানীয় সরকারের কাছ থেকে অনুদানও পেয়েছিলেন লরনা। রোটারি সানরাইজ অর্গানাইজেশন যারা এই ডিমেনশিয়া রোগীদের নিয়ে কাজ করে, তাদের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। এই অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে লরনার গবেষণার জন্য হেডফোন সরবরাহ করা হয়। স্বামী জিমকে তিনি এই ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ধীরে ধীরে জীবনের শেষপর্যায় পর্যন্ত যেতে দেখেছেন। তাই এ বিষয় নিয়ে গবেষণায় লরনার ছিল আলাদা রকমের আগ্রহ। শিক্ষার্থী জীবনে, তিনি প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। আর গবেষক হিসেবে বর্তমানে ডিমেনশিয়া রোগীদের সুস্থ জীবনের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, বিবিসি তাকে এ বছর অনুপ্রেরণাদায়ক সেরা ১০০ নারীর তালিকায় স্থান দিয়েছে। লরনার মতে, 'পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার জন্য তোমার বয়স কত, তুমি তরুণ নাকি বৃদ্ধ, এগুলো কোনো বিষয় নয়।'

ওয়াদ আল-কাতিব

২০১৯ সালের ১৫ মে কান উৎসবের লালগালিচা। অনেক অতিথির মধ্যে আলাদাভাবে নজর কেড়েছেন সিরিয়ার নারী নির্মাতা ওয়াদ আল-কাতিব, চিকিৎসক হামজা আল-কাতিব ও ব্রিটিশ পরিচালক এডওয়ার্ড ওয়াটস। তাদের তিনজনের হাতে আলাদা আলাদা কাগজে লেখা 'স্টপ বোম্বিং হসপিটালস', অর্থাৎ হাসপাতালে বোমা নিক্ষেপ বন্ধ করুন। সিরিয়ার আলেপ্পো শহরের হাসপাতালে বোমা নিক্ষেপের কারণে অসংখ্য প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। তিনজনে একসঙ্গে এ ঘটনার প্রতিবাদ করেন। সেই কান উৎসবেই প্রদর্শিত হয় ওয়াদ আল-কাতিবের নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র 'ফর সামা'। উপস্থিত সবাই অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠেন এই প্রামাণ্যচিত্র দেখে।

ওয়াদ আল-কাতিব একজন সিরিয়ান সমাজকর্মী ও সাংবাদিক। ২০১১ সালে শিক্ষার্থী জীবন শুরুর পর থেকেই ওয়াদ সিরিয়ার আলেপ্পো শহরের প্রতিদিনের জীবন ভিডিও রেকর্ডিং করা শুরু করেন। গৃহযুদ্ধ চলাকালে শহরের প্রতিবাদ ও সহিংসতা নিয়ে ওয়াদ যে তথ্য দিতেন তা দিয়ে নিয়মিত খবর প্রচারিত হতো ব্রিটেনের চ্যানেল ফোরে। আলেপ্পো শহরে শেষ কয়েকজন বেঁচে থাকা চিকিৎসকের একজনকে বিয়ে করেন ওয়াদ। নিজের বিয়ের দিনের সব ঘটনা, বন্ধুদের সঙ্গে খাবার খাওয়া এমনকি তার প্রেগনেন্সির ঘটনাও তিনি ক্যামেরাবন্দি করেছিলেন। এটিকে এক কথায় বলা যায় 'সন্তানের জন্য চিঠি'। তাদের প্রথম সন্তান সামা। ওয়াদ যদি বেঁচে না থাকেন তাহলে যেন সামা এসব চিত্র দেখে সেই সময়ের ভয়াবহতা জানতে পারে, কোন পরিস্থিতে তার জন্ম হয়েছে, তার বাবা-মাকে যুদ্ধের কেমন পরিবেশের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়েছে, এর সবকিছুর বিস্তারিত চিত্র বোঝার জন্যই এ ভিডিও। ওয়াদ মূলত এই ভিডিও করেছিলেন শহরের চিত্র বোঝানোর জন্য। প্রামাণ্যচিত্র বানিয়ে তার কেন্দ্রীয় চরিত্রে তিনি থাকবেন এমন কোনো পরিকল্পনা তার ছিল না। প্রামাণ্যচিত্রটিতে দেখা যায় দৃশ্যধারণ করতে করতেই কীভাবে ক্যামেরার সামনে অতর্কিত বোমা এসে পড়ছে, ঘর থেকেই ভিডিও ধারণ চলছে সরাসরি যুদ্ধের। ক্যামেরার সামনেই মারা যাচ্ছে শিশু, বৃদ্ধরা। নির্মাতারা এই ভিডিও ফুটেজ ক্ষুদ্র আকারে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেন। মুহূর্তেই ছড়িয়ে যায় ভিডিওগুলো। বিশ্ববাসী দেখতে পায় যুদ্ধের ভয়াবহতা। ২০১৭ সালে ব্রিটিশ পরিচালক এডওয়ার্ড ওয়াটসের সঙ্গে মিলে ৫০০ ঘণ্টার এই ভিডিওগুলোকে সম্পাদনা করে প্রামাণ্যচিত্র 'ফর সামা' বানানোর পরিকল্পনা করেন ওয়াদ। কান চলচ্চিত্র উৎসবে এই প্রামাণ্যচিত্রটি জিতে নিয়েছিল গোল্ডেন আই পুরস্কার। আলেপ্পোর খবর প্রকাশের জন্য তিনি এমি অ্যাওয়ার্ডসও পেয়েছিলেন। 'ফর সামা'র জন্য আরও পেয়েছেন বাফটা অ্যাওয়ার্ড, নমিনেশন পেয়েছিলেন অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডে।

২০১৬ সালে আলেপ্পো থেকে দুই মেয়ে, স্বামীসহ চলে আসেন লন্ডনে। বর্তমানে কাজ করছেন চ্যানেল ফোর নিউজের জন্য। 'ফর সামা'র জন্য ক্যাম্পেইনও করছেন, যেখানে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে সিরিয়ার যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকার মানুষের জন্য তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। সাহসী এই নারী বিবিসির এ বছরের অনুপ্রেরণাদায়ক ১০০ নারীর তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন।

ওয়াদ আল-কাতিব বলেন, 'আমরা তখনই হেরে যাই, যখন আমরা আশা ছেড়ে দিই। আপনি যেকোনো দেশের, যেকোনো দেশের নারী হোন না কেন, আপনার প্রতি আমার পরামর্শ হচ্ছে, আপনি যা বিশ্বাস করেন সেটির জন্য লড়াই করতে থাকুন, স্বপ্ন দেখার সাহস করুন, এখনো এবং কখনো আশা ছাড়বেন না।'

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই
এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়
নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে
FARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.
FARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.
আমরা বাংলায় কথা বলি
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।
❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই
আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকার অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা আমাদের পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই ধারাবাহিক লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী লিভিংস্টর্ন ও'সুলে আইনের উপর পড়াশোনার করেছেন। তিনি ব্যাচিলর্স অব আর্ট থেকে ইমিগ্রেশন আ' এবং বিজনেস আ'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন আ' ইন্সটি এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে মিতালী হকের প্রশ্নঃ

আমার বোন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছিলো। তারপর বাংলাদেশে তার বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের বিষয়টি এম্বেসীকে জানানো হয়নি। এরপর আমার বোন এদেশে এসে থাকার পর আবার বাংলাদেশে গেছে। আমার বোনের এবারের বাংলাদেশে অবস্থানের মেয়াদ এক বছর পেরিয়ে গেছে। তাই আমার জানার ইচ্ছা আমার বোনটি স্বাভাবিকভাবে ইচ্ছা করলে আবার এদেশে চল আসতে পারবে? সে কি ঢাকা ইউএস এম্বেসীতে গিয়ে প্রয়োজনে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে পারবে? আমার বোন তার স্বামীকে এদেশে আনতে চায়। এসব বিষয়ে আপনার পরামর্শ পাবার প্রত্যাশায় রইলাম। এমন প্রশ্ন আগেও দেখেছি বলে আজ আমিও লিখলাম।

মিতালী হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউসের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে গ্রিনকার্ডধারীরা বিনা অনুমতিতে এক বছরের কম সময় এদশে বাইরে অবস্থান করতে পারেন। এক বছর বা তার বেশি সময় এদশের বাইরে অবস্থান করলে গ্রিনকার্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ইমিগ্রেশন ইউএস এর প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

তবে রি-এন্ট্রির ব্যাপারে যা বলতে চাই সেটা হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী ইউএস এর বাইরে গিয়ে একবছর বা তার বেশি সময় অবস্থান করতে চাইলে দুই বছরের জন্যে অনুমতি সাপেক্ষে রি-এন্ট্রি লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রিনকার্ডধারীকে এদেশের বাইরে যাবার আগেই এখান থেকেই তাকে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে হবে।

এই রি-এন্ট্রির আবেদনের সময় আবেদনকারীকে অবশ্যই এদেশে উপস্থিত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে প্রয়োজনে একজন এটর্নির সাথে সাক্ষাতে গিয়ে কথা বলা যেতে পারে।

আপনি আপনার বোনের বিষয়ে আরো যা জানতে চেয়েছেন সে ব্যাপারে স্পস্ট করে করে সবকিছু উল্লেখ করতে হবে। যা হয়তো সাক্ষাতে আলোচনা ক রার সময় আপনি উল্লেখ করতে পারবেন। এসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট করে কিছু বলতে চাইলে এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আরো কিছু তথ্য জানা দরকার।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পউসের জন্যে ইমিগ্রেশনের আইন অনুযায়ী আবেদন করতে পারেন। কিন্তু সেই আবেদনকারী স্পাউসকে অবশ্যই এদেশে যথাযথ গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে বসবাস করতে হবে।

নিউইয়র্ক থেকে আবু হামিদের প্রশ্নঃ

আমি আজ এই চিঠিটি লিখছি আমার এক বন্ধুর জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে। আমার বন্ধুর চাচা একজন ইউএস সিটিজেন। তিনি আমার বন্ধুর বাবার জন্যে অর্থাৎ তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন। এই আবেদনে ঐ ভাইয়ের সন্তানেরাও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমার বন্ধুর বাবা অর্থাৎ আবেদনকারীর ভাই মারা গিয়েছেন। সে কারণে জানতে চাওয়ার বিষয় হচ্ছে এখন ঐ আবেদনের অবস্থা কেমন হবে?

আবু হামিদের প্রশ্নের উত্তরঃ



প্রথমেই আমাদের জানা থাকা দরকার যে একজন সিটিজেন এবং গ্রিনকার্ডধারী কাদের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

গ্রিনকার্ডধারীর সন্তানদের আবার দুটি ক্যাটেগরী আছেঃ

১। ২১ নিম্ন এবং

২। ২১ উর্ধ বয়সের সন্তান।

২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২-এ এবং ২১ উর্ধ বয়সের সন্তানেরা ২-বি ক্যাটেগরিতে পড়ে।

একজন ইউএস সিটিজেন তার নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়দের জন্যে আবেদন করতে পারেঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)

সন্তান (২১ নিম্ন/২১ উর্ধ)বিবাহিত ও অবিবাহিত

মা-বাবা এবং

ভাইবোন

ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী ইউএস সিটিজেন তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মাবাবা এবং ২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তানেরা প্রথম প্রেফারেন্সে পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর আত্মীয়দের অপেক্ষা করতে হয়না।

তবে ইউএস সিটিজেনের ভাইবোনেরা চতুর্থ প্রেফারেন্সে পড়েন।এই ক্যাটেগরীর অপেক্ষার সময় আনুসাঙ্গিক দশ বছরের বেশি। আপনার বন্ধুর চাচা তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন।

এখন দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে আপনার বন্ধুর বাবা ছিলেন বেশি-ফিশিয়ারী এবং তিনি মারা গেছেন। এর ফরে অর্থাৎ বেনিফিশিয়ারীর মৃত্যুর কারণে আবেদনেরও মৃত্যু ঘটেছে। ঐ আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদনের অন্তর্ভূক্ত আর কেউ এদেশে আসার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না।

কুইন্স থেকে ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নঃ

আমি কিছুদিন হয় পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড পেয়েছি। সেকারণে বাংলাদেশে গিয়ে আমার পছন্দের একজন মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করার পর আমার স্ত্রীকে এখানে আনার ব্যাপারে আমি উপযুক্ত হবো কিনা? আর গ্রিনকার্ড নিয়ে ঝামেলাহীনভাবে দেশে গিয়ে কতদিন অবস্থান করতে পারব?

ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তান-এর জন্যে আবেদন করতে পারেন। আপনি একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট সেজন্যে আপনি আপনার বিবাহিতা স্ত্রীর জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

পিটিশনার যদি ইউএস এর গ্রিনকার্ডধারী হন তবে শুধু আই-১৩০ রিলেটিভ পিটিশান ফাইল করতে পারেন। আর বেনিফি-শিয়ারী যদি ইউএস সিটিজেন হন আর বেনিফিশিয়ারী যদি বাংলাদেশী হন হবে আই-১৩০ পিটিশান ফাইলের দরকার নেই।

ইউএস সিটিজেনের স্পাউস হবার কারণে বিয়ের পরেই তার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে ফাইল করা যাবে।

গ্রিনকার্ডধারীর স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) দ্বিতীয় প্রেফারেন্সে পড়েন। আর আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী তাই আপনি দেশে একবছরের কম সময় সেখানে অবস্থান করতে পারেন কোন অনুমতি ছাড়াই। আপনার যদি এক বছর বা তার বেশি সময় থাকার পরিকল্পনা থাকে তবে দুই বছরের অনুমতি নিয়ে দেশে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন। তবে এতে করে গ্রিনকার্ড পাবার পাঁচ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেও আপনাকে আবারো একাধারে ক্রমাগত পাঁচ বছর এদেশে অবস্থান করতে হবে।

প্রয়োজনবোধে আপনি একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে কথা বলে আপনার প্রশ্নের সমাধান সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন।

আর একটি কথা আমরা প্রায় সবসময় বলে থাকি আর তা হচ্ছে যে আপনার যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়েন তবে তা থেকে হয়তো আপনার প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আকাশ ছোয়া স্বপ্ন-বাঙালীর হৃদয়ে আশার প্রদীপ জেলে দিয়েছে



সামসুদ্দীন আজাদ

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৪০০ সাল কবিতার অংশ বিশেষ দিয়েই লেখাটা শুরু করতে চাই।

আজি হতে শতবর্ষ-পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতুহল ভরে-
আজি হতে শতবর্ষ-পরে।
আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ-
আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান,
আজিকার কোনো রক্তরাগ
অনুরাগে সিক্ত করি পারিব না পাঠাইতে
তোমাদের করে
আজি হতে শতবর্ষ-পরে ॥

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন-বাঙ্গালীর হৃদয়ে সাহস যুগিয়েছে, শক্তির সঞ্চার করেছে, আশার আলো দেখিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী যেদিন তিনি থাকবেন না ক্ষমতায় কিন্তু তার সৃষ্টি, তার কর্ম সারা জীবন এই জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করবে, যেভাবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার অনুপস্থিতিতে তাকে স্বরণ করার জন্য ১৪০০ সাল কবিতা খানি লিখে গেছেন।

উপনিবেশিক পদ থেকে মুক্ত হলাম আমরা ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট, আবার দ্বিতীয়বার উপনিবেশ মুক্ত হলাম ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে। স্বাধীন দেশ যাত্রা শুরুর মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে স্বপরিবারে খুন করে ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে এদেশে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে আবার এদেশকে স্বৈরাচারের পায়ের নিচে পৃষ্ঠ করে নব্য উপনিবেশবাদের জন্ম দেয়া হয়। দেশের মালিক হয়ে সেনাবাহিনী আর জনগণ হল তাদের প্রতিপক্ষ। সামরিক আইন মার্শাল ল জারী করে ক্ষমতা দখল করা হল, নির্দেশ জারী করা হল, রাজপথে দেখামাত্র গুলি করে হত্যা করা হবে। দেশটা স্বাধীন করলো এদেশের জনগণ আর সেই জনগণকে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করবে- সেটা হতে পারে না।

১৯৮১ সালে নির্বাসিত জীবন শেষে জার্মান থেকে ভারতে এসে পরে ১৯৮১ সালের ১৭ মে রোববার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে ঘোষণা দেন এদেশের জনগণ যদি তাকে ক্ষমতায় আসার সুযোগ দেন-তিনি এদেশে গণতন্ত্র কায়েম করবেন- বার বার সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করবে-গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠাবেন- তা হতে দেবেন না তিনি। তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন তিনি গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনবেন। মানুষের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করবেন-মানুষ যেন লাইনে দাঁড়িয়ে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সেটি নিশ্চিত করবেন।



এরপর তিনি বলেছেন এদেশকে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত অর্থনীতি থেকে বের করে এনে একটি উন্নত সমৃদ্ধ প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ তিনি গড়বেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন। তাকে কিন্তু তাকে সে সুযোগ দেয়া হয়নি, ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ তারও আগে থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২১ বছর স্বৈরাচারী মিলিটারী শাসক ও বিএনপি মিলে ক্ষমতা দখল করে এদেশটাকে লুটপাট করে যাচ্ছিল এবং আওয়ামী লীগকে ক্ষমতার বাইরে রাখা হয়েছিল। দীর্ঘ একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসে জাতির সামনে উন্নয়নের কিছু এজেন্ডা তুলে ধরেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন দলের শীর্ষ নেত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। শুরু হল আবারও চক্রান্ত ২০০১ সালে বিএনপি জামাত জোট করে সেনাবাহিনীর গোপন পরিকল্পনায় খালেদা জিয়াকে আবারও ক্ষমতায় বসানো হয়। শুরু হয় দেশব্যাপী হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, রাষ্ট্রীয় কোষাগারের টাকা বিদেশে পাচার জঙ্গীবাদের পিষ্ঠপোষকতা সহ স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধী রাজাকার আল-বদরদের পুনর্বাসন আবার ২০০৮ সালের ৩০ ডিসেম্বরের সংসদ নির্বাচনে এদেশের জনগণ বিএনপিকে আস্থাকুড়ে নিক্ষেপ করে আওয়ামী লীগকে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ করে দেয়। ২০০৮ থেকে আজ ২০২০ দীর্ঘ ১২ বছর আওয়ামী লীগ তথা ১৪ দলীয় জোট রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, ২০২৩ সাল পর্যন্ত আওয়ামী জোট রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকবে যদি সব কিছু ঠিকঠাক মত চলতে থাকে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এদেশের উন্নয়ন নিয়ে, এদেশের অর্থনীতি নিয়ে, বিশেষ করে অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিয়ে বিশেষভাবে নজর দেন এবং তিনি চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেন সকল বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করবেন ২০৪১ সালের মধ্যে। এই স্বপ্নের বাংলাদেশ নির্বির্মানে তিনি উচ্চাভিলাষী সব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেটি বাস্তবায়ন সম্ভব হলে বাংলাদেশ ঘুড়ে দাঁড়াবে-বাংলাদেশ হবে সুইজারল্যান্ড এবং একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ। তিনি নিজেই আকাশছোঁয়া স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন বাঙ্গালী জাতিকে তাদের হৃদয়ে আশার প্রদীপ জেলে দিলেন। তার দুঃসাহসিক সব পরিকল্পনা সত্যিই আকাশছোঁয়া এজন্য প্রয়োজন বুকের পাটা, আর সাহস। প্রয়োজন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একজন সৎ নিবেদিত দেশ প্রেমিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নিজের পরিচ্ছন্ন ইমেজ তৈরী করা এবং তিনি সেখানে শতভাগ সফল বলেই আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত।

আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মানের কিছু কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিচ্ছি পাঠকের বা দেশবাসীর জানার জন্য।

প্রথম চ্যালেঞ্জঃ স্বপ্নের পদ্মা সেতু বিশ্বব্যাংক টাকা না দিতেই অভিযোগ তুললেন দূর্নীতির। এর পিছনে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের কথা সবাই জানেন। তিনি বিশ্বব্যাংককে চ্যালেঞ্জ দিয়ে ঘোষণা দিলেন নিজের টাকায় পদ্মা সেতু করবেন। এদেশের মানুষ বিশ্বাস করতে পারেনি কিভাবে এটি সম্ভব? কিন্তু আজ পদ্মা সেতু দৃশ্যমান-৪১টি স্প্যানের মধ্যে ৩৯টি স্প্যান বসে গেছে আর বাকি আছে ২টি স্প্যান, এটি বসলে দৃশ্যমান হবে ৬.১৫ কিলোমিটারের এই বৃহত্তম সেতু। এরিমধ্যে ২৮ নভেম্বর রেল সেতুরও উদ্বোধন কাজ শুরু হয়ে গেছে। এই সেতুর ব্যায় হবে বাংলাদেশী টাকার ৩০১.৯ বিলিয়ন টাকা, যা ইউএস ডলার সমান $3.6 Billion Dollars.

দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জঃ ঢাকা শহরের যোগাযোগের উন্নত ব্যাবস্থার জন্য মেট্রোরেল পদ্ধতি চালু করা। এটি আরেকটি স্বপ্ন। তিনি এ জাতিকে দেখালেন তার স্বপ্ন দেখা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে মেট্রোরেল হবে 20.1 Kilometre অর্থাৎ ১২.৫ মাইল দীর্ঘ। এটি নির্মাণে ব্যায় করা হয়েছে $2.8 Billion US Dollars. Japan International Cooperation Agency-মেট্রোরেল নির্মান করছে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সাল থেকে।

তৃতীয় চ্যালেঞ্জঃ চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল নির্মাণ। অর্থাৎ আমেরিকার মত নদীর তলদেশ দিয়ে রাস্তা বানানো হচ্ছে গাড়ি চলার জন্য। এই প্রকল্পের ব্যায় হবে ৯,৮৮০ কোটি টাকা। এই টানেলের দৈর্ঘ্য Length ৯.৩ কিলোমিটার (৫.৮) মাইল প্রস্থ বা Wide হবে ১০ Metres অর্থাৎ 33ft.ব্যয় US Dollers $1.1 Billion Dollars. ২০২২ সালে এটির নির্মাণ শেষ হবে। দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম টানেল হবে কর্ণফুলী টানেল। China Construction Communications Company এই টানেলের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান।

চতুর্থ চ্যালেঞ্জ- সেরা চ্যালেঞ্জ মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণঃ মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১ উৎক্ষেপন করলো বাংলাদেশ। This is the 1st Bangladeshi geostationary communications and broad casting satelite. জাতির জনকের নামে এটির নামকরণ করা হয়। এটি উৎক্ষেপণ করা হয় ১২ মে ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের নাসা স্পেস থেকে। এটি তৈরী করে ফ্রান্সের নামক কোম্পানি। এই প্রকল্পের খরচ হয় $248 Million US Dollars বালাদেশী টাকায় যার পরিমান ১৯.৫১ Billion Taka.

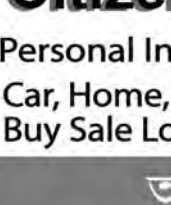
পঞ্চম সেরা প্রকল্প পায়রা বন্দর নির্মাণঃ এটি একটি মেঘা প্রজেক্ট। এটি বিশ্বের ব্যায়বহুল প্রকল্পের মধ্যে একটি। পায়রা বন্দরের প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবে মূল বন্দর নির্মাণে ৮০৭ কোটি এবং বন্দর সহযোগী অবকাঠামো নির্মাণে ৯০৫ কোটি ডলার খচর নির্ধারণ করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে ১ হাজার ৮৩৪ কোটি ডলার অর্থাৎ ১ লাখ ৫৪ হাজার কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছিল। বলা যেতে পারে বিশ্বে এখন বন্দর কেন্দ্রিক যত প্রকল্প আছে তার মধ্যে পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর সবচেয়ে ব্যায়বহুল প্রকল্প। দীর্ঘ ৬৫ কিলোমিটার নৌপথ খনন করে এই সমুদ্র বন্দরে জাহাজ চলাচলের পথ তৈরী করা হবে। আবার বন্দর থেকে পণ্য আনা নেয়ার জন্য নতুন সড়ক ও রেলপথ নির্মাণ করতে হবে। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই সুবিশাল প্রকল্পের প্রস্তাবনা তৈরী করা হয়। প্রথম পর্যায়ে ভূমি অধিগ্রহণ ও মধ্য মেয়াদে তিনটি টার্মিনাল নির্মাণ বাবদ প্রায় ২৬ হাজার কোটি টাকা খরচ চুড়ান্ত করা হয়েছে। প্রথম পেইজের এসব প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে পায়রা বন্দরের অন্যান্য প্রকল্পগুলো হাতে নেয়া হবে।

ষষ্ঠ মেঘা প্রকল্প হল কক্সবাজারের সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দরঃ প্রক্রিয়াধীন থাকা এই প্রকল্পের ৩টি পর্যায়ে ১১ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৯৩ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে বলে জাপানী এক সমীক্ষা প্রতিবেদন থেকে জানানো হয়েছে। সোনাদিয়ার এই প্রকল্প সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্প হিসাবে। আবার মাতার বাড়িতে বন্দর হলে, দুই মেঘা প্রকল্প বাস্তবায়ন সরকারের জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জ।

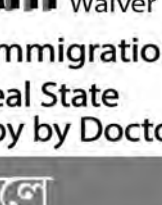
এইসব প্রকল্পগুলো হল সবচেয়ে বড় এবং অনেক ব্যয়বহুল প্রকল্প। এসব মেঘা প্রকল্পের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, আর্থিক সংকুলান করা কোন অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী, দূর্নীতিবাজ, লুটেরা সরকারের দ্বারা কোনদিন বাস্তবায়ন তো দূরের কথা-স্বপ্ন দেখাও অসম্ভব ছিল। আজ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যিনি এক নাগারে ১২ বছর তার আগে ৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থেকে মোট ১৭ বছর ধরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ক্ষমতায় থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অন্যরকম উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছেন, নেয়ার সাহস দেখিয়েছেন। তিনি এ জাতির উন্নয়নে স্বপ্ন দেখছেন জাতিকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন। বাঙালীর হৃদয়ে আশার প্রদীপ জালিয়ে দিয়েছেন। এসব প্রকল্প ছাড়াও বাংলাদেশে যেখানে উৎপাদন হত ৩৫০০ শত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আজ সেখানে উৎপাদন হচ্ছে প্রায় ২০,০০০ হাজার মেগাওয়াটের প্রায় কাছাকাছি বিদ্যুৎ। এছাড়াও সড়ক ও জনপথ উন্নয়ন সারা দেশে হাজার হাজার সেতু, কালভার্ট, রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছেন। বিভিন্ন জেলায় চার লেনের রাস্তা নির্মাণ করে সড়ক পথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনে দিয়েছেন। কৃষি, শিল্প, মৎস্য, শাকসব্জী, মাছ উৎপাদনে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষ অবস্থানে পৌছে গেছে। বিদেশে মানব সম্পদ রফতানি করে প্রবাসীরা যে রেমিট্যান্স প্রতি মাসে পাঠায় তাতে আমাদের রিজার্ভ $40816.3 Million ইউএস ডলার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনি যুগ যুগ ধরে বাঙালীর হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন। আজি হতে শত বর্ষ পরেও বাঙালী আপনাকে কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করবে, শ্রদ্ধা করবে, ভালোবাসবে।

লেখক: সহ সভাপতি-যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH
State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)
Citizenship Without Exam N-648 Waiver
Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন
* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।
37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372
TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 686 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

ভাস্কর্য, মহাকালের প্রেক্ষাপট



গোলাম মাওলা রনি

ভাস্কর্য কী এবং কেন– এমনতর প্রশ্ন যদি আপনার মাথায় এসে যায় তবে আপনি ভাস্কর্যের দেশ বলে পরিচিত ইতালী থেকে ঘুরে আসতে পারেন। রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের তীর্থভূমি ভ্যাটিকান সিটিতে যেসব ভাস্কর্য রয়েছে সেগুলো দেখলে আপনি ভিরমি খেতে বাধ্য হবেন। আর আপনি যদি ইসলাম ধর্মের একজন গোঁড়া অনুসারী হন, তবে কিছু কিছু ভাস্কর্য দেখার পর আপনার মনের মধ্যে যেসব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে তা আমার মতো ক্ষুদ্র লেখকের পক্ষে কলম ও কালি দিয়ে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়।

যারা ভাস্কর্য তৈরি করেন তাদের বলা হয় ভাস্কর। তাবৎ দুনিয়ার সর্বকালের সেরা বলে স্বীকৃত যে ক'জন ভাস্কর রয়েছেন তাদের মধ্যে প্রধানতম ব্যক্তির নাম মাইকেল এঞ্জেলো। তার অনেক দুনিয়া কাঁপানো ভাস্কর্য রয়েছে, যেগুলো কিনা ভ্যাটিকানের পবিত্র স্থানে স্থাপন করে শিল্পী ও শিল্পকর্মকে সম্মান জানানো হয়েছে। মাইকেল এঞ্জেলোর শিল্পকর্মের মধ্যে ডেভিড ভাস্কর্যটি দুনিয়া কাঁপাচ্ছে সেই ১৫০৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। মুসলমানরা যে সম্মানিত নবীকে হজরত দাউদ আ: বলে ধ্যান-জ্ঞান করেন, পশ্চিমারা সেই নবীর নাম দিয়েছে ডেভিড। মাইকেল এঞ্জেলো ১৫০১ সালে একটি ভাস্কর্য নির্মাণের কাজে হাত দেন এবং টানা চার বছর ধরে পাথর কেটে বিরাট এক উলঙ্গ পুরুষের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে এর নাম দেন ডেভিড।

ডেভিডের মতো আরেকটি সম্পূর্ণ নগ্ন পুরুষের ভাস্কর্যের নাম 'পারসিয়াস উইথ দ্য হেড অব মেডুসা'। ইতালির নামকরা ভাস্কর অ্যান্থনিও নির্মিত এই ভাস্কর্যটিকে বলা হয় পৃথিবীর সর্বকালের সেরা ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে সাত নম্বরের বিখ্যাত শিল্পকর্ম। গ্রিক দেবতা পারসিয়াসের জীবন ও কর্ম তুলে ধরার জন্য সম্পূর্ণ উলঙ্গ মূর্তিটির এক হাতে তলোয়ার, অন্য হাতে মানুষের খ"িত মস্তক তুলে ধরা হয়েছে।

আপনি যদি পৃথিবীর সর্বকালের সেরা বলে স্বীকৃত ভাস্কর্যের বৃত্তান্ত শোনেন তবে হয়তো বড় রকমের ভীমরতির কবলে পড়বেন। একটির নাম ভেনাস অব উইলেনড্রফ। রয়েছে অস্ট্রিয়াতে। ধারণা করা হয়, খ্রিষ্টের জন্মের ২৫ হাজার বছর আগে এটি নির্মিত হয়েছিল। মাত্র চার ইঞ্চি উচ্চতার একটি উলঙ্গ নারী মূর্তি কী করে দুনিয়ার সর্বকালের সেরা ভাস্কর্য হলো তা নিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা আপনার হয়তো থাকলেও থাকতে পারে। মূর্তিটিকে একজন বেঢপ নারীর বিশাল পেট পর্যন্ত ঝুলে থাকা বিরাটাকার স্তন্য এবং যৌনাঙ্গটিকে যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা দেখে দুনিয়ার ভাস্কর্য বিশেষজ্ঞরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, পাথর যুগের আদি মানবেরা হস্তমৈথুনের কাজে মূর্তিটিকে ব্যবহার করত।

পৃথিবীর সর্বকালের এক নম্বর বলে স্বীকৃত ভেনাস অব উইলেনড্রফ ভাস্কর্য বাদ দিয়ে আপনি যদি চার নম্বর বিখ্যাত ভাস্কর্য খুঁজতে যান তবে খ্রিষ্টের জন্মের দুই শ' বছর আগেকার একটি মূর্তি পেয়ে যাবেন যার নাম 'লাওকুন অ্যান্ড হিজ সনস'। মূর্তিটি ১৫০৬ সালে রোমে আবিষ্কৃত হয় এবং ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে জানা যায়, এটি রোমান সম্রাট টাইটাসের প্রাসাদে রক্ষিত ছিল। এই ভাস্কর্যটিতে একজন উলঙ্গ পিতা এবং তার উলঙ্গ পুত্রদ্বয়কে গ্রিক উপকথার সমুদ্র দেবতার অভিশাপে কিভাবে একটি অজগর সাপ অক্টোপাসের মতো পেঁচিয়ে ধরেছে তা পাথরের শিল্পকর্মে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মূর্তিটিকে একটি পবিত্র নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করে ভ্যাটিকান কর্তৃপক্ষ সেটিকে ভ্যাটিকানের গির্জার অভ্যন্তরে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

উল্লিখিত ভাস্কর্যগুলো ছাড়াও আপনি 'বাস্ট অব নেফারতিতি, দ্য



টেরাকোটা আর্মি, গিটার, ম্যাডোনা, মিসরের গ্রেট স্ফিংস ছাড়াও মিসরের জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত দেবতা আমুন, ফেরাউন রামসিস দ্য সেকেন্ড, ফেরাউন প্রথম সেটি এবং রানী থুইয়া, ফেরাউন আমেনাহোটেপ এবং আখের নাফেনের ভাস্কর্যগুলোতে চোখ বুলাতে পারেন। আপনি যদি পাথরের সৃষ্ট ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞ অবলোকন করতে চান তবে জর্দানের পেত্রা নগরী, চীনের মহাপ্রাচীর, মিসরের পিরামিড, আগ্রার তাজমহল এবং দিল্লির কুতুবমিনার দেখে আসতে পারেন। এগুলোর বাইরে সিরিয়ার পালাম, পারস্যের পার্সিপোলিশ, মিসরের লুক্সর এবং আফগানিস্তানের বাসিয়ানের বুদ্ধমূর্তিও দেখে আসতে পারেন।

আপনি যদি উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্দির ঘুরে আসেন তবে মূর্তি অথবা প্রতিমূর্তি সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পেয়ে যাবেন। এরপর আপনি চীনের গুয়াংঝু, নানকিং এবং নানঝিংয়ের বিভিন্ন বাজারে টুঁ মারেন তবে প্লাস্টিকের পুতুল যে কত প্রকার এবং কী কী হতে পারে তার কোনো কূলকিনারা করতে পারবেন না। প্লাস্টিকের পুতুলের সাথে আধুনিক প্রযুক্তির কিছু ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সম্মিলন ঘটিয়ে সেগুলোকে সেক্সডলরূপে চীন যেভাবে সারা দুনিয়ায় ছড়াচ্ছে তার বিরুদ্ধে বলতে গেলে সব শ্রেণিপেশা-রাষ্ট্রশক্তি এবং ধর্মমত একাট্টা হয়েছে এই আশঙ্কায় যে, দুনিয়াতে যদি সেক্সডলের প্রচলন অবাধ এবং সার্বজনীন করে দেয়া হয় তবে মানবজাতির অস্তিত্বই লোপ পাবে।

ভাস্কর্য মূর্তি প্রতিমূর্তি এবং বাহারি পুতুল বাদ দিয়ে আপনি এবার চিত্রকর্মের দিকে একটু মনোনিবেশ করতে পারেন। আধুনিককালে ফটোগ্রাফির মাধ্যমে যেভাবে জীবজন্তু-প্রকৃতি-পরিবেশের ছবি তোলা হয় তা ক্যামেরা আবিষ্কারের আগে জল রঙ, তৈলচিত্র বা স্কেচ প্রভৃতি মাধ্যমে তৈরি করা হতো। এসব ছবি-চিত্রকর্ম বা পোর্ট্রেটের আবার দুটো শাখা রয়েছে। একটি হলো জীব-জন্তু প্রকৃতির হুবহু নকল, যাকে ছবি-প্রতিচ্ছবি বলে আখ্যা দেয়া হয়। অন্য দিকে জীব-জন্তু প্রকৃতির বিভিন্ন আচরণকে কল্পনার রঙতুলি দিয়ে যখন জলরঙ তেলরঙ দিয়ে অঙ্কন করা হয় তখন সেগুলো হয়ে ওঠে মোনালিসা, গুয়ের্নিকার মত চিত্রকর্ম বা শিল্পকর্ম।

আলোচনার এই পর্যায়ে আপনি যদি ছবি-প্রতিচ্ছবি, মূর্তি-প্রতিমূর্তির আন্তঃমিল খোঁজেন এবং এগুলোর সংজ্ঞা জানতে চান তাহলে সহজেই বুঝতে পারবেন যে চিত্রকর বা মূর্তি নির্মাতার মস্তিষ্কে যখন কোনো জীব-জন্তু বা প্রকৃতির বাস্তব রূপ উপস্থিত থাকে অথবা তার চোখের সামনে যদি এগুলোর উপস্থিতি ঘটে তবে তারা যে ছবি তোলেন ছবি আঁকেন অথবা মূর্তি তৈরি করেন সেগুলোর ধরন ও প্রকৃতি একই বৈশিষ্ট্যের হয়। এ ক্ষেত্রে চিত্রকর মূর্তি নির্মাতা জীব-জন্তু এবং প্রকৃতির বাস্তবচিত্রকে নকল করেন মাত্র। ফলে অনেকে এগুলোকে প্রতিচ্ছবি প্রতিমূর্তি ইত্যাদি নামে ডেকে থাকেন। মূর্তি-প্রতিমূর্তি কিংবা ছবি চিত্রপটের কারিগরদের নিয়ে মানুষ বেশি মাতামাতি করে না। কারণ এগুলোর নেপথ্যে কোনো নীতি আদর্শ চিন্তাচেতনা বা উদ্দেশ্য থাকে না। নিজের খেয়ালের বশে বা ব্যক্তিবিশেষের ফুটফরমায়েশে যারা ছবি আঁকেন মূর্তি বানান বা ছবি তোলেন তারা কেবল তখনই প্রশংসিত হন যখন তারা খুব সুন্দরভাবে নকল করতে পারেন অথবা একটি সাধারণ বিষয়বস্তুকে দৃষ্টিনন্দনরূপে উপস্থাপন করতে পারেন। কোনো কুৎসিত অথচ ধনাঢ্য ব্যক্তির ছবিটি যদি কেউ সুন্দর করে তুলতে পারেন বা আঁকতে পারেন তবে ছবিকর বা চিত্রকরের পারিশ্রমিক ও প্রশংসা দুটোই কাংখিত হয়ে থাকে।

আপনি যদি পুতুল বা পুতলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন তবে সহজেই অনুধাবন করবেন যে, এগুলো নেহাত খেলনার সামগ্রী এবং সাধারণত শিশুতোষ বিনোদনের জন্যই তৈরি করা হয়। কখনো কখনো কিছু কিছু পুতুল খুব কুৎসিত বীভৎস বা ভয়ঙ্করভাবে বানানো হয় পশু পাখি জীব-জন্তু কীট পতঙ্গদেরকে ভয় দেখানোর জন্য। এর বাইরে অদ্ভুত সব পুতুল-পুতলি তৈরি করে পুতুলনাচের মতো হালকা রসাত্মক কিংবা ব্যঙ্গাত্মক চিত্রনাট্য প্রদর্শন করা হয়। কাজেই সেই অনাদিকাল থেকে খেলনা পুতুলের রঙচঙ বা পুতুলনাচের পুতুলদের চেহারা সুরত, ভাবভঙ্গি ইত্যাদি নিয়ে মানুষ বিনোদনের বাইরে তেমন কোনো চিন্তাভাবনা করেনি। আমরা আজকের আলোচনার একেবারে প্রান্তসীমায় চলে আসছি। এই পর্যায়ে ভাস্কর্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আমার মতামত দিয়ে নিবন্ধের ইতি টানব। প্রথমেই বলতে চাই ছবি, চিত্রপট, মূর্তি-প্রতিমূর্তি অথবা পুতুলের সাথে ভাস্কর্যের কোনো মিল নেই। কারণ ভাস্কর্য সাধারণত বাস্তব কোনো জীব-জন্তুর জীবনকর্ম বা অভ্যাস-আচরণের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয় না। কোনো ব্যক্তি বা মহলবিশেষের ফরমায়েশেও ভাস্কর্য নির্মিত হয় না। ভাস্কর্য হলো ভাস্করের চিন্তাচেতনার প্রতিমূর্তি, যা সে পাথর কাঠ অথবা অন্য কোনো ধাতুর সাহায্যে গড়ে তোলে। ভাস্কর্যের অন্যতম এবং প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি যার বাস্তব ছবি বা মূর্তি রয়েছে তার কোনো ভাস্কর্য হয় না। যার জীবন ও কর্মের বেশির ভাগ যেখানে ঐতিহাসিক দলিলরূপে লিখিত রয়েছে তার ভাস্কর্য হয় না। কারণ পৃথিবীর সব ভাস্কর্যের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ভাস্কর যে কল্পনাশক্তিকে পাথরে অঙ্কিত করেছেন সেই কল্পনার মূল ভিত্তি হলো– মিথ বা মিথোলজি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন। ফলে ভাস্কর তার ইচ্ছেমতো কোনো ভাস্কর্যকে উলঙ্গ করেছেন আবার কোনোটিকে করেছেন হস্ত-পদ বা মস্তকহীন। কোনো ভাস্কর্যে হয়তো বিশেষ বিশেষ অঙ্গকে প্রাধান্য দিয়ে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে আবার কোনো কোনো ভাস্কর্যে কেবল ভাস্করের চিন্তাচেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। উল্লিখিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে আপনি যদি পৃথিবীর নামকরা ১০০টি ভাস্কর্য পর্যবেক্ষণ করেন তবে দেখবেন, যার সম্পর্কে নির্ভুল ঐতিহাসিক দলিল রয়েছে এবং যার ছবি-প্রতিচ্ছবি বা মূর্তি রয়েছে তাকে নিয়ে কোনো ভাস্কর্য তৈরি করা হয়নি। এমনকি যেসব পশুর আচার-আচরণ-চরিত্র এবং আকৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞান একটি অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে সেগুলো নিয়েও কোনো ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়নি। মহাকালের বিভিন্ন গল্পকথা, কাহিনী এবং রহস্যময় বিষয়াদি যা নিয়ে মানব মনে ভয়-ঘৃণা-লোভ-আকর্ষণ ইত্যাদির রসায়ন সৃষ্টি হয় সেগুলোতে কল্পনার রঙ মিশিয়ে কোনো ভাস্কর যখন পাথর-কাঠ-ধাতু ইত্যাদির সাহায্যে প্রশ্নবোধক কিছু নির্মাণ করেন কেবল তখনই তাকে ভাস্কর্য বলা হয়। ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়িয়ে আপনার মনে যদি কোনো প্রশ্নের উদ্রেক না হয়– আপনি যদি সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গলদঘর্ম না হন এবং সেই প্রশ্নের জবাব পাওয়ার পর যদি আপনি আশ্চর্য বোধ না করেন তবে কোনো অবস্থাতেই সেটিকে ভাস্কর্য বলা যাবে না। আপনি সেটিকে বড় জোর কোনো মূর্তি-প্রতিমূর্তি অথবা কাঠামো বলতে পারেন।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

বন্ধ রেস্তোরা,নেই বাংলাদেশীদের সেই আড্ডা

(শেষের পাতার পর)

পাকিস্তানী,ইন্ডিয়ান নামে অনেক রেস্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্টগুলোতে বড় বড় অক্ষওে লিখা আছে বাংলাদেশী,পাকিস্তানী ইন্ডয়ান খাবারের কথা।

তবে মহামারীর ফলে বন্ধ হয়ে গেছে কস্তুরী রেস্তোরা, বন্ধ রয়েছে আরো কিছু ব্যবসা প্রতিস্টান। খোলা আছে লাহোর কাবাব,কারীহারী,হানডিসহ অরো কিছু প্রতিস্টান। তবে জনবল কমিয়ে কোনমতে চলছে তাদের ব্যবসা।

সরেজমিনে ২৮স্ট্রীট লেক্সিনটনে গিয়ে দেখা যায় দুই ব্লকে টেক্সিরিলিফ স্টেন্ডে দাড় করানো আছে উবার,লিফট,ভিয়ার নানা ব্রান্ডের,নানা রংয়ের গাড়ি। অথচ একসময় এই স্ট্যান্ডগুলো নির্ধারিত ছিলো ইয়েলো ক্যাবের জন্য। এসময় ইয়েলো ক্যাব ড্রইভারদের সাথে কথা হলে তারা জানান এখন আগের মত ব্যবসা নেই,অনেক ইয়েলো ক্যাব ড্রাইভার এপসরাইড গুলোতে





চলে যাচ্ছেন,ইয়োলো ক্যাব কমে যাওয়ার প্রভাব পড়েছে লেক্সিনটনে। একসময় সারি সারি ইয়েলো ক্যাব যেখানে দেখা যেত সেখানে হাতে গোনা ইয়েলো ক্যাব রয়েছে। উবার ড্রাইভার মোসাব্বির আহমদ বলেন একসময় স্পাইস রেস্টুরেন্টে ভিড় থাকতো বাংলাদেশীদেও,ভিড় থাকতো কস্তুরী রেস্টুরেন্টসহ অন্যান্য রেস্টুরেন্টে। এখন ভিড় নেই,আড্ডা নেই,সেই ব্যস্তা নেই। কস্তুরী রেস্টুন্টে এর মালিক জানান গত মার্চ থেকে রেস্টুরেন্ট বন্ধ। ভাড়ার বিজ্ঞপ্তি লাগানো থাকলেও পাওয়া যাচ্ছেনা ভাড়া গ্রহীতা। যে সব রেস্টুরেন্ট খোলা আছে সেগুলোতেও হাতেগোনা মানুষের উপস্থিতি দেখা যায়। ইয়েলো ক্যাব চালক কাজল বলেন এখন যে টাকা পাওয়া যায় তাতে ইয়েলো ক্যাবে তার টিকে থাকা সম্ভব নয়। তিনি অন্যদের মত উবার কিংবা লিফটে চলে যাবেন।

ম্যানহাটনের এই লিটল বাংলাদেশে যারা উপস্থিত হন তারা স্মৃতিচারন করেন আগের সেই প্রাণ চঞ্চল জমজমাট দিন-রাতের আড্ডাকে। রাজনৈতিক আলাপ,খেলাসহ আলাপচারিতার একটা পরিচিত এলাকা ছিল এই কয়েকটি ব্লক। শুধু আড্ডা নয় অনেকে নামাজ আদায় করতে আসতেন,আসতেন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে। তবে এখন কাজে নেই,বিশ্রামও নেই। অল্প সংখ্যক ড্রাইভার যারা কাজ করছেন তারা কাজের ফাকে এখনো ছুটে যান পরিচিত রেস্টুরেন্ট গুলোতে। এই প্রতিবেদককে তারা জানান আবারো পৃথিবী স্বাভাবিক হবে,স্বাভাবিক হবে যুক্তরাষ্ট্র। আবার ২৮স্ট্রীট লেক্সিনটনের সেই আড্ডা ফিওে আসবে এমন আশাবাদ তাদের।

ইন্টারপোলের মাধ্যমে গ্রেফতারি

(শেষের পাতার পর)(

পিকে হালদার) ইন্টারপোলের মাধ্যমে গ্রেফতারের জন্য পরোয়ানা জারি হয়েছে। বুধবার (২ ডিসেম্বর) ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ কেএম ইমরুল কায়েশ আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানার এ আদেশ দেন। জানতে চাইলে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আইনজীবী মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর বলেন, জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় পিকে হালদারকে ইন্টারপোলের মাধ্যমে গ্রেফতারের লক্ষ্যে আদালতে গ্রেফতারি পরোয়ানার আবেদন করা হয়। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এ আবেদন করেন। শুনানি নিয়ে আদালত আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

এর আগে বুধবারই দুদকের পদক্ষেপের হালনাগাদ প্রতিবেদন দাখিলের সময় বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি আহমেদ সোহেলের ভার্চুয়াল হাইকোর্ট বেঞ্চ আড়াই মাসেও পিকে হালদারকে গ্রেফতারে ইন্টারপোলের জন্য পরোয়ানা জারি না হওয়ায় উষ্মা প্রকাশ করেন। পিকে হালদার পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত আইএলএফএসএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। গ্রাহকদের অভিযোগের মুখে বছরের শুরুতেই পিকে হালদার বিদেশ পালান। এরপর ৩০০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক।

এদিকে পিকে হালদারকে দেশে ফিরিয়ে আনতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইন্টারপোলের সহায়তার আবেদন করে কমিশন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পিকে হালদারের বিরুদ্ধে করা সব মামলার নথি চায় ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিশ অর্গানাইজেশন (ইন্টারপোল)।

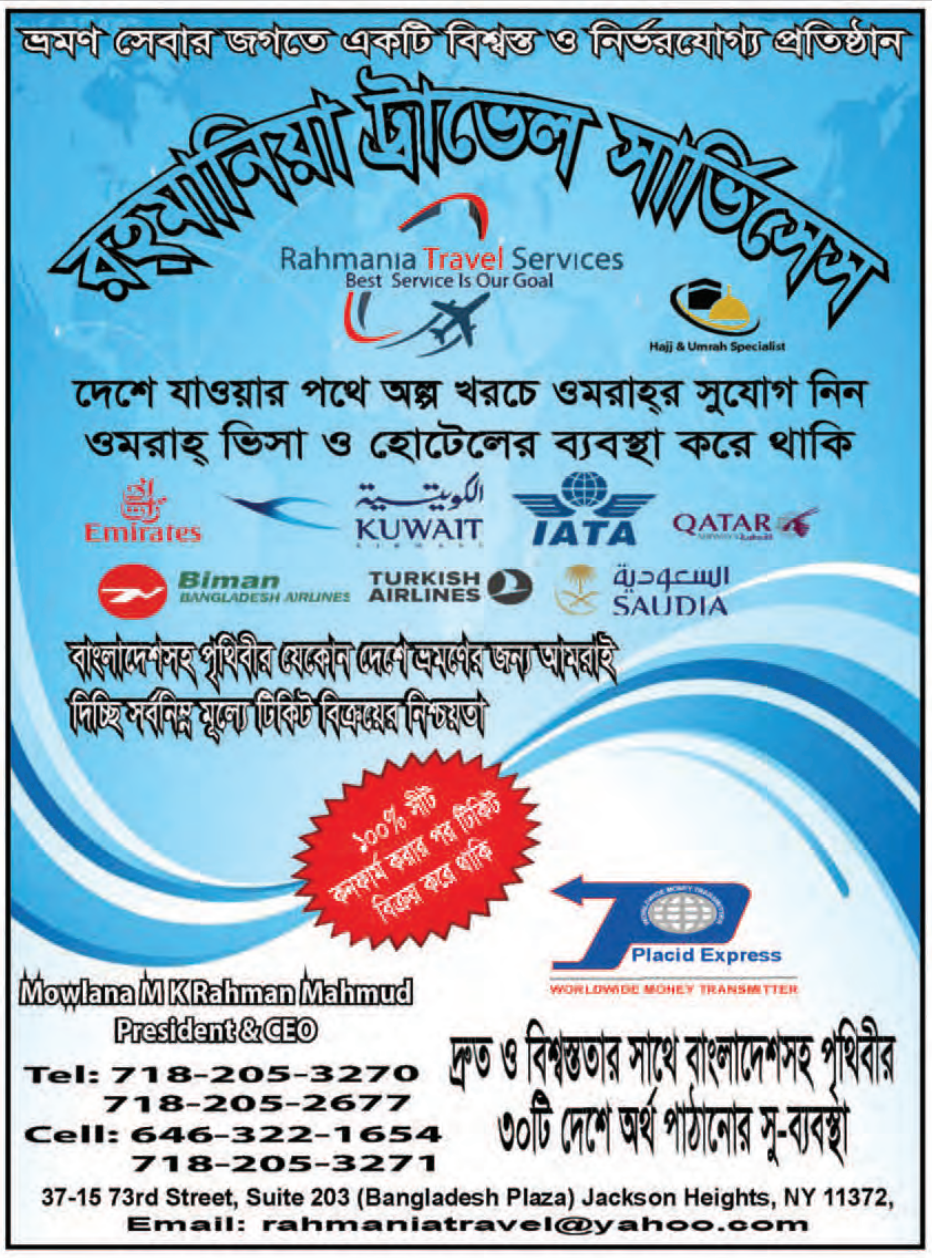
আর্থিক খাত থেকে আত্মীয়-স্বজন চক্রের মাধ্যমে অন্তত ১০ হাজার কোটি টাকা সরিয়ে নেয়ার কারিগর পিকে হালদারের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অফিসিয়াল তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে। দুদক ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ পিকে হালদার ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান করছে। এছাড়া দুদকের ক্যাসিনো দুর্নীতির মামলায় চার্জশিট তালিকায় লিজিং কোম্পানি ও আর্থিক খাত থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা পাচারে জড়িত পিকে হালদারের নামও রয়েছে। ক্যাসিনো সংশ্লিষ্টতায় তার বিরুদ্ধে ৮ জানুয়ারী মামলা করেন দুদকের উপ-পরিচালক মো. সালাহউদ্দিন।

এদিকে নিরাপত্তা চেয়ে ১৯ অক্টোবর হাইকোর্টে আবেদন করে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স সার্ভিস লিমিটেড (আইএলএফএসএল) জানায়, আত্মসাৎ করা অর্থ ফেরত দিতে জীবনের নিরাপত্তার জন্য আদালতের আশ্রয়ে পিকে হালদার দেশে ফিরতে চাইছেন। আবেদন গ্রহণ করে ২১ অক্টোবর হাইকোর্ট এক আদেশে বলেন, পিকে হালদার বিমান থেকে দেশের মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করে উপযুক্ত আদালতে সোপর্দ করতে হবে। পিকে হালদার যদি দেশে আসেন, তাহলে এ কোম্পানি ম্যাটারটা নিষ্পত্তি করা যাবে।

সেটা নিষ্পত্তি করার জন্য এ কোর্ট দেখতে চায় যে, তিনি বিমানে দেশে পা ফেলা মাত্র তাকে যেন অ্যারেস্ট করা হয় এবং জেলে নেয়া হয়। তাকে যেন বাইরে যেতে না দেয়া হয়। এ কাজটা যদি করা হয়, তাহলে তার আবেদন অনুযায়ী তিনি যে মনে করছেন, তাকে কিডন্যাপ করা হবে, তা আর হবে না। তবে ২৪ অক্টোবর পিকে হালদার দেশে ফিরছেন না বলে দুদক ও অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়কে আইএলএফএসএলের আইনজীবী ই- মেইল করে জানান।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372





ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

ফুটবলের ‘পরাজিত নায়ক’ ম্যারাডোনা



হাফিজ উদ্দিন আহমদ (বীর বিক্রম)

ভূরুঙ্গামারী, চিলমারী, ভোলার চর জহিরুদ্দিন কিংবা কুক-রিমুকরির মতো সদ্য জেগে ওঠা চরাঞ্চলে বহু দরিদ্র মানুষের বসবাস। এদের কাউকে যদি জিজ্ঞেস করেন, আর্জেন্টিনা কী? ভাবলেশহীন, শূন্য চাহনি দেখতে পাবেন। এ আবার কী জিনিস, খায় না মাথায় দেয়! এবার প্রশ্ন করুন, ম্যারাডোনা কে? আসবে মুচকি হাসিমাখা উত্তর, ‘হেইতে বল খ্যালায়, তুখ্খার হিলিয়ার।

ভোলায় মেঘনাপারের মানুষেরা ‘পু’কে ‘হ’ উচ্চারণ করে। ডিয়েগো আরমান্ডো ম্যারাডোনার কারণেই বাংলাদেশের জনগণ আর্জেন্টিনাকে চিনেছে। শুধু চেনেইনি, নীল-সাদা পতাকাটিকে ভালোবাসার রঙে রাঙিয়ে, হৃদয়ের গহিন কন্দর থেকে উৎসারিত আবেগ মাখিয়ে শহরেবন্দরে, গ্রামেগঞ্জে বা নিজেদের বাসগৃহে উঁচু করে টাঙিয়ে রেখেছে।

আমি বাল্যকাল থেকেই খেলাপাগল। স্বপ্নেও দেখতাম খেলা, মাঠে গোল করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে এসে খেলার মাঠেই পড়ে থাকতাম। একসময় ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং এবং পাকিস্তান জাতীয় দলের খেলোয়াড় হিসেবে দেশব্যাপী পরিচিতি লাভ করি। বয়সের কারণে খেলা ছাড়ার পরও খেলার পোকা মাথায় রয়ে গেল। সংগঠক বনে গেলাম। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি, এশীয় ফুটবল কনফেডারেশনের সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করে একসময় বিশ্ব ফুটবল সংস্থা ফিফায় প্রবেশাধিকার পাই। ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত ১০ বছর ফিফার ডিসিপ্লিনারি ও আপিল কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। কৈশোর-যৌবনের রোল মডেল ফুটবল তারকাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হয় তখন।

ফিফার অনেক অনুষ্ঠানে ব্রাজিলের পেলে, রাশিয়ার লেভ ইয়াশিন, হাঙ্গেরির পুসকাস, জার্মানির বেকেনবাওয়ার ও ফ্রান্সের প্লাতিনির সঙ্গে গল্প করে সুন্দর সময় কাটিয়েছি।

ম্যারাডোনাকে প্রথম দেখা

ম্যারাডোনাকে প্রথমবার কাছ থেকে দেখি ১৯৮৬ সালের মেক্সিকো বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের সময়। আর্জেন্টিনা ছিল একটি সাধারণ মানের দল, ম্যারাডোনা এটিকে অসাধারণ বানিয়ে দিলেন। একক নৈপুণ্যে দলকে ফাইনাল পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান, ফাইনালে ৩-২ গোলে জার্মানিকে হারিয়ে জয় করেন বিশ্বকাপ।

কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে একাই দুটি গোল করে দলকে জেতান, যার প্রথমটি ছিল হাত দিয়ে করা। সাংবাদিকদের জেরার মুখে তিনি বলেছিলেন, ওই গোলের পেছনে আছে ঈশ্বরের হাত–‘হ্যান্ড অব গড’। ইংল্যান্ডের জনগণ এ জন্য তাঁকে কখনো ক্ষমা করেনি, ম্যারাডোনাও কখনো দুঃখ প্রকাশ করেননি। এ ম্যাচেই তিনি পাঁচজনকে কাটিয়ে আরেকটি গোল করেন, সেটিকে ফিফা বিংশ শতাব্দীর সেরা গোলের মর্যাদা দিয়েছে। সেবার বিশ্বকাপে সেরা খেলোয়াড় হয়ে ম্যারাডোনা ‘গোল্ডেন বল’ জেতেন।



১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপ জয়ের পর ফুটবলের সর্বকালের গ্রেটদের তালিকায় ব্রাজিলের পেলে এবং আর্জেন্টিনার আলফ্রেডো ডি স্টেফানোর সঙ্গে ম্যারাডোনার নামও যুক্ত হয়। অবশ্য ফুটবলপ্রেমীদের ভোট নিলে যে ম্যারাডোনাই এক নম্বর তারকা হবেন, এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

অল্প বয়সে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আয় করে এবং সেলিব্রিটি মর্যাদা লাভ করে ম্যারাডোনা নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই হারিয়ে ফেলেন। মাদক ও সুন্দরী নারীর প্রতি আগ্রহ তাঁকে অন্ধকার পথে টেনে নিয়ে যায়। মাদক তাঁর ক্রীড়াশৈলী ও শারীরিক সক্ষমতার ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। মাদকাসক্তি থেকে নিরাময় লাভের জন্য তিনি কিউবাসহ বিভিন্ন দেশে চি-কিৎসা নেন। তবু ভয়ংকর এ নেশা ক্রমেই তাঁকে গ্রাস করতে থাকে। ১৯৯১ সালে মাদক গ্রহণের জন্য ম্যারাডোনাকে ক্রীড়াঙ্গন থেকে দেড় বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়।

গুরুদায়িত্ব নিয়ে বিশ্বকাপে

১৯৯৪ সালে বিশ্বকাপ হয় যুক্তরাষ্ট্রে। ফিফার ডিসিপ্লিনারি কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের আমন্ত্রণ পেয়ে ১৪ জুনের মনোরম সন্ধ্যায় আমি শিকাগো শহরে পৌঁছালাম। সঙ্গে স্কলাস্টিকা স্কুলের ছাত্রী, আমার কিশোরী কন্যা শামামা শাহীন।

ফিফা বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে সবচেয়ে ধনী ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এর রাজসিক কর্মকান্ড অতুলনীয়। কর্মকর্তারা উড়োজাহাজের প্রথম শ্রেণিতে ভ্রমণের এবং শহরের সবচেয়ে বিলাসবহুল হোটেলে থাকার সুযোগ পান। তাঁদের বড় অঙ্কের সাম্মানিক ভাতাও দেওয়া হয়। শিকাগো এয়ারপোর্টে নতুন চকচকে লিমোজিনসহ আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন ফিফার লিয়াজোঁ অফিসার।

যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে এ ধরনের গাড়ি সার্বক্ষণিকভাবে আমার সেবায় নিয়োজিত ছিল, তবে চালক প্রতিদিনই বদল হতো। এরা আমেরিকার নাগরিক, স্বেচ্ছাসেবী। একদিন সকালে আমার গাড়িটি চালাতে এলেন এক বাংলাদেশি তরুণ, পেশায় চিকিৎসক। ফিফা লোগো-সংবলিত স্যুট পরা আমাকে দেখে কিছুটা হতাশ হলেন বলে মনে হলো। সম্ভবত আশা করেছিলেন একজন সাদা চামড়ার হোমরাচোমরা কর্মকর্তার সান্নিধ্য পাবেন। বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘আপনি এখানে কীভাবে এলেন?’ আমি একজন ফিফা কর্মকর্তা, আমার উত্তর। ‘আপনি কি ফিফায় চাকরি করেন?’ তাঁর বোধ হয় বিশ্বাস হচ্ছিল না আমার কথা। না, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। ‘আপনি কী কাজ করেন?’ বঙ্গসন্তানের প্রশ্ন। আমি একজন জাতীয় সংসদ সদস্য, ১০ বছর ধরে ফিফায় ভলান্টারি সার্ভিস দিচ্ছি। আমার বক্তব্য আমেরিকায় বেড়ে ওঠা তরুণের বোধগম্য হলো কি না, বোঝা গেল না। বি-লাসবহুল পরিবেশে অনুষ্ঠিত বিশ্বমেলায় একজন বাংলাদেশির পদার্পণ কীভাবে হলো, ডাক্তার সাহেব বুঝে উঠতে পারছিলেন না। পরবর্তীকালে তাঁকে আর পাইনি।

১৭ জুন বেলা একটায় শিকাগোর সোলজার ফিল্ড স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের উদ্বোধন ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। তিনি ব্যান্ডের তালে তালে ৩০ সেকেন্ড নাচলেন এবং মাত্র ১ মিনিট বক্তব্য রাখলেন। মনে মনে ভাবলাম, যদি কোনো বঙ্গসন্তান এমন সুযোগ পেতেন, দর্শকেরা অনেক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেতেন। মাঠের মাঝখানে একটি ছোট মঞ্চে গান গাইলেন আমেরিকান টেলিভিশনের জনপ্রিয় তারকা অপরাহ উইনফ্রে। আমার মেয়ে একদৃষ্টিতে তাঁকেই দেখছে। কিসের ক্লিনটন-ফ্লিনটন!

উদ্বোধনী ম্যাচটা তেমন জমেনি। জার্মানি ক্লিন্সমানের দেওয়া একমাত্র গোলে বলিভিয়াকে হারায়। ১৯ জুন শিকাগো থেকে ডালাসে এসে ফোর সিজনস হোটেলে উঠলাম। ফিফার অপারেশনাল হেডকোয়ার্টারও এই হোটেলেই ছিল। ডিসি-প্লিনারি কমিটির সদস্য ছয়জন, প্রতি মহাদেশ থেকে একজন করে। আমি এশিয়ার প্রতিনিধি। বাকি পাঁচজন আসেন মিসর, ইংল্যান্ড, পেরু, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা থেকে।

কমিটির সভাপতি স্পেনের পাবলো পোর্তা। ফিফা সেক্রেটারি জোসেফ ব্ল্যাটার প্রতিটি সভায় উপস্থিত থাকতেন। কমিটির প্রধান কাজ খেলার মাঠে খেলোয়াড় লাল কার্ড পেলে এবং কোনো কর্মকর্তা অসদাচরণের জন্য অভিযুক্ত হলে তাঁর শাস্তি বিধান করা। বলবর্ধক মাদক সেবন বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে এক ঘৃণিত অপরাধ, যা ‘ডোপিং’ নামে পরিচিত। বিশ্বকাপ শুরুর কয়েক মাস আগেই ফিফা বলবর্ধক নিষিদ্ধ ওষুধের তালিকা প্রকাশ করে সদস্যদেশগুলোকে জানিয়ে দেয়, যাতে কেউ ডোপিংয়ের শিকার না হন। (বাকি অংশ ৮ পাতায়)

মুদ্রা পাচার, বেগমপাড়া ও মন্ত্রীর বক্তব্য



মামুনুর রশীদ

সম্প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিদেশে অর্থ পাচারের বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে উত্তর আমেরিকায় বেগমপাড়া একটি আলোচিত সংবাদে পরিণত হয়েছে। যদিও বিষয়টি নতুন নয়, অনেক দিন ধরেই এ বিষয়ে অনেকেই লেখালেখি করেছেন।

মুদ্রারাক্ষসের কবলে আমাদের বাঙালী চিরদিনই অসহায়। আয়-উপার্জন গোপন করা এবং অবৈধ সম্পদ অধিকার করার ব্যাপারে বাঙালি চিরদিনই খুব চতুর। এসব ক্ষেত্রে তার বুদ্ধি খুবই উর্বর। পুরাকালে এমন হতো কিনা যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় টাকা পাচার করে পরবর্তীকালে নানা ধরনের সুবিধাভোগ করা তার কোনো নজির খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসার পর লুণ্ঠিত সম্পদ, ঘুষ ইত্যাদি বিপুল পরিমাণে স্বদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। একমাত্র মীরজাফর-পুত্র মীরনকে নবাব বানানোর জন্য স্বয়ং মীরজাফর ক্লাইভকে এক কোটি ঊনসত্তর লাখ টাকা উৎকোচ প্রদান করেছিল। এর পর ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে শুরু করে অনেক ইংরেজ কর্মকর্তা এমনকি কর্মচারীরাও প্রচুর অর্থ স্বদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে।

বাঙালী বা ভারতবর্ষের কোনো ব্যক্তির পক্ষে ইংল্যান্ড থেকে অর্থ স্বদেশে পাঠানোর কোনো নজির পাওয়া যায় না। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কিছু অর্থ বাংলাদেশে লগ্নি করা হয়, সেও মালিকরা তার হাজার গুণ অর্থ এই দেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে যে লগ্নি হয় তার মুনাফা নানাভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এসব শোষণ বাঙালী জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের দিকে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে পুঁজি বিনিয়োগ না করে এখানেও দেশপ্রেমহীন কিছু ব্যবসায়ী, আমলা, রাজনীতিক বিদেশে অর্থ পাচার করতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়ায় পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত খুবই সীমিত আকারে চললেও পঁচাত্তরের পর তা উন্মুক্ত হয়ে যায়।

আশির দশকে আমরা দেখতে পাই সামরিক-বেসামরিক আমলা, রাজনীতিক, ব্যবসায়ীদের হাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বৈধ ও অবৈধ উপায়ে জমা হয়েছে। তারা ভাবলেন, এই অর্থ বাংলাদেশে নিরাপদ নয়। তাই এর নিরাপত্তার কারণে বিদেশে পাঠানো দরকার। বিদেশে পাঠানোর একটা ক্ষেত্র সব সময়ই প্রস্তুত ছিল তা হচ্ছে, হুন্ডির মাধ্যম। হুন্ডি ব্যবসায়ীরা বিপুল পরিমাণ অর্থ ভারতে পাঠাতে বড়ই দক্ষ ছিল। সম্ভবত পাকিস্তান আমলেও তারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই কাজটি করেছে। এখন পাউন্ড এবং ডলারের ক্ষেত্রে তেমন হুন্ডির তখনও রেওয়াজ হয়নি। তাই আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে সরকারের নীতির মধ্যেই আন্ডার এবং ওভার ইনভয়েস শুরু হলো। আবার কাস্টমসের চোখকে ফাঁকি দিয়ে হাজার হাজার পাউন্ড, ডলার বা আমাদের টাকা বিদেশে যেতে শুরু করল। এর মধ্যে মতিঝিলকেন্দ্রিক ডলার-পাউন্ড ব্যবসাও জমে উঠেছে। আরও যে কত বুদ্ধি আছে তা আমাদের অজানা।

এরই মধ্যে দেখা গিয়েছিল বাংলাদেশের আমলা, ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদদের সন্তানরা ভারতের বিভিন্ন কনভেন্টে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। এই সীমানা ততদিনে পার হয়ে গিয়ে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের বিত্তবান পিতার সন্তানরা পড়তে শুরু করেছে। অনেক জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদদের গর্বের সঙ্গে বলতে শুনেছি তার ছেলে আমেরিকায় পড়ে অথবা লন্ডনে পড়ে। আমলারা সেদিক থেকে অনেক সুশিক্ষিত। তারা প্রকাশ্যে কিছু বলতেন না এবং আজও বলেন না।

সরকারে আছে নানা ক্রয়নীতি ব্যবস্থা। এই ব্যবসায় আমলা ও রাজনীতিকরা বিদেশে অর্থ পাচার করার সুযোগ পান। কারণ কমিশনের টাকাটা ভাগাভাগি হয়। আমলা-রাজ-নীতিকদের যোগসাজশেই সরকারি ক্রয়ের বড় কাজগুলো হয়ে থাকে। সেখানে মধ্যস্বত্বভোগী বা কমিশন এজেন্ট কিংবা বিদেশি পণ্যের দালালদের সঙ্গে আমলা-রাজনীতিকদের যোগসাজশ অদৃশ্যমান নয়। ঢাকা শহরে, বিভাগীয় ও জেলা শহরে কোটি টাকার ওপরে যে গাড়িগুলো চলে তা কোনো বৈধ উপায়ে অসম্ভব বলেই মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু এই ধরনের গাড়ির দোকানে গেলে মুড়ি-মুড়কির মতো প্রতিদিন ৪৯ লাখ থেকে দুই আড়াই কোটি টাকা মূল্যের গাড়ি অবলীলায় জোড়ায় জোড়ায় বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশ হয়েছে জনৈক গোল্ডেন মনির গাড়ির মাধ্যমে ঘুষ প্রদান করত। সে গাড়িগুলোর দাম কোটি টাকার নিচে নয়। যে ঘুষ নিচ্ছে তার বিদেশে এত টাকা যে, সেখানে আর টাকার পাঠানোর প্রয়োজন নেই, আর তার গাড়িরও প্রয়োজন নেই। সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশের ধনকুবেরদের টাকা জমেছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার মালিকও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হায়রে স্বর্ণের খনি! এ দেশে স্বর্ণের খনি নেই। কিন্তু মোগল আমল থেকে ব্রিটিশের ২০০ বছরের শাসনে সবচাইতে বেশি রাজস্ব যেত এই বাংলা থেকে অথচ এই বাংলায় উন্নয়ন কর্মকান্ড হয়নি, হয়েছে কলকাতায়, হয়েছে দিল্লিতে। বাংলা থেকে গেছে চিরকালই দুঃখিনী। এবারে স্বাধীন বাংলাদেশে মোগল, ইংরেজ, পাকিস্তানি শোষণের অবসান ঘটলেও শুরু হয়েছে নিজেদের মধ্যে শোষণ শুধু নয়, নিজেদের অর্থ দিয়ে বিদেশের সম্পদ গড়ে তোলা। এই কথাগুলো নতুন নয়, হাজার-লাখবার বিভিন্ন লেখায় এ দেশের সচেতন লেখক, রাজ-নীতিবিদরা বলে আসছেন। তাতে কোনো কাজ হয়নি। মুদ্রা পাচার বা মানি লন্ডারিং বিপুলভাবে বেড়ে চলেছে।

বাংলাদেশের রাজস্ব বোর্ড কালো টাকা সাদা করার ব্যাপারে খুবই নমনীয়, শুধু তাই নয়, জাতীয় বাজেটে প্রতি বছর এই আহ্বান জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থের দুর্বৃত্তায়নকে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে এক ধরনের উৎসাহও দেওয়া হচ্ছে। আসলে এত অর্থ বোধহয় দেশের ব্যাংকগুলোও রাখতে পারছে না। একটি কোচিং সেন্টারে এক মৌসুমেই মাত্র এক হাজার ছাত্রের জন্য ব্যয় হচ্ছে এক কোটি টাকা। যদি এক লাখ কোচিং সেন্টার থাকে তাহলে তার আয় হবে বছরে এক লাখ কোটি টাকা। এই টাকা ভাগ হয় কোচিং সেন্টারের শিক্ষকদের মাঝে। দেখা যায় শিক্ষকরা ফ্ল্যাট-গাড়ি কিনেও বিপুল পরিমাণ টাকা বিদেশে পাচার করতে পারে।

কয়েক দিন আগে শুনছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায়ীরাও নাকি কোটি কোটি টাকার মালিক। দেখা যায় প্রাইভেট ক্লিনিক ও হাসপাতালের মালিকরা একটি থেকে বহু ক্লিনিকের শাখা প্রতিষ্ঠা করে ফেলে বিরাট বিরাট দালানকোঠা তৈরি করে থাকে, তার পরও টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। এই টাকাও তো বিদেশে চলে যাচ্ছে। এরপর আছে নিয়োগ বাণিজ্যের টাকা। একটা পিওনের চাকরি থেকে এই বাণিজ্যের শুরু। ন্যূনতম ঘুষ ছয় লাখ টাকা থেকে শুরু হয়, যা এক কোটি টাকায় গিয়ে ঠেকে। শুধু নিয়োগ নয়, কিছু কিছু পোস্টিংয়েও ৫০ লাখ থেকে এক কোটি টাকা লাগে। এই টাকা কোথায় যাবে। দেশে এসব টাকা নিরাপদ নয়, কারণ চাঁদাবাজরা এসব টাকার খবর রাখে। তাদের বখরা দিতে হয়।

এই চাঁদাবাজরা এত নিষ্ঠুর যে, কৃষকের পণ্যগ্রাম থেকে শহরে আসতে গেলে যে বিপুল পরিমাণে চাঁদা যুক্ত হয়, তাতে কৃষক কাঁদে আর কাঁদে মধ্যবিত্তরা যারা উচ্চ মূল্যে এসব পণ্য ক্রয় করে। সরকার দ্রব্যমূল্যের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছে না। কারণ অবৈধ অর্থের মালিকরা বেশি দামে কোনো পণ্য কিনতে তাদের গায়ে লাগে না। আমলা-রাজনীতিকদের অধিকাংশকেই বাজার করতে হয় না। দেশের সবচেয়ে ভালো খাদ্যদ্রব্যটি তাদের বাসায় পৌঁছে যায়।

এক দিন কলকাতা শহরে পূর্ব বাংলার এক উত্তেজিত তরুণ নিউমার্কেটের সামনে চিৎকার করে বলছিল- এই শহরের প্রতিটি ইট আমাদের, ফিরিয়ে দাও আমাদের সম্পদ। এই কথাটি পূর্ব বাংলার যে কোনো উত্তেজিত তরুণ দিল্লিতে, করাচিতে, রাওয়ালপিন্ডিতে, ইসলামাবাদে সর্বত্রই বলতে পারবে। পরিস্থিতিটি এমন পর্যায়ে পড়েছে কানাডার টরন্টোতে, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বেগমপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই বেগমরা হচ্ছেন বিত্তবান গার্মেন্ট ব্যবসায়ীদের বেগম। তারা সন্তান-সন্ততি নিয়ে এই বেগমপাড়ায় থাকেন আর সাহেবরা বাংলাদেশে ব্যবসা করে অর্থ পাচার করেন। এই অর্থে তারা বিদেশে ঘরবাড়ি কেনেন এবং বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন। সাহেবরা তাদের পাচারকৃত অর্থের খবরদারি করতে ও সংসার দেখাশোনার জন্য মাঝেমধ্যে সেখানে গমন করেন। অবশ্য কাছাকাছিও কিছু ব্যবস্থা আছে যেমন চার ঘণ্টার বিমানযাত্রার পর সুন্দর সেকেন্ড হোমের ব্যবস্থা আছে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও দুবাইতে।

সুবিধা হচ্ছে এদের সন্তান-সন্ততিরা ইংরেজি ভাষায় পড়ালেখা করেছে, তাদের স্বদেশে ফেরার কোনো প্রয়োজন নেই এবং ইচ্ছাও নেই। কারণ এই দেশের সংস্কৃতি তারা ধারণ করে না। যেহেতু এসব আমলা, রাজনীতিক দেশের আইন প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত, তাই তারা থাকেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। ক্ষমতাধররা দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য উন্নয়ন কোনোটারই তারা ধার ধারেন না। তাই সমাজ দুর্নীতিগ্রস্ত হলেও এবং মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের অসুবিধায় তাদের কিছুই আসে যায় না। কিন্তু যে জীবন থেকে তারা উঠে এসেছেন, যে দেশের মাটি থেকে আহরণ করেছেন তাদের বিপুল সম্পদ, সে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেই বা কি যায় আসে?

তার পরও দিনশেষে একটা কথা বলতেই হয়, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, লন্ডনের চিকিৎসাকেন্দ্রগুলো তাদের অর্জিত অবৈধ অর্থের একটা বড় অংশ খেয়ে নিচ্ছে আর মুক্তিযুদ্ধে বীর সাহ-সীরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এই বৈপরীত্য এক দিন প্রকৃতিই প্রতিশোধ নেবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো সব মন্ত্রীই একটু করে সত্য কথা বলতে শুরু করুন।

লেখক: সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

বাইডেনের জয় : আশা-নিরাশার দোলাচলে বেইজিং

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলকে এর আগে কখনোই এত গুরুত্ব দেয়নি চীন। হোয়াইট হাউস যার দখলেই যাক না কেন, প্রতিযোগিতা যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করবে, বিশ্বাস চীনা নেতাদের। সেইসাথে তারা মনে করেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জয় হয়তো দুই দেশের মুখোমুখি সংঘাতের পথ আপাতত বন্ধ করে দেবে। অথবা সংঘাত মোকাবেলায় প্রস্তুতি নেয়ার আরো খানিকটা সময় পাবে দুই দেশ। তবে সব মিলিয়ে আশা-নিরাশার দোলাচলে বেইজিং।

ট্রাম্পের শাসনামলে যুক্তরাষ্ট্র -চীন সম্পর্কের অবনতি হয়েছে বিস্ময়করভাবে। বাণিজ্য যুদ্ধ এর সুস্পষ্ট উদাহরণ হলেও, বৃহত্তর কৌশলগত উত্তেজনা সংঘাতের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলেছে। চীনের প্রতি প্রথম থেকেই বিরূপ ছিল ট্রাম্প প্রশাসন। ক্রমাগত দোষারোপ, সুস্পষ্ট বর্ণবাদিতাসহ চীনের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিষয়ে এই প্রশাসনের নাক গলানোয় বেশ মর্মাহতই হয়েছেন ক্ষমতাসীন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির (সিসিপি) উচ্চপদস্থ নেতারা।

নেতৃত্ব পর্যায় থেকে নীরবতা অবলম্বন করলেও, যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ ছিল চীনা জনগণের মধ্যে। এই নির্বাচন নিয়ে চীনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি মিমের জনপ্রিয় হওয়া থেকেই তাদের বাইডেন প্রেসিডেন্সির বিষয়ে উন্মাদনা বোঝা যায়। ওই মিমে বেইজিংয়ের ফরবিডেন সিটির নতুন নামকরণ হয়েছে 'ফর-বাইডেন সিটি'। অর্থাৎ বাইডেনকে নিয়ে খুশি চীনারা। তবে এখানেই শেষ নয়। বাইডেন শাসনামল ঘিরে এ আশাবাদেও পরিবর্তন আসতে পারে শিগগিরিই। যেমনটি ঘটেছিল ট্রাম্পের ক্ষেত্রে। খুব বেশি সময় নয়, চার বছর আগের কথা-ট্রাম্পের নির্বাচন জয়কে একইভাবে স্বাগত জানিয়েছিল চীনারা। পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী ট্রাম্প। চীনা নেতাদের অনেকেই ভেবেছিলেন ব্যবসায়ী ট্রাম্পের সঙ্গে ব্যবসাটা করা যাবে খুব সহজেই; কিন্তু আশায় গুড়েবালি। ব্যবসা তো দূর অস্ত, বাজল এ নিয়ে যুদ্ধের দামামা। তিক্ততা বাড়ল।

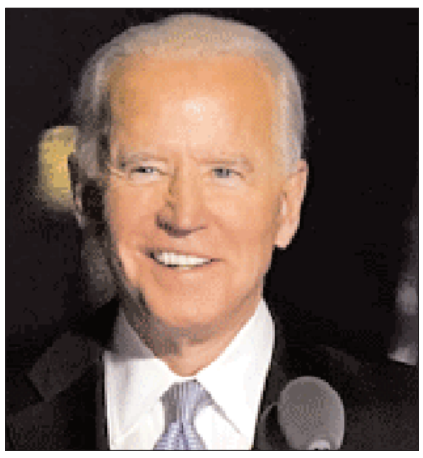
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এখন পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে বেশ সতর্ক চীন। তবে বাইডেন প্রশাসনের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়তে আশাবাদী তারা। এবার বেশ সতর্কতা অবলম্বন করেই প্রতিটি পদক্ষেপ নিচ্ছেন চীনা নেতারা; কিন্তু ট্রাম্পের চীন নিয়ে পরিকল্পনায় রয়েছে বেশ কিছু কঠিন শর্ত। এসব শর্ত খুব সহজে এড়ানো যাবে না। তাই বিশ্বের ক্ষমতাধর দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়ন খুব একটা সহজ হবে না বলেই মনে করেন ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনস জন এল থরটর চায়না সেন্টারের পরিচালক চেং লি। এক প্রবন্ধে তিনি তুলে ধরেছেন এ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতাগুলো।

ট্রাম্প সমস্যা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন চলাকালে নির্দিষ্ট প্রার্থীকে সমর্থন দেয়ার বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে এড়িয়ে গেছেন চীনা নেতারা। 'চীন কখনোই যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না'- চীনা নেতারা এই বচনটি আদর্শ মেনে দেশটির নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে গেছেন। কিন্তু ট্রাম্পের শাসনামলে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের সম্ভাবনা নিয়ে বেশ হতাশই তারা। তবে চীনা নীতিনির্ধারকদের একাংশ মনে করেন, ট্রাম্পের শাসনামল আরো দীর্ঘ হলে তার প্রশাসনের বিশৃঙ্খলা ও উদাসীনতা চীনকে শক্তিশালী করবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের অপ্রত্যাশিত পররাষ্ট্রনীতি দুই দেশকে সংঘাতের দিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নেবে বলেই তাদের মত।

তাইওয়ানের প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের পদক্ষেপগুলো চীনাদের কাছে বিশেষ উদ্বেগের বিষয় ছিল। ২০১৮ সালে তাইওয়ান ট্রাভেল অ্যাক্ট ও ২০১৯ সালে তাইপে অ্যাক্ট বিল পাস হয় ইউএস কংগ্রেসে। ট্রাম্পের শাসনামলে পাস হওয়া এই আইন দুটি যুক্তরাষ্ট্র ও তাইওয়ানের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে।

বেইজিংয়ের আশঙ্কা, তাইওয়ানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পথে এগোচ্ছে ওয়াশিংটন। সার্বিক পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের প্রতি সিসিপি নেতাদের মনোভাব বিরূপ হয়ে ওঠে। বেইজিং ভাবছে, ঠান্ডা যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করেছিল, ট্রাম্প প্রশাসন চীনকে অনেকটা সেভাবেই পরাস্ত করতে চেয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইকেল পম্পেও ও জ্যেষ্ঠ বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারোসহ ট্রাম্প প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তা চীনের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনেরও আহবান জানিয়েছেন। এতে সিসিপি নেতাদের মনক্ষুণ্ন হওয়াটা অমূলক নয়। ফলে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও সিসিপির সাথে ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বিতীয় মেয়াদে একটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ। অক্টোবরের কোরিয়া যুদ্ধের ৭০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বেইজিংয়ে এক অনুষ্ঠানে দেয়া ভাষণে চীনের সামরিক বাহিনীকে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্ভাব্য সংঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকার আহবান জানিয়েছিলেন শি জিন পিং। বলেছিলেন, 'যুদ্ধ প্রতিহত করতে যুদ্ধ করবে চীন।'



বাইডেনের প্রতিশ্রুতি

চীনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের যে শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব, তা কেবল ট্রাম্প প্রশাসনেই সীমাবদ্ধ নয়, এ বিষয়ে ভালোভাবেই ওয়াকিবহাল চীনা নেতারা। রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট- দুই দলই বেইজিংয়ের কঠোর সমালোচনা করে। দুই দলই চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার পক্ষে। একইসাথে অনেক চীনা কর্মকর্তা মনে করেন, ওয়াশিংটনের চীনবিরোধী মনোভাব নেই। ভাইস প্রেসিডেন্সিয়াল বিতর্কের একটি উল্লেখযোগ্য পর্বে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল- যুক্তরাষ্ট্র চীনকে কীভাবে দেখে- প্রতিযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বী নাকি শত্রু? যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স ও ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ক্যালিফোর্নিয়ার সিনেটর কমলা হ্যারিস কেউই সরাসরি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি বা দেননি। বিষয়টি ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্কের কৌশলগত অবকাঠামোর অভাবকেই স্পষ্ট করে।

বাইডেন ক্লিশেভাবেই বলেছেন, ট্রাম্পের চীনা নীতি ব্যর্থ। নতুন প্রশাসন চীনের বিরুদ্ধে নেয়া ট্রাম্পের সব নীতিতে সহমত পোষণ করবেন না বলে চীনা কর্মকর্তাদের আশ্বস্তও করেছেন তিনি। বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণকারী দল নিয়েও আশাবাদী বিশেষজ্ঞরা। কারণ এই দলে আছেন এমন কয়েকজন কূটনীতিক, যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। শি জিনপিং ও জো বাইডেন ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালে নিজ নিজ দেশের পক্ষে বেশ কয়েকবার মুখোমুখি হয়েছেন। এ সময় তারা একটি দীর্ঘ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কই বজায় রেখেছিলেন। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সাবেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ড্যানিয়েল রাসেল বলেন, 'বাইডেন ও শি অন্তত আটবার মুখোমুখি হয়েছেন। ২০১১ থেকে ২০১২ সাল- এই দুই বছরের ১৮ মাসে প্রায় ২৫ ঘণ্টা একান্ত বৈঠক করেছেন। প্রেসিডেন্সিয়াল বিতর্কে শি ও সিসিপির কঠোর সমালোচনা করেছেন বাইডেন; কিন্তু চীনা নেতারা জানেন, এই কটূক্তি কেবলই বিতর্কের জন্য, এটি বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতির পূর্বাভাস নয়।'

সম্পর্ক উন্নয়ন কীভাবে

যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক প্রশাসনের সাথে বেইজিং পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা মোতাবেক এগোলে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়ন আরো জটিল হবে। যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্ক অবনতির জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের চীনের উত্থানকে নিয়ন্ত্রণের বাসনাকেই দায়ী করেন চীনা নেতারা। তবে ট্রাম্প প্রশাসন ও রিপাবলিকানদের দ্বারা সিসিপির সমালোচনার পাশাপাশি রয়েছে দেশটির জনসাধারণের চীনের প্রতি বৈরী মনোভাব, যা নতুন প্রশাসনের জন্য দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে।

অন্যদিকে, বাইডেন প্রশাসন নিশ্চিতভাবেই হংকং, তিব্বত ও উইঘুরে চীনা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করবে। এসব বিষয়ে ট্রাম্পের চেয়ে বাইডেনই বরং বেশি তৎপর হবেন। চীন কর্তৃপক্ষ সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অস্থিরতাকে তাদের দেশের জাতীয় সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি হিসেবে দেখছে। এছাড়াও হুমকি হিসেবে তারা চিহ্নিত করেছে আঞ্চলিক অসন্ততা ও অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতাকে। এসব নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের সাথে আলোচনায়ও বসতে রাজি নয় চীন। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দাবি বেইজিং কতটা পূরণ করবে, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। বেশ কিছু বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আবার কাজ করতে আগ্রহী হবে বেইজিং। ওবামার আট বছর মেয়াদের শাসনামলে নারী নেতৃত্ব, শৈশবকালীন শিক্ষা, সাইবার ক্রাইম, জলবায়ু পরিবর্তনসহ ১০৫টি বিষয়ে সরকার প্রতিশ্রুতি দ্বিপক্ষীয় সংলাপ ছিল। ট্রাম্পের শাসনামলের প্রথম দুই বছরে এই চ্যানেলগুলোকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে কাজ শুরু হলেও পরে তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

বাইডেন আমলে বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্য- বিশেষ করে কভিড-১৯ মোকাবেলা, জলবায়ু পরিবর্তন, পারমাণবিক কর্মকান্ড রোধ, সন্ত্রাসবাদ, সাইবার নিরাপত্তা এবং বৈশ্বিক অর্থনীতি ও আর্থিক স্থিতিশীলতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী চীন। সম্প্রতি চীনের অন্যতম কূটনীতিক ইয়াং জিয়াচি চীন-যুক্তরাষ্ট্রের সমন্বয় ও সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে এই বিষয়গুলোয় গুরুত্ব দিয়ে একটি রূপরেখা দিয়েছেন। সেইসাথে তিনি আফগানিস্তান, কোরীয় উপদ্বীপ ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কাজ করার সম্ভাবনাও দেখছেন।

এছাড়া বেইজিং বিশ্বাস করে, চীনা অর্থনীতি পুনরুদ্ধার, কভিড-১৯ মহামারির অভ্যন্তরীণ মোকাবেলা ও এর আপেক্ষিক সমাজ-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মতো বিষয়েও চীন-যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে আগ্রহ তৈরি করছে। চীনা নেতৃত্ব কিছু ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের দাবি পূরণ করতে পারে। তবে তাইওয়ান, হংকংসহ অভ্যন্তরীণ স্পর্শকাতর বিষয়গুলোতে যুক্তরাষ্ট্রকে নাক গলাতে দেবে না চীন।

সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের আশা

কোনো ক্ষেত্রে বাইডেন চীনকে সহযোগিতা করবে, আবার কোনো ক্ষেত্রে বেইজিংয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শামিল হবে ওয়াশিংটন। তাই দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে যে উদ্বেগ থাকবে, তা বলাই বাহুল্য; কিন্তু বেশ কয়েকজন চীনা বিশেষজ্ঞ বাইডেনের জয়কে চীনের জন্য ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন। সম্প্রতি চীনের স্টেট কাউন্সিলের উপদেষ্টা শি ইনহং বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের নীতিমালায় চীনের প্রতি বাইডেন বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব রাখবেন বলেই তিনি আশা করছেন।'

চীনের রেনমিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আমেরিকান স্টাডিজ বিভাগের এই অধ্যাপক আরো বলেন, "বাইডেন প্রশাসনের সাথে 'যেমন কর্ম তেমন ফল' প্রবাদ বন্ধের সুযোগ খুব কম থাকবে। বিশ্ব মঞ্চে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও যুক্তরাষ্ট্রের অস্থির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবেশ- দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবে মজবুত করার প্রক্রিয়া আরো কঠিন করে তুলবে।"

বেইজিং-ওয়াশিংটনকে উদ্দেশ্য করে শি বলেন, 'সামনের দিনগুলোয় অতীতের ভুলগুলো পুনর্বিবেচনা ও সম্পর্ক উন্নয়ন করার মূল্যবান সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়।' বিশেষজ্ঞরা চীন-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে নিজেদের অভিমত জানিয়ে যাচ্ছেন। তবে সময়ই বলবে, এই দুই শীর্ষ ক্ষমতাধর দেশ কীভাবে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক মজবুত করবে।

৬ অনুপ্রেরণাদায়ী নারীর কথা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সম্প্রতি বিবিসি অনুপ্রেরণাদায়ী ১০০ নারীর তালিকা প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন দেশের নারীদের এ তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন বাংলাদেশের দু'জন নারীও। বিরূপ পরিস্থিতিতে সাহসী পদক্ষেপের জন্য তাদের সেরা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। তালিকার ১০০ নারীর মধ্য থেকে ৬ নারীর গল্প লিখেছেন **আরফাতুন নাবিলা**

লিও ই-সিন

কভিড-১৯ মহামারীতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য সিঙ্গাপুরের সংক্রামক রোগ-বিশেষজ্ঞ প্রফেসর লিও ই-সিন বিবিসির এ বছরের সেরা নারীদের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন। ৬১ বছর বয়সী প্রফেসর লিও ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনফেকশিয়াস ডিজিজের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এই তালিকায় নিজের নাম দেখে বেশ আনন্দিত লিও। সিঙ্গাপুরকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারায় তিনি গর্বিতও। স্বাস্থ্য খাতে যারা কাজ করছেন, বিশেষ করে কভিড-১৯-এর এই যুদ্ধে যারা সাহসের সঙ্গে চিকিৎসাসেবা চালিয়ে গেছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন লিও। এই ভাইরাস নিয়ে কাজ করতে গিয়ে সামনে হয়তো আরও বাধা আসবে, তবু নিরলস কাজ করে যেতে চান লিও। সিঙ্গাপুরে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করায় নেতৃত্ব প্রদান ছাড়াও প্রফেসর লিও দেশটিতে এইচআইভির চিকিৎসার উন্নতি নিয়েও কাজ করছেন। এর আগে সিঙ্গাপুরের বেশ কয়েকটি প্রাদুর্ভাবের সময়ও লিও তার দল নিয়ে কাজ করেছেন। এর মধ্যে ছিল ১৯৯৯ সালের নিপাহ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব, ২০০৩ সালের সার্স ভাইরাসের আক্রমণ, ২০০৯ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী এবং ২০১৬ সালের জিকা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব। গত বছর সিঙ্গাপুরে মাংকিপক্স নামে যে রোগটি ছড়িয়ে পড়েছিল, সেটি নিয়েও তিনি সফলভাবে কাজ করেন। কয়েক বছর আগে ডেঙ্গু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ২৫ মিলিয়ন ডলার তহবিল-সহকারে যে কাজ করা হয়, সেটিরও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লিও।

সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্য খাতে বছরের পর বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য প্রফেসর লিও বেশ কটি পুরস্কার জিতেছেন। সারসের বিরুদ্ধে তিনি যেভাবে কাজ করেছেন, পাবলিক সার্ভিস স্টারসহ সেটি ছিল সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ। এই বছরের আগস্ট মাসে ন্যাশনাল ডে অ্যাওয়ার্ডসে পেয়েছেন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মেডেলও (সিলভার)। চিকিৎসাসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা লিও বরাবর পরিবারের কাছ থেকে সাপোর্ট পেয়েছেন। লিওর স্বামী একজন বায়োটেকনোলজিস্ট, যিনি নিজের একটি কোম্পানি চালান। সংসার জীবনে তিন সন্তানের মা তিনি।

মেডিকেলে পড়ার সময় কখনোই ইমিউনোলজি নিয়ে পড়াশোনায় আগ্রহী ছিলেন না লিও। আবার এ বিষয় নিয়ে কোনো ট্রেনিং করবেন তেমন ব্যবস্থাও ছিল না। পরে ১৯৮৯ সালে তার পরিচয় হয় আমেরিকান ইনফেকশিয়াস ডিজিজ ফিজিশিয়ান ডেভিড অ্যালেনের সঙ্গে। তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে কথা বলে এ বিষয়ে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেন। ডেভিডের কয়েকটি লেকচার শুনে লিও ইমিউনোলজি নিয়ে পড়তে আগ্রহী হন। এরপরই নিজেকে সঁপে দেন চিকিৎসাসেবায়।



ছবিতে (উপরে বা থেকে) লরনা প্রেনডারগাস্ট ও রিনা আক্তার, (নীচে বা থেকে) সুমাইয়া ফারুকী ও রিমা সুলতানা রিমু

রিনা আক্তার

বিশ্বজুড়ে বিবিসির অনুপ্রেরণামূলক ও প্রভাবশালী ১০০ নারীর তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন বাংলাদেশের রিনা আক্তার। তিনি আগে একজন যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করতেন। এ বছর করোনা মহামারীতে রিনা তার দলের কয়েকজন সদস্য নিয়ে মানুষকে সাহায্য করতে মাঠে নামেন। প্রতি সপ্তাহে ভাত, সবজি, ডিম, মাংসসহ প্রায় ৪০০ প্যাকেট খাবার সরবরাহ করতেন তারা। ঢাকায় যেসব যৌনকর্মী মহামারীতে খাবারের কষ্টে ছিলেন, তাদের সবাইকে সাহায্য করেছে তার দল। বিবিসিকে রিনা জানিয়েছেন, 'লোকে আমাদের কাজকে খুব ছোট করে দেখে। কিন্তু আমাদেরও খাবার কিনে খেতে হয়। এই কাজে থেকেও আমি নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি যারা এই কাজ করে খেত তারা যেন কেউ খাবারের কষ্ট না পায়। এই পেশায় যারা এখন আছে, তাদের সন্তানদের যেন এমন কাজ করতে না হয়, সেজন্যও আমরা কাজ করছি।' গোপীবাগে যৌনকর্মীদের জন্য একটি শেল্টার করেছেন রিনা আক্তার। যাদের রাতে কাজ করতে হয় তারা সকালে এখানে এসে গোসল, খাওয়া ও বিশ্রাম করতে পারেন। এমনকি কেউ যদি অসুস্থও হন তাদের চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থাও আছে এখানে।

রিমা সুলতানা রিমু

১৮ বছর বয়সী রিমা সুলতানা রিমু একজন শিক্ষক এবং তিনি কক্সবাজারভিত্তিক ইয়াং উইমেন লিডার্স ফর পিসের একজন সদস্য। এই কর্মসূচিটি গোবাল নেটওয়ার্ক অব উইমেন পিসবিল্ডার্সের অংশ, যার মূল উদ্দেশ্য সংঘাতসংকুল দেশগুলো থেকে আসা তরুণ নারীদের ক্ষমতায়ন করা, যাতে তারা নেতৃত্ব দেওয়া ও শান্তির এজেন্টে পরিণত হবেন। রিমা তার মানবিক কর্মকান্ড পরিচালনা করেছেন রোহিঙ্গা শরণার্থী পরিস্থিতি মোকাবিলায়। রোহিঙ্গা শরণার্থী বিশেষ করে নারী ও শিশুদের যাদের শিক্ষার সুযোগ নেই, তাদের জন্য লিঙ্গ সংবেদনশীল ও বয়সভিত্তিক সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন তিনি। রেডিও ব্রডকাস্ট ও থিয়েটার পারফরম্যান্সের মাধ্যমে তিনি নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ে জাতিসংঘের সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতেও কাজ করেছেন।

সুমাইয়া ফারুকী

করোনার প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর চিকিৎসাসেবায় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দেখা দেয় ভেন্টিলেটরের। আর এই ভেন্টিলেটর মানেই অর্থের পরিমাণ বেশি। করোনায় আক্রান্ত হওয়া রোগীদের দ্রুত সেবা দেওয়ার জন্য দিন দিন ভেন্টিলেটরের সংকটও দেখা দিচ্ছিল। আফগানিস্তানে কভিড-১৯-এ আক্রান্ত প্রথম রোগী পাওয়া যায় হেরাত প্রদেশে। একবার যখন ভাইরাস দেশে প্রবেশ করেছে তখন রোগীর সংখ্যাও বাড়বে এবং ভেন্টিলেটরের প্রয়োজন হবে এমনটি বুঝতে পেরেছিলেন হেরাতের রোয়া মাহবুব নামে একজন টেক উদ্যোক্তা। দ্রুত ভেন্টিলেটর বানানোর জন্য তিনি 'আফগান ড্রিমারস' নামে একটি রোবটিকস টিম গঠন করেন। এই টিমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এখানে সবাই ছিল মেয়ে আর এদের সবার বয়স ১৫ থেকে ১৭-এর মধ্যে। সবাই ছিল হাইস্কুলের শিক্ষার্থী। তারা সবাই মিলে টয়োটা করোলার মোটর দিয়ে একটি ভেন্টিলেটর বানায়, যার মূল্য অনেক কম। এই দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন সুমাইয়া ফারুকী।

২০০২ সালে হেরাতে জন্মগ্রহণ করেন সুমাইয়া। বয়স অল্প হলেও ইতিমধ্যে সামাজিক নানা কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য পেয়েছেন অনেক পুরস্কার। এর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বীকৃতি হিসেবে সাহসী পদক্ষেপের জন্য সিলভার মেডেল, ওয়ার্ল্ড সামিট এআইতে মানবতার পুরস্কার, র-সায়েন্স ফেস্টিভ্যালে ড্রিম অ্যাওয়ার্ড, এস্তোনিয়ায় ইউরোপের সবচেয়ে বড় রোবটিকস ফেস্টিভ্যালে রোবটিকসে উদ্যোক্তা চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ। স্কুলে পড়াকালে সামাজিক কাজে নিজেকে এভাবে যুক্ত রাখায় ইতিমধ্যে পরিচিত মুখ হয়ে (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।





CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও **HHA** সার্টিফিকেট থাকলে আপনি
আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি **HHA** অথবা **PCA** হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন?
তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP
প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত তথ্য জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency
by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

মেট্রোপলিটন লার্নিং ইন্‌স্টিটিউট, ইন্‌ক

নিউইয়র্ক ষ্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
কাউন্সিল অন অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এডক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত
একটি অলাভজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আমাদের প্রোগ্রাম সমূহঃ
(সিওই অনুমোদিত এবং ফিন্যানসিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত)

- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট
- একাউন্টিং এসিস্টেন্ট
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ মেডিকেল বিলিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ বুককিপিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ ইংলিশ (শুধুমাত্র ব্রুকলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)
- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট - সংক্ষিপ্ত (শুধুমাত্র প্রধান এবং ব্রুকলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)

শর্ট প্রোগ্রাম
(সিওই অনুমোদিত তবে ফিন্যানসিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত নয়)

- নার্স এসিস্টেন্ট / এইড (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- পেসেন্ট কেয়ার টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ফ্লেবোটমি টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ইকেজি টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)



সুবিধাজসক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশঃ সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশঃ বিকাল ৫:১৫ টা থেকে রাত ১০:১৫টা

শনি ও রবিবার (শুধুমাত্র শর্ট প্রোগ্রামের জন্য)
সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা

রয়েছে জব প্লেসমেন্ট সুবিধা
ফিনান্সিয়াল এইড
যোগ্যদের জন্য রয়েছে ফিনান্সিয়াল এইড সুবিধা

ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ (ESL)
(২য় ভাষা হিসাবে ইংরেজি) - লেভিল ওয়ান টু এইট

যোগাযোগঃ
ডা. মাসুদুল হাসান
ডিরেক্টর মেডিকেল প্রোগ্রাম,
রিগোপার্ক শাখা

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ www.gettraining.org

প্রধান ক্যাম্পাস
৯৭-৭৭ কুইন্স বুলোভার্ড (৯ম তলা)
রিগো পার্ক, নিউইয়র্ক ১১৩৭৮
ফোনঃ ৭১৮-৮৯৭-০৪৮২

এক্সটেনশন ক্যাম্পাস
৫৬০ ৫৯ স্ট্রীট, ৫ম এভিনিউ
ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক ১১২২০
ফোনঃ ৭১৮-৪৯২-২১২০

তাসলিমা খান - ৩৪৭-৮৩৬-২২২৬
খালেদা পারভিন - ৯২৯-৩০১-৯২৭৫
কাউসার জাহান - ৯১৭-৩৪০-৪৩৫৯

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুনঃ www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

করোনা থেকে বাঁচতে

(শেষের পাতার পর)

বাসয় ফিরেছেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি নার্গিস আহমেদ, বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড' খ্যাত বেবী নাজনীন, নাট্যাভিনেতা জহির মাহমুদ সহ আরো অনেকে।

নতুন করে করোনাভাইরাস সংক্রমিত হওয়ায় এর আক্রমণ থেকে রক্ষায় অধিকতর সচেতনতার বিকল্প নেই বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ। এদিকে আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে করোনা ভাইরাস ভ্যাকসিন কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। বিশিষ্ট চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, ডা. বিএম আতিকুজ্জামান বলেছেন, আশার খবর হচ্ছে যে, করোনার ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং আগামী সপ্তাহ থেকে তা পাওয়া যাবে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যগত সকল প্রকার সচেতনতার বিকল্প নেই। বিশেষ করে করোনার সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা অবশ্যই করনীয়।

অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদের ইন্তেকাল

নিউইয়র্কের বোর্ড অব এডকেশনের ক্যারিকুলামে স্কুলে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পথিকৃত, কুইন্স কলেজের খন্ডকালীন এবং লং আইল্যান্ড সিটি হাই স্কুলের বাংলা ভাষার শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ (৭২) আর নেই। গত ৩০ নভেম্বর সোমবার ভোরে তিনি স্থানীয় জুইস হাসপাতালে (এলআইজে) ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও তিন কন্যা সহ বহু আত্নীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাংখী রেখে যান।

অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে বসবাস করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত অমায়িক, বন্ধু বৎসল এবং ভ্রমণ পিপাসু এবং শিক্ষানুরাগী আবুল কালাম আজদ যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী জীবনের আগে চট্টগ্রাম কলেজের শিক্ষক ছিলেন। তিনি দেশ থেকে নতুন আসা স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কাজ করতেন। লং আইল্যান্ড সিটি হাই স্কুলের মত অন্যান্য স্কুলে যাতে বাংলার শিক্ষক দেয়া হয় এজন্য তিনি বোর্ড অব এডুকেশনে সোচ্চার ভূমিকা রাখতেন। এনিয়ে বিভিন্ন সেমিনার, মিটিং ওয়ার্কশপে বিষয়টি বারবার তুলে ধরেছেন, উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি বার বার কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের নজরে এনেছেন। সিটির স্কুল থেকে বাংলা নোটিশ পাঠানোসহ নানা কার্যক্রমে তার অবদান অস্বীকার্য। সবমিলিয়ে নিউইয়র্ক সিটির স্কুল বোর্ড ও সিটি প্রশাসনে তিনি বাংলা ভাষার প্রচলনে অগ্রনী ভূমিকা রেখেছেন। তিনি চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ'র আজীবন সদস্য ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী নেয়ার পর চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে যোগদানের মধ্য দিয়ে পেশা জীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি লিবিয়া গমন করেন এবং সেখানেও শিক্ষকতা পেশায় জড়িত ছিলেন। ১৯৮২ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আগমণ করেন এবং নিউইয়র্কে স্থায়ী বাস গড়েন।

জানাজা ও দাফন: মরহুম আবুল কালাম আজাদের নামাজে জানাজা গত ১ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ব্রুকলীনস্থ চট্টগ্রাম সমিতি ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন ব্রুকলীন ইসলামিক সেন্টারের ইমাম মওলানা জুনাইদ হোসাইন। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী তাঁর নামাজে জানাজায় অংশ নেন। পরবর্তীতে তার মরদেহ নিউজার্সী অঙ্গরাজ্যের মার্লবরো মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শোক প্রকাশ: অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ-এর ইন্তেকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সভাপতি মোহাম্মদ হোসেন খান ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা এক শোক বার্তায় গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্নার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

গোলাম রহমান সেলিমের ইন্তেকাল

নিউইয়র্কের পরিচিত মুখ, মূলধারার রাজনীতিক ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রিপাবলিকান গোলাম মেহরাজ-এর ছোটভাই গোলাম রহমান সেলিম (৪৮) করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি এস্টোরিয়া মাউন্স সিনাই হাসপাতালে ২১ দিন চিকিৎসাধনী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক কন্যা, ৬ ভাইসহ বহু আত্নীয়-স্বজন রেখে যান। তার স্ত্রী একমাত্র কন্যাকে নিয়ে বাংলাদেশে ঢাকায় অবস্থান করছেন।

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে বসবাসকারী গোলাম রহমান সেলিম ১৯৮৭ সাথে যুক্তরাষ্ট্রে আগমন করেন। তাদের ৭ ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই বাংলাদেশে আর ৬ ভাই যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতেন। ভাইদের মধ্যে গোলাম রহমান সেলিম সবার ছোট ছিলেন।

মরহুম গোলাম রহমান সেলিম-এর নামাজে বৃহস্পতিবার ওজনপার্কে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বৃহস্পতিবার দিনই অপরাহ্নে তার মরদেহ লং আইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মেমোরিয়ারের মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা হয়।

ঢাকায় এলমহার্স্টবাসী শেফালী বেগমের মৃত্যু

এদিকে ভাগ্নীর বিয়ে উপলক্ষে বাংলাদেশে গিয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন এলমহার্স্টের বাসিন্দা শেফালী বেগম (৫৫)। জানা গেছে, শেফালী বেগম তার বড় কন্যা সহ গত ১২ অক্টোবর ঢাকায় যান। গত ২০ নভেম্বর ভাগ্নীর আকদ হবার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই ভাগ্নী এবং জামাইপক্ষের লোকজন করোনায় আক্রান্ত হন। ফলে বিয়ে সম্পর্কিত সকল কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে গত ১০ নভেম্বর শেফালী বেগমও আক্রান্ত হন। এরপর তাকে ঢাকায় সরকারি কর্মচারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং সেখানেই তিনি গত ২৯ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তাকে বিক্রমপুরে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে বলে তার ভাই নিউইয়র্ক প্রবাসী আবুল বাশার চুন্নু জানান। শেফালি বেগমের অপর কন্যা সন্তান এবং একমাত্র পুত্র নিউইয়র্কে বাস করছেন।

দিয়েগো দীপের আলোয়

(প্রথম পাতার পর)

আনা রাত। শুধু আমার কেন, আমার চারপাশের সবার। আমার শহরের, দেশের কোটি মানুষের। আরও একটু সত্য করে যদি বলি... তাবৎ বিশ্বের!

কী ঘটেছিল সেই রাতে? কোন রাতে?

এক ফুটবল জাদুকরকে দেখেছিল পৃথিবী। তার নাম দিয়েগো। দিয়েগো আরমান্দো মারাদোনা। ইংরেজি ভাষার দুনিয়ায় ডিয়েগো ম্যারাডোন্স্। অনুপম, শৈল্পিক ক্রীড়াশৈলী আর জয়ের উদ্‌গ্র নেশা দিয়ে সারা দুনিয়ার মানুষের হৃদয়ের অন্তিমে ঢুকে যাওয়া যায়- তাঁর আগে কে কবে এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছিলেন? ফুটবল নামের খেলাটা তো সেই রাতের অনেক শতাব্দী আগে থেকেই চলে আসছিল। একই শতাব্দীতে এই খেলায় উপহার হয়ে এসেছিলেন এডসন আরান্তেস পেলে নামের আরেক মহান। ব্রাজিলিয়ান পেলের খুব কাছাকাছি মানের খেলোয়াড়ও এসেছিলেন কয়েকজন।

কিন্তু ম্যারাডোনা যা করেছিলেন সেদিন বা তার আগে-পরে... আর কেউ কি তা করতে পেরেছিলেন? এমনকি পেলেও?

এমন প্রশ্নে অনেকেই তর্কের জায়গা খুঁজে পান, বিতর্কের টেবিলে বসতে চান... কিন্তু তা শতভাগের কত ভাগ? বিশ্ব ফুটবলপ্রেমীদের চার ভাগের এক ভাগ হবে বড়জোর।

স্মৃতিগল্পটা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, সেখানেই ফিরে যাই।

১৯৮৬ সালের ২২ জুন। সে বার বিশ্বকাপের আসর বসেছিল ঢাকা থেকে প্রায় সাড়ে নয় হাজার মাইল দূরের দেশ মেক্সিকোতে। তাদের দিন, আমাদের রাত গভীরে খেলা হচ্ছিল কোয়ার্টার ফাইনালের। রাজধানী মেক্সিকো সিটির আজতেকা স্টেডিয়ামে এক লাখ সাড়ে চৌদ্দ হাজার দর্শক। টিভির সামনে উপচেপড়া দর্শক, রেডিওতে কান লাগানো একশ কোটিরও বেশি মানুষের। প্রতিদ্বন্দ্বী দল ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা।

তখনও ছাত্রজীবন আমার। নিজের বাসায় পরিবারের সঙ্গে কয়েক বন্ধুকে নিয়ে খেলা দেখতে বসেছি টিভির সামনে। তখন বিটিভি আমাদের সবেধন নীলমণি। খেলা দেখার একমাত্র মাধ্যম।

বিশ্বকাপের নক আউট যুদ্ধটা দেখছিলাম সাদা-কালো টিভিতে। তখন রঙিন টিভি সহজলভ্য ছিল না। খেলার হাফটাইম পেরোতেই হঠাৎ সবকিছু বর্ণিল দেখতে লাগলাম সাদাকালো পর্দায় ! ঘুম ঘুম ভাব ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম সুন্দর এক গোল দেখে। তারচেয়ে বেশি গোলদাতাকে দেখে। ম্যারাডোনার গোল ইংল্যান্ডের জালে! ক্যামেরায় দেখাচ্ছে সারা স্টেডিয়াম উল্লাসে ভাসছে। টাচলাইনের কাছে দর্শকদের দিকে মুখ করে লাফিয়ে উঠেছেন ম্যারাডোনা। তার সঙ্গে সেলিব্রেশনে যোগ দিয়েছে পুরো আর্জেন্টিনা দল। ওদিকে গোলের বাঁশি বাজিয়ে দেওয়া তিউনিশিয়ান রেফারিকে ঘিরে ধরেছেন ইংলিশ খেলোয়াড়রা। ওপরের দিকে হাত দেখিয়ে কী যেন বোঝাতে চাইছেন গোলকিপার ও তার সহযোগীরা। বোঝা যাচ্ছে প্রতিবাদ করছেন তারা গোল নিয়ে। রেফারি তার সিদ্ধান্তে অটল।

আমরা কেউ বুঝলাম না, দুনিয়ার কোনো দর্শকই টিভিতে দেখে বুঝল না এই প্রতিবাদের কারণ কী। বুঝবোই বা কী করে- তখন তো টিভির ইন্সট্যান্ট রিপ্লের মান, স্পো-মোশন আজকের মতো উন্নত ছিলো না ফুটবল ম্যাচে। ভিএআর টেকনোলোজিও (ঠঅজ=ঠরফবড় অংংরংঃধহঃ জবভবৎবব) ছিল না।

পরের দিন ব্রিটিশ পত্রপত্রিকায় নিউজ হলো, হাত দিয়ে গোল করেছেন ম্যারাডোনা। সাংবাদিক ও সমালোচকদের প্রশ্নের জবাবে ম্যারাডোনা বললেন, নিশ্চয়ই ঈশ্বরের হাত (রেফারি, টিভি ক্যামেরা কেউ যেহেতু দেখেনি) ছিল ওখানে। তার বলার ধরনটা ছিলো এমন- কিছুটা মাথা দিয়ে কিছুটা ঈশ্বরের হাত দিয়ে হয়েছে গোলটা। সেই থেকে হ্যান্ড অফ গড গোল- খ্যাতি পাওয়া গোলটা ম্যারাডোনার সারা ফুটবল জীবনকে এক তরফা কলঙ্কিত করে রাখত যদি না গোলের কয়েক মিনিট পরেই সেই মহাকা™ করে ফেলতেন তিনি! পরবর্তী সময়ে- শতাব্দীর সেরা গোলের স্বীকৃতি পাওয়া ওই গোল ম্যারাডোনাকে, তার দেশ আর্জেন্টিনাকে এমনকি ফুটবল খেলাকে নতুন এক উচ্চতায় নিয়ে গেল। চোখের সামনে আমার টিভি পর্দা, তাতে উল্লাসে ফেটে পড়া আজতেকা স্টেডিয়াম। গ্যালারি থেকে ভেসে আসা উচ্চস্বর কোরাস দিয়েগ্গে দিয়েগ্গে দিয়েগ্গে, ওআরহেন্তিনা... আরহেন্তিন্স্। ভাবতেও পারছিলাম না আর কী হচ্ছে বুয়েনোস আইরিসে অথবা বাদবাকি আর্জেন্টিনায় বা দুনিয়ার এ-মাথা ও-মাথায়।

মাঝমাঠ থেকে হঠাৎ ইন্টারসেপ্ট করে বলটা পেয়ে গেছিলেন ম্যারাডোনা। তারপর একলা পায়ে অদম্য গতিতে ড্রিবল করতে করতে ছুটতে লাগলেন প্রতিপক্ষের গোল সীমানার দিকে। ডজের পর ডজ করে কাটাতে লাগলেন একের পর এক ইংলিশ খেলোয়াড়কে। যারা তার সামনে পড়েননি তারা কেবল ছুটলেন পিছু পিছু।

ম্যারাডোনাকে যে কোনো মূল্যে আটকে ফেলা বা ফেলে দেওয়া আর হলো না তাদের। শেষমেশ গোলকিপারকেও বোকা বানিয়ে ম্যারাডোনা যখন জালে ঠেলে দিলেন বলটা, তখন সারা পৃথিবী নাচছে অবিস্মরণীয় এক দৃশ্য দেখার আনন্দে। মাঠে দাঁড়ানো ইংলিশ খেলোয়াড়রা তখন দুনিয়ার সবচেয়ে বিষাদগ্রস্ত দর্শক।

বিশ্বকাপ ফুটবলে ডিয়েগো ম্যারাডোনার যাত্রা শুরু হয়েছিলে৬৮২ সালের আসর থেকে। তারপর৮৬৯০ হয়ে৯৪-তে শেষ। খেলার মাঠে তার কারিশমা, তাঁকে নিয়ে মাঠের বাইরের বিতর্ক, নেতিবাচক অনেক কিছুর সঙ্গে তাঁর জড়িয়ে যাওয়া, কখনো উচ্ছৃঙ্খল এলোমেলো জীবনযাপন... হাজারো-লাখো প্রতিবেদন আর গল্পের জন্ম দিয়েছে গত চার দশক। কিন্তু তাতে কি তাঁর খেলে যাওয়া মোহময় ফুটবলের প্রতি একটুও ভালোবাসা কমেছে মানুষের?

ম্যারাডোনা মারা গেছেন মাত্র ক্দিন আগে। আমি বলব কেবলই শরীরী মৃত্যু হয়েছে তাঁর। আমাদের জন্য রেখে গেছেন তিনি ফুটবল মাঠের এক বর্ণাঢ্য অধ্যায়, জ্বলজ্বলে স্মৃতিসম্ভার। যা থেকে মুক্তি মিলবে না কোনোদিন। ফুটবল শব্দটা মনে এলেই ফুটবল দেখলেই জেগে উঠবেন তিনি সুখের স্মৃতিতে অথবা ভালোবাসায়।

কই আমি তো পারলাম না চৌত্রিশ বছর পরও সেই রাতের, সেই গোলের মুহূর্তটি ভুলে যেতে!

নির্বাচনের ফল পাল্টে দিতে

(প্রথম পাতার পর)

করেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার মধ্যে প্রায় সবটাতে তিনি পরাজিত হয়েছেন। জর্জিয়াতে জো বাইডেন সামান্য ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন। এই রাজ্যটি ১৯৯২ সালে দখলে চলে যায় রিপাবলিকানদের। তারপর থেকে এখানে আর কোনো ডেমোক্রেট প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বিজয়ী হননি। রিপাবলিকানদের সেই দুর্গে এবার হানা দিয়েছেন জো বাইডেন। তিনি সেখানে বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই সেই বিজয় মানবেন না ট্রাম্প। তার দাবি, ভোটে জালিয়াতি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন শেষ। এখন চলছে উচ্চকক্ষ সিনেট রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন নিয়ে লড়াই। জর্জিয়াতে জানুয়ারিতে দুটি আসনে উপনির্বাচন। সেই নির্বাচনে ডেমোক্রেটরা যদি বিজয়ী হতে পারে তাহলে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ হারাবে রিপাবলিকানরা। প্রশাসন চালাতে বা কোনো বিল পাস করাতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত জো বাইডেনকে ততোটা বেগ পেতে হবে না।

ওয়াশিংটন পোস্টের মতে, জর্জিয়ার গভর্নর কেম্প'কে শনিবার সকালে ফোন করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং তিনি সেখানে 'অ্যাবসেন্টি ব্যালট সিগনেচার'-এ অডিট দাবি করার জন্য তার ওপর চাপ প্রয়োগ করেন। কিন্তু এমন অডিট করার নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা নেই কেম্পের। তিনি প্রেসিডেন্টের ওই নির্দেশ পালনে অপারগ হন। এরপর তিনি টুইটারের আশ্রয় নেন। তাতে তিনি গভর্নরকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, জর্জিয়াতে আমি সহজেই এবং দ্রুততার সঙ্গে বিজয়ী হতাম, যদি গভর্নর ব্রায়ান কেম্প অথবা সেক্রেটারি অব স্টেট সিগনেচার ভেরিফিকেশন অনুমোদন করতেন। এই দুই রিপাবলিকান কেন 'না' বলছেন? জবাবে কেম্প টুইটে বলেছেন, সরকারিভাবে তিনি তিনবার অডিট আহ্বান করেছেন। এর জবাবে আবার ট্রাম্প বলেছেন, আপনি যা বলছেন আপনার লোকেরা তা প্রত্যাখ্যান করছে। কেন তারা এই লুকোচুরি খেলছে? কমপক্ষে অতি দ্রুত লেজিসলেচারের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করুন। আপনি সহজেই এবং অবিলম্বে তা করতে পারেন।

পরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরে প্রথম এই সিনেট উপনির্বাচনে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখেন ট্রাম্প। সেখানে তিনি কেম্পের কড়া সমালোচনা করেন। বলেন, গভর্নরকে অনেক কঠোর হতে হবে। ওদিকে জর্জিয়ায় প্রায় দু'ঘন্টা বক্তব্য রাখেন ট্রাম্প। সেখানে সমবেত জনতাকে তিনি বলেন, এখনও তিনি নির্বাচনে জিততে পারেন। তিনি সেই অপ্রমাণিত অভিযোগ উত্থাপন করে আবারো বলেন, তারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতারণা করেছে এবং জালিয়াতি করেছে। কিন্তু আমরা জিতবো।

সরকারিভাবে জয়ী বাইডেন

(প্রথম পাতার পর)

সম্পন্ন হওয়ার ফলে এখন তিনি ২শ ৮৮ ইলেক্টোরাল ভোট লাভ করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ম অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট হতে হলে প্রয়োজন ২শ ৭০ ইলেক্টোরাল ভোট। এই মার্জিন অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে বাইডেন সরকারিভাবেও তার বিজয় নিশ্চিত করলেন। ক্যালিফোর্নিয়ার ভোট সার্টিফিকেশনের মধ্য দিয়ে এই নির্ধারিত ২শ ৭০-এর সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল।

এখন কেবল নিউ জার্সি ও হাওয়াই রাজ্যের ভোটের সার্টিফিকেশন বাকি রয়েছে বাইডেনের। নিউ জার্সির ১৪ এবং হাওয়াইর ৪টি ভোট যোগ হলে বাইডেনের ইলেক্টোরাল ভোটের মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ৩শ ৬য়ে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ইলেক্টোরাল ভোটের মোট সংখ্যা ২শ ২২-এ উন্নীত হয়েছে। তার আর মাত্র ১ টি রাজ্য মিসৌরীর ১০ টি ভোটের সার্টিফিকেশন আসতে বাকি আছে। মিসৌরীর ভোট সত্যায়িত হলেই প্রেসিডেন্টের পাওয়া ২শ ৩২টি ইলেক্টোরাল ভোট পূর্ণ হবে।

ফেডারেল আইন অনুযায়ী রাজ্যের সার্টিফিকেশন প্রদানের জন্য আগামী ৮ই ডিসেম্বর ডেটলাইন নির্ধারিত রয়েছে।

আগামী ২০শে জানুয়ারি জোসেফ বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন।

সকলকে টিকা নিতে বাধ্য করা

(প্রথম পাতার পর)

সেখানে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার ক্ষমতা ব্যবহার করে জনগণকে সঠিক কাজ করতে উৎসাহিত করবো। যদি তাতে তারা সাড়া দেন, তাহলে মনে করবো কাজ হচ্ছে। ওদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি) প্রথমবারের মতো মার্কিনিদের মুখে মাস্ক পরার আহ্বান জানিয়েছে। তারা বলেছে, যদি মার্কিনিরা নিজেদের ঘরে না থাকেন তাহলে তারা যেখানে থাকবেন সেখানেও ঘরের মধ্যে যেন মাস্ক পরেন।

সিডিসি আরো সতর্কতা দিয়েছে। বলেছে, করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রবেশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রে এই ভাইরাস সংক্রমণে মারা গেছেন কমপক্ষে ২৫০০ মানুষ। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় দুই লাখ ২৫ হাজার মানুষ। নিশ্চিত করে বলা হয়েছে, করোনা ভাইরাসে কমপক্ষে এক কোটি ৪৩ লাখ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। মারা গেছেন কমপক্ষে দুই লাখ ৭৮ হাজার।

এ সময়ে আগামী ২০ শে জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেয়ার কথা জো বাইডেনের। তবে তার শপথ অনুষ্ঠানে করোনা সংক্রমণের কারণে কম সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি প্রত্যাশা করছেন তিনি। এ বিষয়ে জো বাইডেন বলেছেন, আমি চাইছি অনুষ্ঠানটি হোক একটি 'পাটফর্ম সিরিমনি' বা মাত্র একটি আনুষ্ঠানিকতা। তবে আমি জানি না তা কিভাবে হবে।

এরই মধ্যে ফাইজার বলেছে তাদের টিকা ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় শতকরা ৯৫ ভাগ কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। মডার্না কোম্পানি বলেছে, তাদের টিকা কমপক্ষে ৯৪ ভাগ কার্যকর। দুটি কোম্পানিই যুক্তরাষ্ট্রের ফুড এন্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশনে (এফডিএ) অনুমোদনের আবেদন করেছে যুক্তরাষ্ট্রে টিকা বিতরণে। তবে বিশ্বে প্রথম দেশ হিসেবে বৃটেন ফাইজার কোম্পানির টিকা অনুমোদন দিয়েছে। শুক্রবার দিনের শুরুর দিকে বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স আটলান্টায় সিডিসি পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি আশা প্রকাশ করেন কোভিড-১৯ এর টিকা আর মাত্র দেড় সপ্তাহের মধ্যে অনুমোদন পেতে পারে।

ওদিকে পিউ রিসার্স সেন্টার বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৬০ ভাগের বেশি মানুষ বর্তমানে করোনা ভাইরাসের টিকা নেয়ার জন্য প্রস্তুত। সেপ্টেম্বরে এমন সম্মতি দিয়েছিলেন শতকরা ৫১ ভাগ মানুষ। কিন্তু সব মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার আস্থা সৃষ্টি করতে উদ্যোগ নিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত জো বাইডেন। তিনি বলেছেন, নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দূর করতে তিনি প্রকাশ্যে এই টিকা নিতে চান। এর আগে সাবেক তিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, জর্জ ডবিউ বুশ এবং বিল ক্লিনটনও একই রকম কথা বলেছেন। তারা বলেছেন, জনগণকে সচেতন করতে এবং টিকার প্রতি তাদের আস্থা বাড়াতে তারা প্রকাশ্যে টিকা নিতে চান। ওদিকে শপথ নেয়ার দিন থেকে পরবর্তী ১০০ দিন মার্কিনিদের মুখে মাস্ক পরার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছেন জো বাইডেন। তিনি মনে করেন, করোনা ভাইরাসের টিকার সঙ্গে সঙ্গে মুখে মাস্ক পরতে হবে। এতে আক্রান্তের সংখ্যা বা মৃত্যুর সংখ্যা কমে আসবে।

টিকা এলেই কি ফিরবে আগের অবস্থায় জীবন?

(প্রথম পাতার পর)

করবে। কিন্তু জীবনকে আগের অবস্থানে নিয়ে যেতে পারবে না। এই টিকা নেয়ার মানে এই নয় যে, একেবারে খুব তাড়াতাড়ি মুখ থেকে মাস্ক খুলে ফেলা যাবে। এ নিয়ে অনলাইন বিবিসি একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, আধুনিক বিশ্বে টিকাকে মেডিকেল সায়েন্সের সবচেয়ে বড় অবদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতি বছর ২০ থেকে ৩০ লাখ মানুষের মৃত্যুকে থামিয়ে দেয় টিকা। সুরক্ষা দেয় ২০টিরও বেশি জীবনহানীকর রোগ থেকে। এক প্রজন্ম আগে শিশুদের অসুস্থতার যে হার ছিল এখন তা কমে গেছে অনেক বেশি। জলবসন্ত এক সময় বিশ্বে লাখ লাখ মানুষকে মেরে ফেলেছে। এখন সেই রোগকে চিরতরে পৃথিবী থেকে বিদায় দেয়া হয়েছে। কিন্তু এসব অর্জন সফল হতে সময় লেগেছে কয়েক দশক। আর এখন আমরা সবাই খুব স্বল্প সময়ে কার্যকর একটি করোনা ভাইরাসের টিকা প্রত্যাশা করছি, যা একই রকম ফল দেবে।

এখন পর্যন্ত যেসব টিকার তথ্য সামনে এসেছে তাতে বলা হয়েছে শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি কার্যকর সেগুলো। এর অর্থ হলো প্রতি ১০ জন মানুষের মধ্যে একজনকে এই টিকা কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষা দিতে পারবে না। এর ফলে অনেকেই মনে করছেন খুব তাড়াতাড়ি আমরা সামাজিক দূরত্বকে এড়িয়ে যেতে পারবো না। মুখ থেকে ছুড়ে ফেলতে পারবো না মাস্ক। যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসব টিকা দ্রুত অনুমোদন ও টিকা প্রয়োগ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তাদের অনেকে মনে করছেন আগামী বসন্তে জীবন হয়তো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাবে। কিন্তু অনেকেই মনে করছেন ভিন্নতা। তারা বলছেন, বিশ্বজুড়ে অনেক বিজ্ঞানী এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সতর্কতা দিচ্ছেন টিকা নিয়ে।

তাতে বলা হচ্ছে, প্রথমেই এই টিকার সরবরাহ থাকবে সীমিত পর্যায়ে এবং তা প্রয়োগ করা হবে নির্বাচিত গ্রুপের ওপর। এক্ষেত্রে প্রথমেই টিকা দেয়া হতে পারে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা মানুষ এবং সামনের সারির স্বাস্থ্যকর্মীদের। কিন্তু অরক্ষিত থেকে যাবে বৃহৎ একটি জনগোষ্ঠী। ফলে জীবন খুব সহসাই তার আগের অবস্থানে ফিরে যাবে না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান টেডরোস ঘেব্রেয়েসাস বলেন, একটি টিকাই আমাদের সব করে দেবে না। অন্য বিষয়গুলোকেও আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। শুধু একটি টিকা একটি মহামারিকে বন্ধ করে দিতে পারে না।

২০২৪ সালে ফের প্রেসিডেন্ট

(প্রথম পাতার পর)

ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০২৪ সালে ফের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়াই করবেন ট্রাম্প। হোয়াইট হাউজে ক্রিসমাস পার্টিতে কর্মকর্তাদের এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ক্রিসমাস পার্টিতে তিনি বলেছেন, এ বারের লড়াই সফল না হলে ২০২৪ সালে তিনি আবার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য লড়াই করবেন। বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, ২০২৪ সালের প্রসঙ্গ তুলে ট্রাম্প আসলে এ বারের হার স্বীকার করে নিলেন।

বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউজে ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে বড়দিনের পার্টি করেছেন ট্রাম্প। সেখানেই তিনি ২০২৪ সালের প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। এ বারের নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বলে ফের এ দিন মন্তব্য করেন ট্রাম্প। যদিও এখনো পর্যন্ত তার বক্তব্যের সপক্ষে কোনো প্রমাণ দাখিল করতে পারেননি তিনি। ট্রাম্প বলেছেন, শেষ দিন পর্যন্ত আইনি লড়াই তিনি চালাবেন। শেষ দেখে ছাড়বেন। তবে একই সঙ্গে ২০২৪ সালের নির্বাচনী প্রস্তুতিও শুরু করে দেয়ার কথা বলেছেন তিনি।

ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মহলের ধারণা, ২০ জানুয়ারি দিনটিকেই ২০২৪ সালের নির্বাচনের প্রস্তুতির প্রথম দিন হিসেবে বেছে নিতে পারেন ট্রাম্প। ওই দিন আনুষ্ঠানিক ভাবে জো বাইডেনের প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নেয়ার কথা। ট্রাম্প এবং রিপাবলিকানদের একটা বড় অংশ সেই অনুষ্ঠানে যাবেন না বলেই মনে করা হচ্ছে। বরং ওই একই দিনে ট্রাম্পের পরবর্তী প্রচারের আনুষ্ঠানিক সূচনার অনুষ্ঠান আয়োজন করা হতে পারে। এবং এ ভাবেই নিজেকে লাইম লাইটে রাখার চেষ্টা করতে পারেন ট্রাম্প।

ট্রাম্প ঘনিষ্ঠদের বক্তব্য, ব্যক্তিগত ভাবে ট্রাম্প কুসংস্কারগ্রস্ত। ২০২০ সালের নির্বাচনী প্রচারের প্রস্তুতির দিন হিসেবে তিনি ২০১৭ সালের ২০ জানুয়ারি দিনটিকে বেছে ছিলেন। ওই দিনটি নাকি তার জন্য লাকি। এ বারেও সেই একই কারণে ওই দিনটিকেই পরবর্তী প্রচারের প্রথম দিন হিসেবে বেছে নিতে পারেন তিনি। সূত্র : ডয়চে ভেলে

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

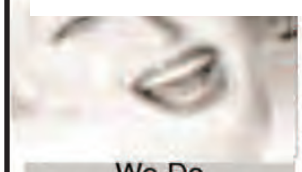
DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

ENTAL



আমার পরিবারের সবার জন্য দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

We Do
Implant & Veneers

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধি ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of NATP, AICPA, naea

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation
fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights

দি অপটিমিস্টস-এর ভার্চুয়াল তহবিল অনুষ্ঠান ১২ ডিসেম্বর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দি অপটিমিস্টস-এর ভার্চুয়াল তহবিল অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। অগামী ১২ ডিসেম্বর শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে এটিই সর্বপ্রথম ভার্চুয়াল তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ। এতে বাংলাদেশ ও ভারত সহ প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত, আবৃত্তি ও অভিনয় শিল্পীগণ অংশ নেবেন বলে জানা গেছে।

দি অপটিমিস্টস-এর ভার্চুয়াল তহবিল অনুষ্ঠান মিনহাজ আহমেদ জানান, ভয়াবহ মারণব্যাধি করোনার আগ্রাসী আক্রমণে স্মরণকালের ইতিহাসের এক দুর্যোগপূর্ণ সময় অতিক্রম করছে মানবজাতি। করোনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে ভীষণ দুরবস্থায় আছে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী। এদের মধ্যে আছে অপটিমিস্টস-এর সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক দরিদ্র পরিবারের সদস্যগণ, যাদের পরিবারের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ প্রশস্ত করতে ২ হাজার সাল থেকে কাজ করছে দি অপটিমিস্টস। প্রতি বছর অপটিমিস্টস-এর অর্থ সহায্যের জন্য তারা অধীর অপেক্ষায় থাকেন।

দুঃখজনকভাবে অপটিমিস্টস এ বছর আগের মতো অনুষ্ঠান আয়োজন করে তহবিল সংগ্রহ করতে পারছেনা। তাই আমরা আশঙ্কা করছি, এসব ছেলেমেয়ে ও তাদের পরিবারকে হয়তো প্রত্যাশিত সহায়তা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

এমন পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়ে আমরা আগামী ১২ ডিসেম্বর শনিবার ব্যাপকভিত্তিতে একটি অনলাইন তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ অনুষ্ঠানটি ফেসবুক ও ইউটিউবে লাইভ শেয়ার করা হবে এবং এতে বাংলাদেশ, ভারত, ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহরের জনপ্রিয় বাংলাদেশী কণ্ঠ, আবৃত্তি ও নাট্যশিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে কেউ অনলাইনে ক্রেডিট, ডেবিট বা পে-প্যাল ব্যবহার করে আয়করমুক্ত অনুদান দিতে পারবেন। আগ্রহীরা অপটিমিস্টস-এর বর্তমান ও অতীত কার্যকলাপ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারবেন।

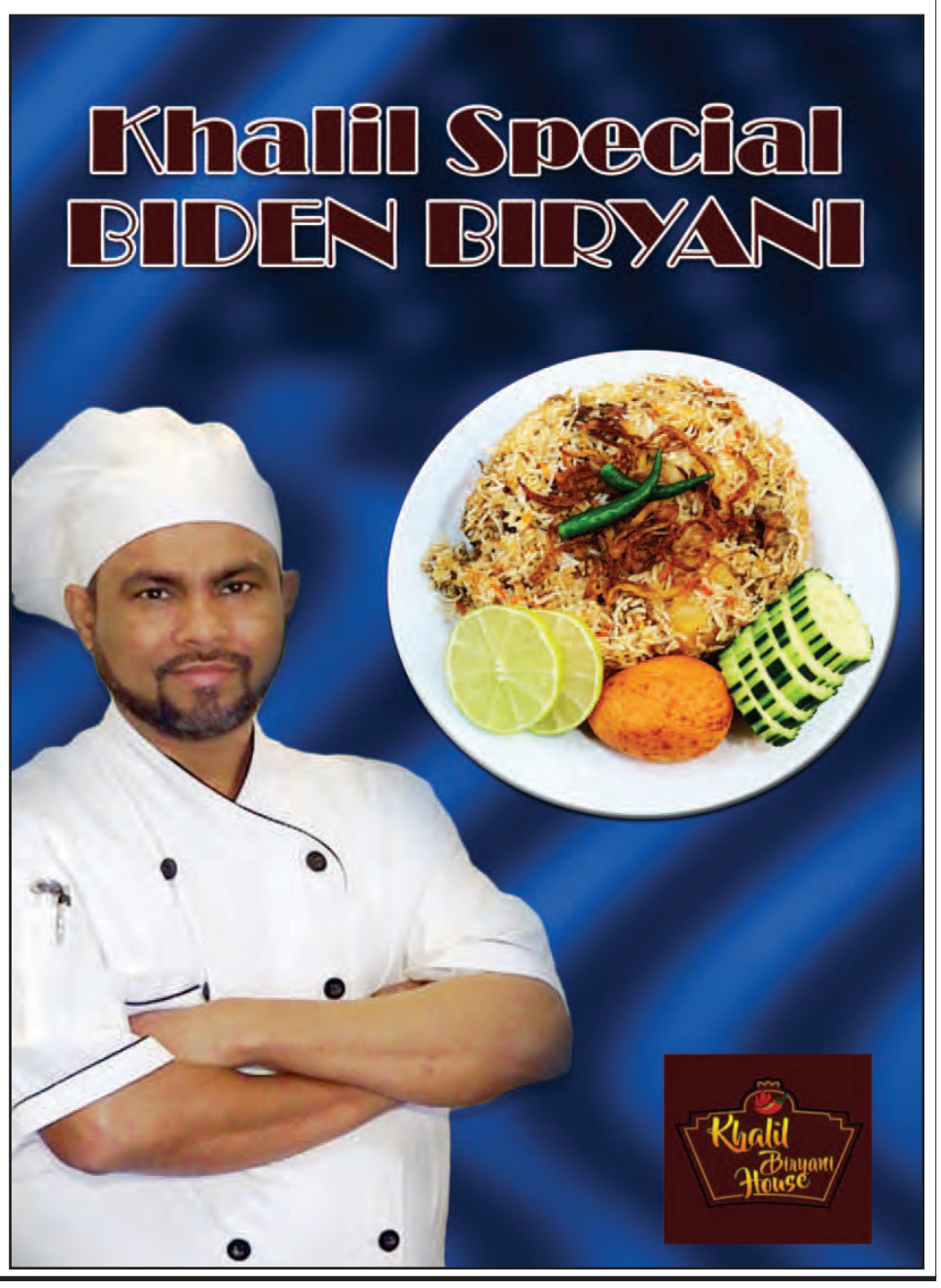
এই উদ্যোগ সফল করতে আমরা কমিউনিটির সবার আন্তরিক সহায়তা চাই। আশা করছি আমাদের এই উদ্যোগে অধিক সংখ্যক দাতা মিলিতভাবে সাধ্যমতো অনুদান দিয়ে, এবং আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদেরকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে আন্তরিক সহায়তা করবেন। অনুষ্ঠানটি আগামী ১২ ডিসেম্বর শনিবার যুক্তরাষ্ট্র সময় সকাল ৯টা থেকে অপটিমিস্টস-এর ফেসবুক পেজ (facebook.com/theoptimists-bangladesh)-এ লাইভ দেখা যাবে।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ৭১৮-২৭৮-৪৯৫৩ নম্বরে ফোন করতে কিংবা info@theoptimists.org ঠিকানায় ইমেইল করতে পারেন।



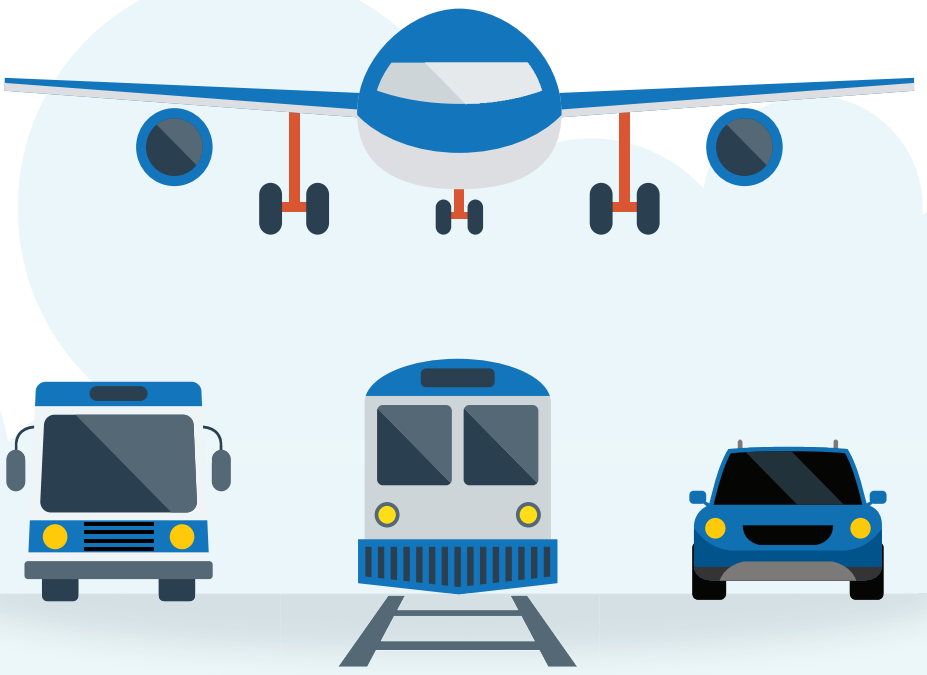






নিরাপদ থাকুন, বাড়িতে থাকুন!

এই ছুটির মরশুমে ভ্রমণ করবেন না|



ভ্রমণ আপনাকে, আপনার প্রিয়জনদের, এবং আমাদের সম্প্রদায়কে অসুস্থ হওয়ার এবং COVID-19 ছড়ানোর ঝুঁকিতে ফেলবে।

আপনাকে যদি ভ্রমণ করতেই হয়, COVID-19 এর জন্য পরীক্ষা করাতে এবং ফেরার পরে কোয়ারান্টাইনে থাকতে প্রস্তুত থাকুন।

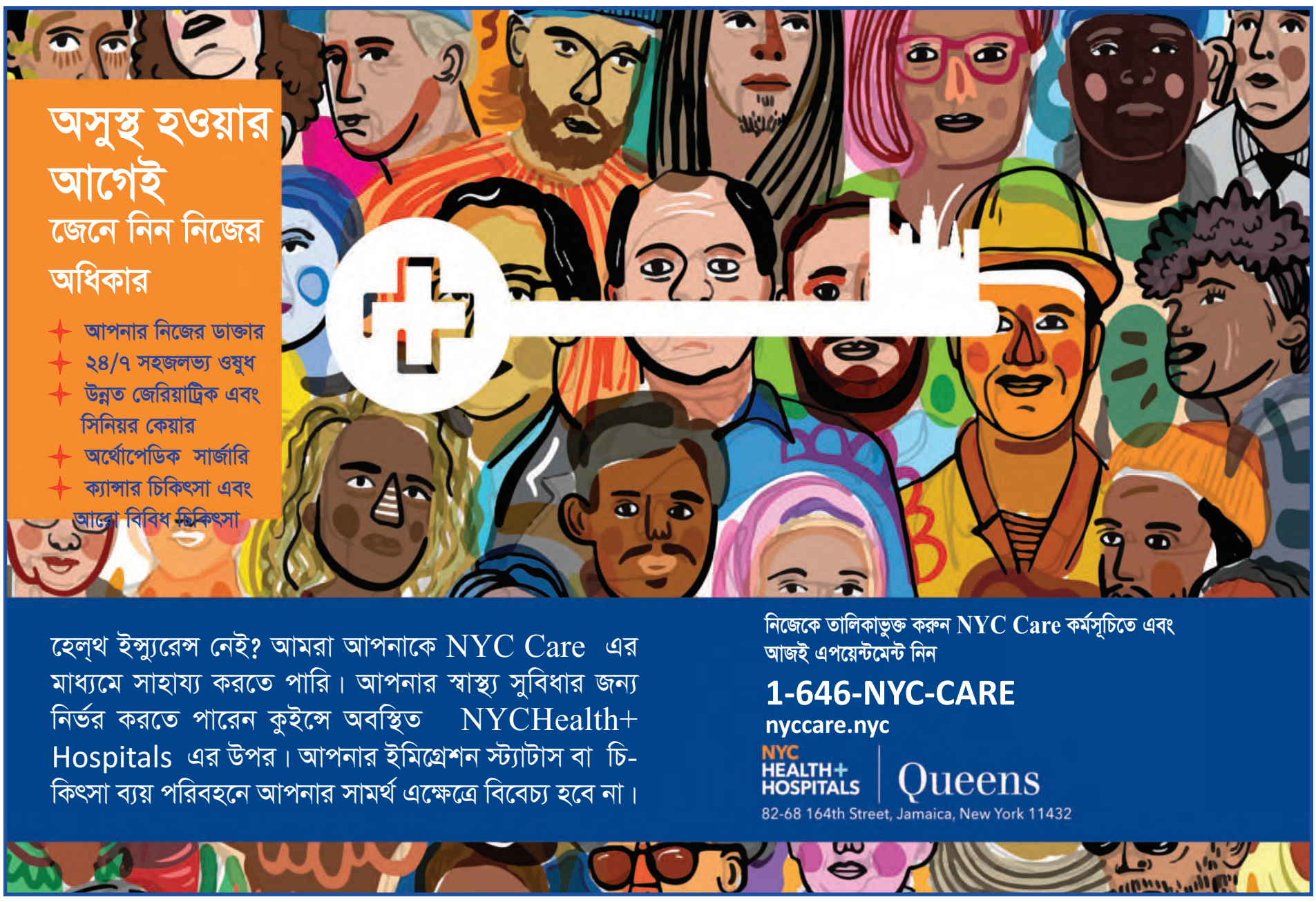
COVID-19 সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য
nyc.gov/health/coronavirus দেখুন।

NYS ভ্রমণ সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম তথ্যের জন্য
ny.gov/traveladvisory দেখুন।

NYC Health

Bill de Blasio
মেয়র

Dave A. Chokshi, MD, MSc
কমশিনার





আমরা আপনাদের জন্য এখানে রয়েছি

এমনকি অনির্দিষ্ট সময়েও, আমরা আপনাকে কভার করে রেখেছি।

আপনার পরিস্থিতি যাই হোক বা আপনার জীবনে যেকোন পরিবর্তনই হোক না কেন কোন অসুবিধা নেই, NY State of Health আপনাকে উচ্চ-গুণমান সম্পন্ন স্বাস্থ্য পরিচর্যা কভারেজ খুঁজতে সাহায্যের জন্য এখানে রয়েছে:

- বিনামূল্যের প্রতিরোধমূলক পরিচর্যা
- কম বা কোন প্রিমিয়াম নেই
- কম আনুষঙ্গিক খরচ

প্ল্যানগুলি তুলনা করার জন্য, আপনার খরচ কম করতে আর্থিক সহায়তার আবেদন করার জন্য, এবং আপনার জন্য উপযুক্ত প্ল্যানটি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বাস্থ্য বীমা সহায়কদের কাছ থেকে বিনামূল্যে সাহায্য পেতে ফোন করুন বা অনলাইনে যান।

1 জানুয়ারী, 2021 থেকে কভারেজ শুরু করার জন্য আপনার প্ল্যানটি খুঁজুন এবং 15 ডিসেম্বরের মধ্যে নথিভুক্তি করুন।

ফোন করুন: 1-855-355-5777
TTY: 1-800-662-1220

এই সাইটে দেখুন: nystateofhealth.ny.gov

nystateofhealth™
The Official Health Plan Marketplace

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

এর প্রধান শাখার

শুভ উদ্বোধন








JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

Most Popular Home Care Agency

CDPAP Service

HHA/ PCA Service

Skilled **Nursing**



প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING



BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115

JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com

Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

অভিবাসীদের অধিকার, কল্যাণ নিশ্চিতে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা : রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা



নিউইয়র্ক: "অভিবাসীগণের অধিকার, কল্যাণ ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন। তাদের বিরুদ্ধে 'ভীতিউদ্রেকী অপ-প্রচার', ঘৃণা, অসহিষ্ণুতা ও বৈষম্য যেভাবে বেড়ে চলেছে তা মোকাবিলায় বৈশ্বিক সংহতি গড়ে তোলা অপরিহার্য"এ গত ১ ডিসেম্বর 'নিরাপদ, নিয়মতান্ত্রিক ও নিয়মিত অভিবাসনের বৈশ্বিক কম্প্যাক্ট' এর উপর জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রথম দ্বি-বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত উচ্চ পর্যায়ের এক অনুষ্ঠানে প্রদত্ত প্যানেল বক্তব্যে একথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।

বৈশ্বিক অভিবাসন কম্প্যাক্ট গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা ও নিবিড় অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করে তিনি এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও সে প্রতিশ্রুতির পূনর্ব্যক্ত করেন। স্থায়ী প্রতিনিধি আরও বলেন, সুদৃঢ় এই প্রতিশ্রুতির কারণেই কম্প্যাক্টটি বাস্তবায়নে জাতিসংঘের অভিবাসন সংক্রান্ত নেটওয়ার্ক পরিচালিত 'চ্যাম্পিয়নস্ ইনিশিয়েটিভ'-এ যোগ দিয়েছে বাংলাদেশ।

কোভিড-১৯ অতিমারিতে চাকুরি হারানো, বেতন কর্তন ও সামাজিক সুরক্ষা অভাবের ফলে অভিবাসীগণ যে সকল ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছে তাতে আলোকপাত করেন তিনি। চলমান এসকল সঙ্কট মোকাবিলায় মহাসচিব তাঁর রিপোর্টে বাস্তবভিত্তিক যে সুপারিশমালা তুলে ধরেছেন তার প্রশংসা করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। করোনা অতিমারির শুরুতেই বাংলাদেশের সহ-নেতৃত্বে আনীত 'অভিবাসীদের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব' শীর্ষক যৌথ ইস্তেহারের বিষয়টি রিপোর্টে উল্লেখ করার জন্য মহাসচিবকে ধন্যবাদ জানান তিনি। উল্লেখ্য ইস্তেহারটি ১০৩টি দেশের সমর্থন অর্জন করে।

জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অংশীজনদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থেকে সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে 'ব্যাপকভিত্তিক ৩৬০ ডিগ্রী দৃষ্টিভঙ্গি'-কে সমর্থন জানিয়ে অভিবাসন ব্যবস্থাপনার পরিচালনা পদ্ধতির উন্নয়নে আরও বৈশ্বিক সহযোগিতার উপর জোর দেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। অভিবাসনের উন্নয়ন সম্ভাবনাগুলো কাজে লাগানোর আহ্বানও জানান তিনি। এজেন্ডা ২০৩০ এর সাথে অভিবাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলো সন্নিবেশিত করার জন্য জাতীয় সরকারসমূহ যে সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে তা এগিয়ে নিতে জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে তিনি অনুরোধ জানান। অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতায়ন, পূণ:দক্ষতায়ন ও উন্নত-দক্ষতায়নের জন্য আরও বেশি বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব এবং কোভিড পরবর্তী চাকুরি বাজারে 'নতুন স্বাভাবিক' পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে তাদের প্রয়োজনীয় তহবিল সহায়তা প্রদানের উপর জোর দেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি।

অনুষ্ঠানটির উদ্বোধনীতে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘ মহাসচিব ও আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থার মহাপরিচালক। এরপর অনুষ্ঠিত হয় উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল আলোচনা। ইভেন্টটিতে পর্তুগাল, গিনি বিসাও ও এলসালভেদর এর পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং কানাডা, মেক্সিকো, মরক্কো, ঘানা ও নেপাল এর স্থায়ী প্রতিনিধিসহ জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিনিধিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।
-প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

চাকরির বাজারে আবারও রাহুর পদচারণা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরুর পর থেকে প্রতিদিনই আমেরিকায় নতুন করে আক্রান্ড হচ্ছেন ২ লক্ষাধিক, মারা যাচ্ছেন আড়াই সহস্রাধিক এবং দ্রুত গতিতে হারিয়ে যাচ্ছে লাখ লাখ চাকরি। আমেরিকার শ্রম বিভাগ পরিবেশিত তথ্যানুযায়ী সদ্য সমাপ্ত নভেম্বরে আমেরিকায় মাত্র ২ লাখ ৪৫ হাজার নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে যা পূর্ববর্তী মাসের তুলনায় ৬ লাখ ১০ হাজার কম।

চাকরি হারিয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপট বিশেষণকালে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জেসন ফারম্যান সিএনএন বিজিনেসকে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ডিসেম্বর এবং জানুয়ারিতে করোনার বাড়াবাড়ির পাশাপাশি চাকরির বাজারেও বড় ধরনের ধস নামবে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেণ্য অধ্যাপক ফারম্যান আরও বলেন, যতদিন ব্যাপক পরিসরে কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন সহজলভ্য ততদিন আমেরিকার চাকরির বাজারের ধস অব্যাহত বাড়বে এবং কোটি কোটি শ্রমজীবী আমেরিকান বেকার হয়ে পড়বেন।

দুশ্চিন্তার সাগরে ভাসছেন বার-রেস্টুরেন্ট মালিকগণ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: করোনা দ্বিতীয় দফা সংক্রমণ পরিপ্রেক্ষিতে নভেম্বরের গোড়ার দিক থেকে বার এবং রেস্টুরেন্ট মালিকদের ভাগ্যাকাশে দুশ্চিন্ড়র মেঘ জমা হতে শুরু করে এবং বর্তমানে তা টর্নেডোয় পরিণত হচ্ছে। করোনার দ্রুত সংক্রমণ ঠেকাতে প্রায় সকল স্টেটের বার-রেস্টুরেন্টের উপর কার্ফিউ বা সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে এবং বর্তমানে সান্ধ্য আইনের সময় বাড়ানো হয়েছে।

ম্যাসাচুসেটসের সকল ধরনের খাবার দোকান রাত সাড়ে ৯টায় বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নিউ ইয়র্ক এবং ওহাইও পূর্ব আরোপিত সান্ধ্য আইনের সময় বাড়িয়েছে এবং রাত ১০টার পর সকল বার রেস্টুরেন্ট বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ওকলাহোমায় রাত ১১টার সকল বার-রেস্টুরেন্ট বন্ধ করার নতুন নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ভার্জিনিয়াতে রাত ১০ টার পর অ্যালকহল বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং রাত ১২টার পর সকল বার-রেস্টুরেন্ট বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ফ্লোরিডায় মোট আক্রান্ড়ের সংখ্যা ১০ লাখ ১৫ হাজার ছাড়িয়ে যাওয়ায় গভনর্র রন ডেসান্টিস বার-রেস্টুরেন্টের উপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

ক্যালিফোর্নিয়ায় মোট আক্রান্ড়ের সংখ্যা ১২ লাখ ছাড়িয়ে যাওয়ায় গভনর্র নিউজ্যাম ৫টি অঞ্চল-নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়া, বে এরিয়া, গ্রেটার স্যাক্রামেন্টা, সান যোয়াকুইন ভ্যালী এবং সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার উপর স্টে-অ্যাট হোম (গৃহে অবস্থান করুন) আদেশ জারি করেছেন।

রেস্টুরেন্ট মালিকদের বক্তব্যানুসারে প্রথম দফা করোনার আঘাতে ৬০% বার-রেস্টুরেন্ট চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেছে। এবার আর বাকিদের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নাও হতে পারে।



TIZARAH

★ Grocery
★ Flowers
★ Halal Meat

110-24 Merrick Blvd, Jamaica NY 11433

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

তিজারাহ্ গ্রোসারী এন্ড হালাল মিট

জ্যামাইকায়, ম্যারিক বুলেভার্ডে গ্রোসারীর জগতে এক ঐতিহ্যবাহী নাম

প্রতিদিনই সবকিছু ফ্রেশ

Tel: 631-791-3072

BEST PRICE GUARANTEE

DELIVERY AVAILABLE

এখানে সর্বদাই তাজা হালাল মাংস ও চিকেন পাওয়া যায়

প্রতি সপ্তাহে প্লেনে আনা তাজা মাছ পাওয়া যায়

এখানে পাবেন সকল প্রকার মশলা, বাংলাদেশী তাজা ও ফ্রোজেন মাছ,
টাটকা শাক-সবজি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রোসারী সামগ্রী

জাতিসংঘে বাংলাদেশ উত্থাপিত 'শান্তির সংস্কৃতি' রেজুলেশন পাশ

(শেষের পাতার পর)

উত্থাপিত 'শান্তির সংস্কৃতি' রেজুলেশনটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল বুধবার (২ ডিসেম্বর)। বাংলাদেশের পক্ষে রেজুলেশনটি সাধারণ পরিষদে উপস্থাপন করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। এসময় প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে কোভিড-১৯ অতিমারি সৃষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ কাটিয়ে উঠতে 'শান্তির সংস্কৃতি'-এর মহান বার্তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জাতিসংঘ সদস্যরাষ্ট্রসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রথমবারের সরকারের সময় ১৯৯৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে রেজুলেশনটি প্রথমবারের মতো গৃহীত হয়। এরপর থেকে প্রতিবছর বাংলাদেশ 'শান্তির সংস্কৃতি' রেজুলেশনটি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে উপস্থাপন এবং 'শান্তির সংস্কৃতি' বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের একটি ফোরামের আয়োজন করে আসছে। এবছরের ১০ সেপ্টেম্বর ভার্চুয়ালভাবে "শান্তির সংস্কৃতি: কোভিড-১৯ এর সময়ে পৃথিবীকে আবার ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনা" শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের ফোরামটি অনুষ্ঠিত হয়। কোভিড-১৯ সৃষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত সঙ্কট মোকাবিলার ক্ষেত্রেও যে শান্তির সংস্কৃতির প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে উচ্চ পর্যায়ের ঐ ফোরাম তারই স্বীকৃতি।

সর্বসম্মতিক্রমে রেজুলেশনটি গ্রহণ শান্তির সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের গভীর বিশ্বাস ও আস্থার বহি:প্রকাশ। রেজুলেশনটিকে উদারভাবে সমর্থন করার জন্য রাষ্ট্রদূত ফাতিমা সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন রেজুলেশনটির সার্বজনীনতার কারণেই আজ জাতিসংঘের প্রধান প্রধান কার্যাবলীতে 'শান্তির সংস্কৃতি' একটি প্রভাব সৃষ্টিকারী ধারণায় পরিণত হতে পেরেছে। রাষ্ট্রদূত ফাতিমা আরও বলেন, "দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে এটি একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত যা বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে জাতিসংঘ সনদের দায়বদ্ধতার পরিপূরক হিসেবেও ভূমিকা রেখে চলেছে"।

শান্তির সংস্কৃতিকে বাংলাদেশের জনকেন্দ্রিক জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। শিক্ষা, টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মানবাধিকার সুরক্ষা, পুরুষ ও নারীর সমতা, গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ, সহনশীলতা ও সংহতি বজায় রাখা, তথ্য ও জ্ঞানের অবাধ প্রবাহ এবং আন্তর্জাতিক



শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা -এই আটটি ক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক নীতি কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে 'শান্তির সংস্কৃতি' ধারণাটি পুরোপুরি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মর্মে জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

শান্তির সংস্কৃতি উন্নয়নে অপরিহার্য বিষয়সমূহ যেমন শান্তি, সহিষ্ণুতা, উদারতা, অন্তর্ভুক্তি ও পারস্পরিক সম্মান ইত্যাদি যাতে তরুন সমাজ ধারণ করতে পারে সেজন্য শান্তির শিক্ষা ও বৈশ্বিক নাগরিক হওয়ার শিক্ষার মাধ্যমে শান্তির সংস্কৃতি ও অহিংসার ধারণাটি এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ গৃহীত আন্ত:ধর্মীয় সম্প্রীতি বৃদ্ধি, সহিংস উগ্রবাদ দমন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাসহ বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচির উদাহরণ তুলে ধরেন তিনি।

রাষ্ট্রদূত ফাতিমা আরও বলেন, আমরা যেহেতু কোভিড-১৯ অতিমারির বিরুদ্ধে এবং পৃথিবীকে পূর্বের ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি; তাই আসুন, আমরা আমাদের জনগণের জন্য, বিশ্বের জন্য এবং উন্নত পৃথিবী বিনির্মাণের বাধা অপসারণের জন্য শান্তির সংস্কৃতি সম্পর্কিত ঘোষণা ও কর্মসূচির প্রতি পূন:প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই।

এবছর ১১০টি জাতিসংঘ সদস্যরাষ্ট্র বাংলাদেশের এই রেজুলেশনটিকে কো-স্পন্সর করে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশের স্থায়ী প্রতিনিধি/প্রতিনিধিগণ এটি গ্রহণের সময় বক্তব্য প্রদান করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



বাড়ির ভিতরে হোক বা বাইরে, আপনার মুখের আবরণ পরে থাকুন।

বাড়ির ভিতরে COVID-19 দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
আপনার মুখের আবরণ পরে থাকুন এবং বিস্তার রোধে সহায়তা করুন।

nyc.gov/health/coronavirus এ আরো জানুন।

NYC Health

Bill de Blasio
মেয়র

Dave A. Chokshi, MD, MSc
কমিশনার

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্তিতে তারকাদের অনুভূতি

বিনোদন ডেস্ক: সম্প্রতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পত্রপ্রকাশিত হল ২০১৯ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের বিজয়ীদের নাম। পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত সেরা কয়েকজন জানিয়েছেন তাদের অনুভূতির কথা। লিখেছেন- এফ আই দীপু, সোহেল আহসান ও হাসান সাইদুল



এ পুরস্কার আমাকে পূর্ণতা এনে দিয়েছে : সুচন্দা

(আজীবন সম্মাননাপ্রাপ্ত অভিনেত্রী)

অভিনয় কিংবা নির্মাণের জন্য অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছি। কিন্তু জীবনের এ পর্যায়ে এসে চলচ্চিত্রের জন্য সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে আজীবন সম্মাননা পাচ্ছি, এটা অবশ্যই গর্বের একটি বিষয়। আমি মনে করি এ পুরস্কার আমাকে পূর্ণতা এনে দিয়েছে। এর জন্য দর্শকের প্রতি ভালোবাসা রইল আমার। কারণ তারা যদি আমার ছবি আগ্রহ নিয়ে না দেখতেন, তাহলে হয়তো আজকের এ সম্মাননাপ্রাপ্তি পর্যন্ত আসতে পারতাম না। পাশাপাশি নির্মাতা, প্রযোজক ও সহশিল্পীদের প্রতিও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। একজন অভিনয়শিল্পী যতদিন কর্মক্ষম থাকেন ততদিনই তার অভিনয়ের ক্ষুধা থাকে। আমার ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু যখন নায়িকা হিসেবে অভিনয় করেছি, তখন আমাদের নিয়ে চরিত্র নির্মাণ করা হতো। এখন সেই কাজটি হচ্ছে না বলেই অভিনয় করছি না। একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি নির্মাণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছি অনেক আগেই। জহির রায়হানের 'বরফ গলা নদী' উপন্যাস অবলম্বনে এটি নির্মাণ করব। নানা ধরনের কাজের ব্যস্ততার কারণে শুরু করতে বিলম্ব হচ্ছে।



এবারের অনুষ্ঠান কীভাবে হবে বুঝতে পারছি না : সোহেল রানা

(আজীবন সম্মাননাপ্রাপ্ত অভিনেতা)

দর্শকদের জন্যই তো আমি আজকের সোহেল রানা। তাই এই প্রাপ্তি আমি তাদের প্রতি উৎসর্গ করলাম। ভালো তো লাগছেই। জীবিত থেকে এর আনন্দটাও উপভোগ করতে পারছি, এটাই বা কম কিসে। তবে মন্দ লাগাও আছে। এখন করোনার আতঙ্ক চারদিকে। আজীবন সম্মাননা পেয়েছি এ সংবাদ প্রকাশের পর আমার শুভাকাংখীরা বাসায় ভিড় জমাত নিশ্চয়ই। কিন্তু করোনার কারণে না বাইরে যেতে পারছি, না কাউকে আসতে দিতে পারছি। ঘরে বসেই আনন্দ উপভোগ করতে হবে। একটি বিষয়ে আমি সন্দিহান এবারের অনুষ্ঠান কীভাবে হবে বুঝতে পারছি না। অনুষ্ঠান হলে তো আমাকে যেতেই হবে। তবে এ নিয়ে আমার একটি ইচ্ছা আছে। আমি প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কারটি নিতে চাই। জানি না, অনুষ্ঠান হলেও করোনার কারণে প্রধানমন্ত্রী সশরীরে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পুরস্কার প্রদান করবেন কি না।



যে কোনো পুরস্কারই একজন শিল্পীকে উৎসাহী করে : তারিক আনাম খান

(সেরা অভিনেতা, ছবি : আবার বসন্ত)

কাজের স্বীকৃতি পেতে কার না ভালো লাগে। আমারও খুব ভালো লাগছে। একজন শিল্পীর জন্য এ পুরস্কার অনেক গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই, তবে এটি পেতেই হবে তা কিন্তু নয়। এ পুরস্কার পেলে শিল্পীর সার্থকতা হবে, আর না পেলে হবে না বিষয়টি এমন নয়। তবে যে কোনো পুরস্কারই একজন শিল্পীকে উৎসাহী করে। পুরস্কার পাওয়ার পর অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, আপনি যে ছবির জন্য পুরস্কার পেলেন তা আপনার বর্তমান বয়সের বিপরীতের চরিত্র। আসলে আমি তো কাজ করেছি নির্মাতার নির্দেশনা মোতাবেক। 'আবার বসন্ত' নামে এ ছবিতে পরিচালক অনন্য মামুন আমাকে যেভাবে দেখাতে চেয়েছেন আমি চেষ্টা করেছি সেভাবে অভিনয় করতে। কতটা পেরেছি তা দর্শক দেখেছেন। যারা জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জুড়ি বোর্ডে ছিলেন তাদেরও হয়তো ভালো লাগাতে আমাকে এ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার হচ্ছে ভালো কাজের স্বীকৃতি।



সব কিছুর ওপর গানকে প্রাধান্য দিয়েই চলছি : মমতাজ

(সেরা গায়িকা, গান : বাড়ির ওই পূর্বধারে, ছবি : মায়া দ্য লস্ট মাদার)

পুরস্কার সব সময়ই ভালোলাগা তৈরি করে। ভালো কাজের জন্য পুরস্কার পেলে পরবর্তী সময়ে আরও ভালো কাজের উৎসাহ তৈরি হয়। এ নিয়ে তিনবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা গায়িকা নির্বাচিত হলাম। ক্যারিয়ারে সফলতার হ্যাটট্রিক, বিষয়টি ভাবতেই ভালো লাগছে। সব কিছুর ওপর গানকে প্রাধান্য দিয়েই চলছি। যে ছবিতে গান গাওয়ার জন্য পুরস্কার পাচ্ছি সে ছবিটির গল্প ভিন্ন ঘরানার। মুক্তিযুদ্ধকে ভিত্তি করে এটি নির্মিত হয়েছে। ছবির পাশাপাশি গানটিও ভালো ছিল। কথা ও সুরের চমৎকার সমন্বয় ছিল। যার জন্য এ পুরস্কার পেলাম। যে গানের জন্য পুরস্কার পেলাম সে ধরনের গানই শ্রোতারা বেশি পছন্দ করেন। কিছুদিন আগেও সরকারি অনুদানে নির্মিত 'রাত জাগা ফুল' নামে একটি ছবিতে সুন্দর একটি গান গেয়েছি। আশা করছি সেই গানটিও শ্রোতাদের ভালো লাগবে।



স্বীকৃতি কাজের উৎসাহ বাড়িয়ে দেয় : জাহিদ হাসান

(সেরা খল অভিনেতা, ছবি : সাপলুডু)

এটি আমার তৃতীয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। প্রথমবার পেয়েছিলাম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে। আর পরের দুটি পেলাম খল চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। যে ক্যাটাগরিই হোক না কেন অভিনয়ের জন্য যে কোনো ধরনের পুরস্কার সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা জোগায়। শুধু অভিনয়ই নয়, যে কোনো স্বীকৃতিই কাজের উৎসাহ বাড়িয়ে দেয়। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই তাদের প্রতি, যাদের কারণে আমি আবারও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছি।



কাজের জন্য পুরস্কার পেলে কাজ করার উৎসাহ বেড়ে যায় : ফজলুর রহমান বাবু

(সেরা পার্শ্ব অভিনেতা, ছবি : ফাগুন হাওয়ায়)

যে কোনো পুরস্কারই আনন্দের। তবে সেটি যদি হয় রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে, তাহলে তো আনন্দটাও বেশি হয়। আমি অভিনয় করতে ভালোবাসি, এটাই আমার একমাত্র কাজ। সে কাজের জন্য পুরস্কার পেলে কাজ করার উৎসাহ বেড়ে যায়। চতুর্থবারের মতো জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছি। অভিনয় জীবনের এ পর্যায়ে এসে এ ধরনের স্বীকৃতি মনে দারুণ সুখানুভূতি তৈরি করে। দর্শক যদি আমার অভিনয় পছন্দ করেন, তাহলে সেটিই হবে আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া।

পরিবার ও শিক্ষকদের আমার প্রথম পুরস্কার উৎসর্গ করলাম : ঐশী

(সেরা গায়িকা, গান : মায়া রে, ছবি : মায়া দ্য লস্ট মাদার)

প্রথমবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্তিতে আমি আমার পরিবারের প্রতি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কারণ আমার ছোট দুই ভাই অনেক সেক্রিফাইস করেছে। সে সঙ্গে আজ আমি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে স্মরণ করছি আমার গানের শিক্ষক মো. শরীফ স্যার, হাফিজ উদ্দিন বাহার স্যার, সুজিত মোস্তফা স্যার এবং প্রয়াত শহীদ স্যার। তাদের কাছে আমি ঋণী, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। অবশ্যই আমার ভক্ত-শ্রোতা-দর্শকের প্রতিও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। সব সময় যারা আমাকে দিয়ে গান গাওয়ার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, গান গাইয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ সিনেমার পরিচালক মাসুদ পথিক ভাইকে; আমাকে এ গানটি গাইবার সুযোগ দেয়ার জন্য। আমার আজকের এ পুরস্কারপ্রাপ্তিতে একটি বিষয় বেশ স্পষ্ট হল, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সৎভাবেই বিচারকার্য পরিচালিত হয়। তা না হলে আমার হয়তো এ পুরস্কার পাওয়া হতো না। আমি আমার পরিবার এবং সব শিক্ষককে এ পুরস্কার মন থেকে উৎসর্গ করলাম।



এ যুদ্ধে আমি সফল হয়েছি : তানভীর তারেক

(সেরা সুরকার, গান : আমার মায়ের আঁচল, ছবি : মায়া দ্য লস্ট মাদার)

যেহেতু এ গানে বিজয়ের মাস, ভাষা আন্দোলনসহ দেশের নানা প্রাসঙ্গিক বিষয় উঠে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপট বলেই গানটি নিয়ে মনে মনে আমার একটা যুদ্ধ করার ইচ্ছা ছিল। সেই যুদ্ধে আমি সফল হয়েছি। আমার গর্বের বিষয় হচ্ছে, এটি অনেকেই রোমান্টিক গান বা অন্য কোনো ঘরানার গানের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত হন। কিন্তু আমি দেশের গানের সুর করার জন্য প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছি। এটাও সত্যি, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্তির পর পুরস্কারপ্রাপ্ত মানুষটার ফেলে আসা দিনের সংগ্রামী জীবনের গল্পের কথা শুনতে চায়। সে সময়টা এসেছে আমার। গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমার বাবাকে, প্রয়াত শ্রদ্ধেয় আইয়ুব বাচ্চু ভাইকে। বাচ্চু ভাইয়ের কারণেই সাউন্ডটেকের কর্ণধার সুলতান মাহমুদ বাবুল ভাই আমাকে অনেক কাজ করার সুযোগ দিয়েছিলেন। যে কারণে আমি আজকের তানভীর তারেক। তাই আমার এ পুরস্কার আমি বাবুল ভাইকেই উৎসর্গ করলাম।

শুটিংয়ের আগে টানা তিন মাস সার্ফিং অনুশীলন করেছি : সুনেরাহ

(সেরা অভিনেত্রী, ছবি : ন' ডরাই)

প্রথমে তো আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি। যারা ফোন করে বলেছেন তাদের বলেছি আমি আগে প্রজ্ঞাপন দেখি। তারপর বিশ্বাস করব। শেষে দেখলাম, বেশ ভালো লাগছে। খবরটা যখন শুনেছি সারা দিন অন্য একটি কাজে ব্যস্ত ছিলাম। জীবনের প্রথম রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, তাও সেরা অভিনেত্রী হিসেবে, কেমন যেন ঘোরের মধ্যে আছি। 'ন ডরাই' ছবিতে যখন কাজ করি তখন মনে হয়েছে ভালো কিছু হবে। হয়েছিলও তাই। কিন্তু তার জন্য আমিই সেরা হব, এটা ভাবিনি। পরিশ্রম অনেক হয়েছে। এতটাই হয়েছে যে, আমরা যারা ইউনিটে ছিলাম তারা ছাড়া অন্যরা বুঝতে পারবেন না। ছবিটা ছিল সার্ফিং নিয়ে। শুটিংয়ের আগে টানা ৩ মাস কক্সবাজারে আমরা সার্ফিংয়ের অনুশীলন করেছিলাম। স্থানীয় ভাষাও শিখতে হয়েছিল। এগুলো রপ্ত করার পর ক্যামেরার সামনে কাজ করাটা আমাদের কাছে অনেকটা সহজ হয়। কিন্তু দুটি কাজই ছিল সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং। বলা যায়, এই একটি ছবির জন্য আমার বা আমাদের যে পরিশ্রম হয়েছে সেটি কয়েকটি ছবিতে কাজ করার সমান। অনেক কিছু শিখেছি। স্বীকৃতিও পেয়েছি। এজন্য আমার পরিচালক, প্রযোজক, সর্বোপরি পুরো টিমের প্রতি কৃতজ্ঞতা। প্রথম ছবিতে স্বীকৃতি, দায়িত্ববোধ আরও বেড়ে গেল। ভবিষ্যতে যে কাজই করি না কেন, অন্তত প্রথমটিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো কাজ করার চেষ্টা করব। যদিও একটার সঙ্গে আরেকটার তুলনা করাটা বোকামি, তবু সব সময় নিজের সেরাটা দিয়েই কাজ করে যাব।

করোনায় আক্রান্ত আসাদুজ্জামান নূর, হাসপাতালে ভর্তি

বিনোদন ডেস্ক: সাবেক সংস্কৃতিমন্ত্রী ও প্রখ্যাত অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি রাজধানীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ। তিনি জানান, গত ৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে আসাদুজ্জামান নূরের কোভিড-১৯ পরীক্ষা ফল পজিটিভ এসেছে। তার শারীরিক সমস্যা নেই। তিনি যাতে ঝুঁকিমুক্ত থাকেন, সে কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আসাদুজ্জামান নূর নীলফামারী-২ আসনের সংসদ সদস্য। বর্তমানে তিনি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য।



চার বারের সংসদ সদস্য নূর ২০১৩ সালের শেখ হাসিনার সরকারে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও পালন করেছিলেন।

১৯৭২ সাল থেকে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনে সক্রিয় আসাদুজ্জামান নূর। এ পর্যন্ত দলের ১৫টি নাটকে ৬ শতাধিক বারেরও বেশি অভিনয় করেছেন তিনি; নির্দেশনা দিয়েছেন 'দেওয়ান গাজীর কিসসা' নাটকটি। তার অভিনীত টিভি নাটক 'কোথাও কেউ নেই' এর 'বাকের ভাই', 'এই সব দিনরাত্রি'র 'শফিক', 'অয়োময়' নাটকের 'ছোট মীর্জা', 'সবুজ ছায়া'-র 'ডাক্তার' চরিত্রগুলো দর্শক মহলে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

স্বামীর গোপন কথা ফাঁস করলেন প্রিয়াংকা



বিনোদন ডেস্ক: একসঙ্গে দুটো বছর কাটিয়ে ফেললেন বলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াংকা চোপড়া ও আমেরিকান পপ তারকা নিক জোনাস। মাত্র তিন দিন প্রিয়াংকার সঙ্গে দেখা করে নিজের মাকে গিয়ে নিক বলেছিলেন, জীবনের সেই বিশেষ একজনকে তিনি পেয়ে গিয়েছেন। এর ঠিক দু মাসের মাথায় অভিনেত্রীকে নিজের মনের কথা জানিয়েছিলেন তিনি। এরপরে ২০১৮-র ১ ও ২ ডিসেম্বর বিয়ে করেন প্রিয়াংকা ও নিক। দু'বছর একসঙ্গে থেকে বেডরুমে নিকের একটি বদ অভ্যাস সম্পর্কে জানতে পেরেছেন প্রিয়াংকা। সেই গোপন তথ্য নিজেই এক সংবাদমাধ্যমের কাছে ফাঁস করেছিলেন পিগি চপস। প্রিয়াংকা জানিয়েছিলেন, তিনি ঘুম থেকে ওঠার পরে তার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন নিক। মেকআপ হীন মুখে একটু ক্রিম আর মাসকারা লাগাতে চাইলে, প্রিয়াংকাকে সে সুযোগও দেন না নিক।

প্রিয়াংকা বলেছেন, এটা আসলে খুবই বিরক্তিকর। কিন্তু আমি ঘুম থেকে ওঠার পরে, ও জোর করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি বলি যে দাঁড়াও একটু মাশকারা আর ক্রিম লাগিয়ে নিতে দাও। এখন আমার চোখ মুখ আধা ঘুমন্ত অবস্থায়। কিন্তু ও তো .! বিরক্ত বোধ করলেও নিকের এই খুনসুটি পছন্দ করেন প্রিয়াংকা। তিনি বলেন, বিষয়টা খুব মিষ্টি। স্বামীর থেকে এটাই তো সকলে চায়। কিন্তু এটা একটু অদ্ভুত ও। কিন্তু ও তো বলতেই থাকে, আমায় তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দাও। তুমি তো এখনও ঘুম থেকেই ঠিক ভাবে ওঠোনি।

ফারহানাও আক্রান্ত করোনায়, স্ত্রীসহ হাসপাতালে ভর্তি ফারুক

বিনোদন ডেস্ক: এবার বর্ষীয়ান অভিনেতা ও সংসদ সদস্য আকবর হোসেন পাঠান ফারুকের স্ত্রী ফারহানাও করোনা আক্রান্ত হলেন। এর আগে মেয়েসহ ফারুক করোনা পজিটিভ ছিলেন। তবে ফারহানার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছিল। স্বামী-সন্তানের সেবা করতে গিয়ে নিজেও আক্রান্ত হলেন করোনায়। সম্প্রতি তার করোনা পরীক্ষা করা হলে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এদিকে, স্বামী এখনো করোনামুক্ত হননি। এখন দুজনই একসঙ্গে ভর্তি আছেন রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের করোনা ইউনিটে।



করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর ফারহানা নিজেই নিশ্চিত করেছেন। বলেন, আমার স্বাদ-ঘ্রাণ চলে যাওয়ায় করোনা টেস্ট করালে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। অন্য কোনো জটিলতা নেই। ফারুক ভালো আছেন, কিন্তু তার রিপোর্ট এখনো নেগেটিভ আসেনি। তাই আমরা দুজনেই হাসপাতালে ভর্তি আছি। আমাদের শারীরিক অবস্থা ভালো। সবাই দোয়া করবেন।

তবে এ পরিবারে সুখবর হলো, তাদের মেয়ে ফারিহা তাবাসসুম পাঠান তুলসির রিপোর্ট এখন নেগেটিভ। তাই তিনি বাসাতেই আছেন। গত ১৬ নভেম্বর চলচ্চিত্রের বরেণ্য অভিনয়শিল্পী ফারুকের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। করোনার সঙ্গে লড়াই করতে করতে সুস্থবোধ করায় ২৪ নভেম্বর তিনি বাসায় ফেরেন।

ক্ষমতা ছাড়ার পর ট্রাম্পের ঠিকানা

(৩ পাতার পর)

কোনো প্রেসিডেন্ট আর আসতে না পারে, সে জন্য তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর কোনো বিকল্প নেই। ডোনাল্ড ট্রাম্প গত ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজয় মেনে না নিয়ে এখনও ওই নির্বাচনে জালিয়াতি হয়েছে বলে যে দাবি করে যাচ্ছেন, সে সম্পর্কে মেরি ট্রাম্প তার সাক্ষাৎকারে বলেন, নির্বাচনের পর ট্রাম্প যা কিছু করেছেন তা তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পুরোপুরি মানানসই; কারণ তিনি কখনই আইনসম্মতভাবে বিজয়ী হতে পারেনি।

গত সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ পরিবারের কয়েকজনের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা করেন তার ভাতিজি মেরি ট্রাম্প। এতে তিনি উত্তরাধিকারী হিসেবে তার প্রাপ্য হাজার হাজার মিলিয়ন ডলারের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ করেন।

এদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প গত চার বছর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনের সময় এমন কিছু আইন লঙ্ঘনকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন, যার ফলে তার বিচারের মুখোমুখি হওয়ার কথা। কিন্তু দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আইনি সুরক্ষা ভোগ করছেন তিনি। তবে ক্ষমতা হারানোর পর যখন আইনি সুরক্ষা থাকবে না, তখন আমেরিকার বিচার বিভাগ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে বলে দেশটিতে জোর গুঞ্জন চলছে।

প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুতির আহবান

(শেষের পাতার পর)

ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। পাশাপাশি কোন কোন মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের পক্ষে দলের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাংচুরের ঘটনায় প্রতিশোধ নিতে সকলকে প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

ড. সিদ্দিকুর রহমান শনিবার (৫ ডিসেম্বর) প্রদত্ত তার ফেসবুক বিবৃতিতে দলীয় নেতা-কর্মী সহ প্রবাসী বাংলাদেশীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'সকলের নিকট বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি দয়া করে ক্ষত বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের ছবিটি আর ফেসবুকে সট্যাটাসের সাথে দিবেন না। প্রস্তুতি নেন, প্রতিশোধ নেওয়ার।' এছাড়াও ফেসবুক বিবৃতিতে ড. সিদ্দিক আরো বলেন, 'অনতিবিলম্বে ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত যাতে করে আর কেহ সাহস না পায়।' তিনি বলেন, 'কারো ফতোয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেনি। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দেশ স্বাধীন হয়েছে তাই তাঁর 'ভাস্কর্য' বাংলার মাটিতে থাকবে। এ ব্যাপারে কোন ধরনের আপোস জনগন মানবেনা।'

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া এনাম এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, 'যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক সামাদ আজাদ কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তার মোড়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মাণাধীন ভাস্কর্য ভাংচুরের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অনতিবিলম্বে দুস্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি দাবি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের।'

অপরদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ভাস্কর্য ভাংচুরের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সর্বস্তরের নেতা-কর্মী তাদের ফেসবুক পেজে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ঘটনার তীব্র নিন্দা, প্রতিবাদ এবং ঘটনার সাথে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ, প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া এনাম, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক মিসবাহ আহমেদ, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক ফরিদ আলম, প্রবাস বিষয়ক সম্পাদক সোলায়মান আলী, খান শওকত, নূরুন নাহার গিনি, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা সেবুল মিয়া, ইফজাল আহমেদ চৌধুরী, রহিমুজ্জামান সুমন, শ্রমিক লীগ নেতা মনজুর চৌধুরী প্রমুখ।

আবারও হেলাল শেখ প্রার্থী

(শেষের পাতার পর)

বছরে অর্থাৎ ২০২১ সালের ২২ জুন এই আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তিনি ইতিপূর্বে এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ছাড়াও নিউইয়র্ক সিটির প্রথম বাংলাদেশী-আমেরিকান হিসেবে পাবলিক এডভোকেট পদেও নির্বাচন করে পরাজিত হন। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্ক সিটির ওজনপার্ক রোববার (৬ ডিসেম্বর) দুপুরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে হেলাল শেখ তার প্রার্থীতার কথা ঘোষণা করেন। এসময় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও নেতৃবৃন্দ সহ মূলধারার একাধিক রাজনীতিক উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে হেলাল শেখ তার প্রার্থীতার কথা ঘোষণা করে বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিটির সেবায় কাজ করছি। ইতিপূর্বে সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট ৩২ আসনে নির্বাচন করে অল্প ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছি। সিটির পাবলিক এডভোকেট পদেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি। আমার বিশ্বাস সবাই মিলে কাজ করলে আমরা এই আসনে জয়ী হবো। তিনি বলেন, বড় পরিসরে কাজ করার জন্য পদ লাগে। তাই কমিউনিটি সহ অন্যান্যের কথা বিবেচনা করে আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

পরে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব অমেরিকার সাবেক সভাপতি বদরুল হোসেন খান সহ কমিউনিটি এবং মূলধারার নেতৃবৃন্দ হেলাল শেখের সমর্থনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • ব্রেইন ইনজুরি • এলিভেটর একসিডেন্ট • স্কুল লায়াবিলিটি • খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • বার্ণ ইনজুরি • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা • পিছলে পড়ে গেলে • লেড পয়জনিং • কুকুর কামড়ালে • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্‌স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রঙ্কস
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
গ্রুপ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সাবওয়ে-এর অর্ধরুক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

INSURANCE
New/ Renewal

❖ AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
❖ FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
❖ COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY.
❖ CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.



BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED

TDS Insurance Brokerage Corp.
Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311

BROOKLYN OFFICE
118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

মুসলিম বিজ্ঞানী হত্যার

(৪ পাতার পর)

সক্ষম হন। ১৯৬৭ সালে মিসরের শীর্ষস্থানীয় পরমাণু বিজ্ঞানী ড. আমির নাজিব গুপ্তঘাতকের হাতে যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েটে নিহত হন। সামরিক অভিযানে পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহারের লক্ষ্যে তিনি বেশ কয়েকটি সফল পরীক্ষা পরিচালনা করেছেন।

১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে অজ্ঞাত আততায়ী মিসরীয় বিজ্ঞানী সাঈদ আল বুদায়েরকে আলেকজান্দ্রিয়ার বাসভবনে গুলি করে হত্যা করে। মাইক্রোওয়েভ ফিল্ডে তিনি বেশ কয়েকটি অগ্রবর্তী থিওরি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন। এসব হত্যাকান্ড মুসলমানদের পারমাণবিক অস্ত্র প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত রাখার ইহুদিবাদী কৌশলের অংশবিশেষ মাত্র। ইসরাইল ছাড়া যেন আর কারো হাতে পরমাণু অস্ত্র না থাকে এবং মধ্যপ্রাচ্যে যেন ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি না হয়– এটাই ইহুদিবাদীদের টার্গেট। পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তিতে (এনপিটি) ১৮৯টি রাষ্ট্র স্বাক্ষর করলেও আজ পর্যন্ত ইসরাইল এ চুক্তি মেনে নেয়নি। ইসরাইলকে এনপিটিতে যোগ দেয়ার জন্য কিংবা তার পরমাণু অস্ত্রের ধ্বংসের জন্য যুক্তরাষ্ট্র কোনো চাপ প্রয়োগ করেনি। আমেরিকান নেতাদের এ 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড' বিশ্বে তাদের গ্রহণযোগ্যতাকে গুরুতর প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। আরব গোয়েন্দাদের হাতে মধ্যপ্রাচ্যে কোনো ইহুদি বিজ্ঞানী মারা গেলে দুনিয়াজুড়ে কী তুলকালাম কান্ড ঘটত, আমরা কি তা কল্পনা করতে পারি? খোদ আরব দেশের রাজা-বাদশাহরাও এটাকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বলে চিৎকার দিয়ে উঠতেন। পশ্চিমা বিশ্ব এভাবে ইহুদিদের মাধ্যমে মুসলমানদের সৃজনশীল মেধাকে নিঃশেষিত করার বর্ণবাদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছে। মার্কিন-ইসরাইলি গুপ্তঘাতক স্কোয়াডের হাত থেকে মুসলিম বিজ্ঞানীদের রক্ষার দায়িত্ব কে নেবে? এ মুহূর্তে এটাই বড় প্রশ্ন। যুক্তরাষ্ট্র মুখে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, আইনের শাসন, সহিষ্ণুতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বললেও বাস্তবে তার প্রমাণ কোথায়? আফগানিস্তান ও ইরাক দখল তাদের আগ্রাসী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। গুয়ান্তানামো ঘাঁটিতে বীভৎস কায়দায় বন্দী নির্যাতন আর পবিত্র কুরআনের অবমাননা তাদের চরম অসহিষ্ণু মনোবৃত্তির পরিচয় বহন করে। পাকিস্তান ও ইরানের সার্বভৌমত্ব যখন আমেরিকান হুমকির মুখে, এ মুহূর্তে ওআইসি এগিয়ে আসতে পারছে না আগ্রাসন প্রতিরোধের সংগ্রামে মুসলিম বিশ্বের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে। মনে রাখা দরকার, সন্ত্রাসের মূল উৎস খুঁজে বের করে তা রুখে দেয়া পথে অগ্রসর হলেই সন্ত্রাস বন্ধ হতে বাধ্য। হামলা ও আগ্রাসন সন্ত্রাসকে অনেক বৃদ্ধি করবে। বুকে বোমা বেঁধে যারা প্রাণ দেয়, তাদের মনের দুঃখের খবর রাখে কে?

ইহুদিদের সর্বশেষ ষড়যন্ত্রের শিকার ড. আফিয়া সিদ্দিকা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্নায়ুবিজ্ঞানী। অসামান্য ধীসম্পন্ন পিএইচডিধারী এ মহিলার সম্মানসূচক ডিগ্রি ও সার্টিফিকেট রয়েছে প্রায় ১৪৪টি। যুক্তরাষ্ট্রের ব্রান্ডেইস বিশ্ববিদ্যালয় তাকে নিউরোলজি বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়েছে। আফিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নায়ুবিজ্ঞানে পড়ালেখা ও উচ্চতর গবেষণা করেন। তিনি হাফেজে কুরআন ও আলিমা। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে পারদর্শিণী এ মহিলা অত্যন্ত দ্বীনদার ও পরহেজগার। ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি রয়েছে তার সুদৃঢ় কমিটমেন্ট। আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আল কায়েদার সাথে যোগাযোগ থাকার অভিযোগে ২০০৩ সালে ড. আফিয়াকে তার তিন সন্তান আহমদ, সুলায়মান ও মরিয়মসহ করাচির রাস্তা থেকে অপহরণ করে নেয়। পাকিস্তানের কোনো কারাগারে না রেখে এবং পাকিস্তানী আদালতে উপস্থাপন না করে তাকে আফগানিস্তানের বাগরাম সামরিক ঘাঁটিতে বন্দী করে রাখা হয়। এরপর চলে তার ওপর শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন। বাগরামে কুখ্যাত আমেরিকান কারাগার থেকে ছাড়া পাওয়া ব্যক্তিরা বলেছেন, 'নির্যাতনের সময় একজন নারী বন্দীর আর্তচিৎকার অন্য বন্দীদের সহ্য করা কষ্টকর ছিল। ওই নারীর ওপর নির্যাতন বন্ধ করতে অন্য বন্দীরা অনশন পর্যন্ত করেছিলেন।

ড. আফিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, তাকে গ্রেফতারের সময় তার সাথে থাকা হাতব্যাগ তল্লাশি করে আমেরিকান স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনাসংবলিত কাগজপত্র, গজনীর মানচিত্র, রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির নিয়ম ও রেডিওলজিক্যাল এজেন্ট সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়। ব্রিটেনের দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট পত্রিকার প্রখ্যাত সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক বলেছিলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের ব্রান্ডেইস বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডিধারী একজন পাকিস্তানী-আমেরিকান তার হাতব্যাগে করে আমেরিকান স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনা নিয়ে ঘুরছেন– এ কথা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য?'

ইহুদিরা মানবতার শত্রু, কুচক্রী, চুক্তি ভঙ্গকারী ও বিশ্বাসঘাতক। তাদের রক্তের কণায় কণায় ইসলামবিদ্বেষ। ইহুদিরা অর্থ ও সুন্দরী ললনা দিয়ে প্রতিপক্ষকে বশে আনে। ওরা মুসলমানদের কোনো দিন আপন মনে করেনি, আগামী দিনেও করবে না। তাদের দলভুক্ত হলে ভিন্ন কথা। 'হে মুমিনরা! ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।' 'আপনি (হে রাসূল!) সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রুরূপে ইহুদি ও মুশরিকদের পাবেন।' পবিত্র কুরআনের এ পরম হুঁশিয়ারি অবজ্ঞা করলে উম্মাহর ওপর বিপদ অনিবার্য। মুসলমানদের অন্যায়প্রীতি আল্লাহ তায়ালার গজব ডেকে নিয়ে আসবে। এখনই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানচর্চায় মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় নিতে হবে সমন্বিত ও চৌকস কর্মপ্রয়াস।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও গবেষক

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা
ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ শায়েখ মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning • Reflecting • Celebrating

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

মূর্তি ভাঙার কালচার এবং কুষ্টিয়ার ঘটনা



আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

বাংলাদেশের ইসলামী মৌলবাদীদের সঙ্গে আমি একটা ব্যাপারে এখন সহমত পোষণ করি। ভাস্কর্য ও মূর্তি অভিন্ন। কোনো ভিন্ন ব্যাপার নয়। দুই দিন আগেও আমি মনে করতাম, যেসব মূর্তি পূজার জন্য তৈরি হয় না সেগুলো ভাস্কর্য। আর পূজার জন্য যেগুলো তৈরি হয় সেগুলো মূর্তি। কলকাতার পন্ডিত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার (বাগবাজার) আমার ভুলটি ভেঙেছেন। তিনি আমার লেখা পড়ে লিখেছেন, 'ভাস্কর্য আর মূর্তি একই কথা। তোমরা মৌলবাদীদের মুখোমুখি মোকাবিলা করতে চাও না বলে ভাস্কর্য কথাটির কৌশলের আড়ালে আত্মরক্ষা করতে চাও। সত্যকে সত্য বলে মানো এবং মৌলবাদীদের মোকাবিলা করো। তাহলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না।'

আমি আমার প্রিয় যতীনদার এই কথাটা মেনে নিচ্ছি। ভাস্কর্য ও মূর্তি অভিন্ন কথা; কিন্তু মূর্তি আর দেবতা এক কথা নয়। পূজা করার উদ্দেশ্যে যে মূর্তি বানানো হয় তা দেবমূর্তি বা দেবীমূর্তি। আর শহরের সৌন্দর্য বাড়ানো অথবা কোনো মহাপুরুষের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য যে মূর্তি বানানো হয় তা সাধারণ মূর্তি। সারা উপমহাদেশে অতীতের রাজা-বাদশাদের এরকম অসংখ্য মূর্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেগুলোকে কেউ পূজা করে না। অধিকাংশের যত্ন, সংরক্ষণের ব্যবস্থাও নেই। সম্রাট কনিস্কের মূর্তি থেকে কবে কারা তার মাথাটি ভেঙে ফেলেছে। ইতিহাসে সেই মুন্ডহীন সম্রাটের মূর্তির ছবি আমরা দেখি। তার কাহিনি পাঠ করি।

তুরস্কের রাজধানী ও বিভিন্ন শহরে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের বিশাল মূর্তি। সেই মূর্তি কেউ পূজা করে না। ইরানের রাজধানী তেহরানে রাজা রেজা শাহ পাহলভীর বিশাল মূর্তি ছিল। সেটা বহু বছর পর ভাঙা হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। বাগদাদে প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের বিশাল মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। ইরাকের আলেম সমাজ তাতে আপত্তি করেনি। পরে আমেরিকানরা বাগদাদ দখল করার পর সেই মূর্তি ভেঙেছে। রাজনৈতিক কারণে ভেঙেছে। কোনো ধর্মীয় কারণে নয়। পোলান্ডের রাজধানী ওয়ারশতে লেলিনের ২২ ফুট উঁচু বিশাল মূর্তি ছিল। কমিউনিস্ট সরকারের পতনের পর সেই মূর্তি মার্কিন সিআইএর এজেন্টরা ভেঙে ফেলেছিল। লেলিনের মূর্তিও ওয়ারশতে ভাঙা হয়েছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। কোনো ধর্মীয় কারণে নয়।

বাংলাদেশে এখন হেফাজতিরা যে মূর্তিবিরোধী অভিযানে নেমেছে তা রাজনৈতিক কারণে। কোনো ধর্মীয় কারণে নয়। হেফাজতের প্রতিষ্ঠাতা আমিরের মৃত্যুর পর নতুন আমির হয়েছেন আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী। তিনি আগে থেকেই উগ্রপন্থি হিসেবে পরিচিত। তিনি সাবেক আমির আল্লামা শফির মতো মধ্যপন্থি এবং জামায়াতবিরোধী নন। বরং উগ্রবাদী এবং জামায়াতপন্থি। তার নেতৃত্বে উগ্রবাদীরা হেফাজত দখল করার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর মূর্তি প্রতিষ্ঠাকে ইস্যু করে সরকারবিরোধী কট্টর জনমত তৈরি করার চেষ্টা করছেন। এটার পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। কোনো ধর্মীয় কারণ এর পেছনে নেই।



খবরটা কতটা সত্য এখন পর্যন্ত জানি না। হেফাজতিরা দেশ থেকে সব মূর্তি উৎখাত করা হবে–এই হুমকি দিয়ে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন গরম করে তোলার পর স্বাধীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষের সাংস্কৃতিক ও যুব-জনতা যখন তাদের হুমকির জবাবে মাঠে নেমেছে তখন তারা নাকি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে বসার আর্জি পেশ করেছেন। খবরটা সঠিক হলে বলব, তাদের মূর্তিসম্পর্কিত বক্তব্য সত্য ও ধর্মভিত্তিক হলে তারা হুমকি দেওয়ার বদলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আগে আলোচনার জন্য বৈঠকে বসতেন। তা না করে হুংকার দিয়ে মাঠে নেমে প্রতিপক্ষ প্রগতির শিবির অতীতের শাহবাগ চত্বরের মতো প্রস্তুত দেখে এখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসে মুখ বাঁচাতে চাইছেন। তাদের মূর্তিবিরোধী অভিযান যে ধর্মীয় কারণে নয়, বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত–তা এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

বিএনপি চরিত্রগতভাবে সাম্প্রদায়িক, জামায়াত ধর্মান্ধ এবং আন্তর্জাতিকভাবে সন্ত্রাসী দল হিসেবে পরিচিত। আল্লামা শফির নেতৃত্বে হেফাজত ছিল একটি ধর্মীয় দল। বাবুনগরীর নেতৃত্বে এটিও ধর্মান্ধ দলে পরিণত হতে যাচ্ছে। ফলে এদের মধ্যে মিলনটা স্বাভাবিক। সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার মতো এদের হাতে কোনো ইস্যু নেই। জনসাধারণের কাছে তাদের কোনো ক্রেডিবিলিটিও নেই। বিএনপি সম্প্রতি দেশে সরকারবিরোধী প্রতিবাদ দিবস ডেকে দেখেছে, মাঠের একটি ঘাসও তাতে সাড়া দেয় না। তাই ভাস্কর্য বা মূর্তি নিয়ে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের মনে এই উত্তেজনা সৃষ্টি করে সেটিকে সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে দাঁড় করানোর এই অপচেষ্টা। এই উত্তেজনাকে গোলযোগে পরিণত করার জন্য তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাত্তরের এক শহিদের মূর্তির ক্ষতি করেছে। আরো খবর পেয়েছি, কুষ্টিয়াতে তারা বঙ্গবন্ধুর মূর্তির ক্ষতি করেছে। জনতা জাগ্রত হতেই এখন তারা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসে আত্মরক্ষা করতে চাইছে।

নইলে এই হেফাজতিরাও জানেন, মূর্তি আর দেবদেবীর মূর্তি এক কথা নয়। ইসলাম যেমন পূজার জন্য দেবদেবীর মূর্তি তৈরি নিষেধ করেছে, তেমনি ছবি তৈরিও নিষেধ করেছিল; কিন্তু এখন রাজরাজড়ার ছবিতে সব মুসলিম দেশ, এমনকি সৌদি আরবও সয়লাব। টাকার নোটে সৌদি বাদশার ছবি। ঘরে ঘরে তার ছবি। এগুলো পূজা করার উদ্দেশ্যে তোলা ছবি নয়। সুতরাং কোনো মুসলিম দেশেই তা নিষিদ্ধ নয়। নিষিদ্ধ নয় সাধারণ মূর্তি নির্মাণও। মানুষের মূর্তি ও দেবতার মূর্তির মধ্যে পার্থক্য আকাশ-পাতাল।

লন্ডনের রাস্তাতো বড় বড় বীর ও নেতাদের মূর্তিতে ভর্তি। কই, যে লাখ লাখ মুসলমান ব্রিটেনে বসবাস করেন, তাতে তাদের কেউ বলেননি তাদের ইমান-আমান কোনোভাবে নষ্ট হয়েছে। দোহা, কুয়েত বা কাতারে যেতে তাদের বিমানবন্দরে নামলে দেখা যাবে, বিমানবন্দর থেকে রাজধানী শহরে পৌঁছা পর্যন্ত শাসক শেখ বা সুলতানের লাইফ সাইজ ছবি (অনেকটা মূর্তির মতোই), রাস্তার দুই পাশে দাঁড় করানো। তা নিয়ে সেদেশের আলেমউলেমারা কোনো কথা বলেছেন বলে শুনিনি। মনে হয় ইসলামের সোল এজেন্সি নিয়েছেন বাংলাদেশের জামায়াতি ও হেফাজতি আলেমরা।

একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, বিশ্বের বহু দেশে মূর্তি ভাঙার যে কালচার গড়ে উঠেছে, তার উদ্দেশ্য ধর্মীয় নয়, তা স্পষ্টভাবে রাজনৈতিক। যে কোনো ধর্ম ও তত্ত্বের উগ্রবাদীরাই তাদের ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপ শুরু করেন মূর্তি ও স্থাপত্য ভাঙা দ্বারা। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদারেরা তাদের গণহত্যা শুরু করেছিল একুশের ভাষাশহিদদের স্মরণে নির্মিত শহিদ মিনার গোলাবর্ষণ করে ভাঙার দ্বারা। জামায়াতিরা এই শহিদ মিনারকেও পৌত্তলিকতা বলে নিন্দা করেছিল। পঞ্চশের দশকের গোড়ায় যখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি উগ্রপন্থিরা দখল করে তখন তারা মার্কসবাদকে বিকৃত করে ফতোয়া দেয় বুর্জোয়াদের সব মূর্তি ভেঙে ফেলতে হবে। তদনুযায়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হারডাঙা হলে স্থাপিত বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ মনীষীর এমনকি রবীন্দ্রনাথের মূর্তি তারা ভেঙে ফেলে। কমিউনিস্টদের এই কার্যকলাপকে তখন অনেকে 'ভারতে সভ্যতার সংকট' আখ্যা দিয়েছিলেন। অবশ্য এই সংকট ভারত তথা পশ্চিবঙ্গ এখন কাটিয়ে উঠেছে। মনীষীদের মূর্তিগুলো পুনঃ স্থপিত হয়েছে। পরাজিত হয়েছে উগ্রপন্থি কমিউনিস্টরা। তাদের হিংসাত্মক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে।

বাংলাদেশেও উগ্রপন্থি মৌলবাদীরা সাময়িকভাবে হলেও সভ্যতার সংকট সৃষ্টি করতে চাইছেন খুবই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাত্তরের শহিদ মধুসূদন দের মূর্তি ভেঙে তারা ধর্মের বিধানকে সম্মান দেখাননি। তাদের অজ্ঞতা অন্ধত্বের যেমন পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি একাত্তরের মহান যুদ্ধকেও অসম্মাননা করেছেন। মধুসূদন দে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধশতকের ছাত্র-শিক্ষকের প্রিয় মধুদা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই মধুদার স্মৃতি জড়িত। মূর্তির ক্ষতি করে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি তার স্মৃতি নষ্ট করতে পারবে না।

কুষ্টিয়ায় জাতির পিতার নির্মীয়মাণ মূর্তির ক্ষতি করার ধৃষ্টতা যারা দেখিয়েছে, তাদের সেই ধৃষ্টতা ক্ষমার যোগ্য নয়। তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। নইলে আজ তারা বঙ্গবন্ধুর মূর্তিতে হাত দিয়েছে, কাল তার আদর্শ উত্পাটনের কাজে হাত দেবে।

আওয়ামী লীগ নেতাদের আমি শুধু একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিই। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। তার সমাপ্তির যুদ্ধ এখন সামনে এসেছে। স্বাধীনতার পক্ষের সব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে তারা যদি একাত্তরের মতো আবার রুখে না দাঁড়ান, তাহলে বিরাট ভুল করবেন।

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!
এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত
ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক
Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.
37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-
Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইনের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস



নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল
২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ
সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়
Emirates السعودية SAUDIA الاتحاد ETIHAD
KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS
37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com







দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice



Sheikh Salim
Attorney at Law

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে **(Loan Modification)** ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে **(Foreclosure)** ফ্রি সহায়তা
- আরইও **(REO)** বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর **(Taxlien)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের **(Short Sale)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ **(Mix Use)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

---

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড
কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রির্টান নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত



EAKUB A KHAN CPA PC

Certified public accountant in Queens, New York
7535 31st Ave #206a, East Elmhurst, NY 11370

Hours:
Open · Closes 6PM
Phone: (718) 424-6300

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষেনড়ৎড়ঁময় জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎন্ু, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।



Southeast USA Group Inc.
74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver
Attorney at Law
(917) 533-1033

Perry D. Silver
ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW
IN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK

Nazmul Chowdhury
Assistant to Mr. Silver
(917) 533-0287

Office: 212.661.8400
60 East 42nd Street, Suite 2212, New York, NY 10165 • Fax: 212.661.1242

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

তড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



* স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
* জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
* মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
* Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্স ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

ম্যারাডোনার চিকিৎসকের বাড়িতে

(প্রথম পাতার পর)

ম্যারাডোনার চিকিৎসায় কোন অবহেলা ঘটেছিল কিনা- পুলিশ তা বের করার চেষ্টা করছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চার দিন আগে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনোস আইরেসের কাছে তার নিজ বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান দিয়েগো ম্যারাডোনা। তার বয়স হয়েছিল ৬০। ম্যারাডোনাকে কি ওষুধ দেওয়া হচ্ছিল- তা তার দুই মেয়ে জানতে চেয়েছিলেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

এর আগে নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে ম্যারাডোনার মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাঁধার কারণে এক সফল অস্ত্রোপচার করা হয়। এর পর তার অ্যালকোহল পানের ওপর নির্ভরশীলতা কাটানোর জন্য চিকিৎসা শুরু হওয়ার কথা ছিল।

ম্যারাডোনাকে বিশ্ব ফুটবলের সেরা তারকাদের একজন বলে গণ্য করা হয়। ১৯৮৬ সালে তার নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপের শিরোপা জেতে।

এই কিংবদন্তীর মৃত্যুতে আর্জেন্টিনায় যে রকম শোকের দৃশ্য দেখা গেছে, তা ছিল অভূতপূর্ব। তাকে সমাহিত করার আগে সারাদিন রাজধানী বুয়েনোস আইরেসের রাস্তায় হাজার-হাজার মানুষ জড়ো হয়ে ম্যারাডোনার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য হাজার হাজার মানুষ প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে আসলে একপর্যায়ে মানুষের সারি এক কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ হয়।

শোকার্ত মানুষ যখন কফিনের কাছে আসতে চেয়েছিল তখন তাদের সামাল দিতে পুলিশকে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছে। এ সময় পুলিশ টিয়ার গ্যাস এবং রাবার বুলেট ছুঁড়েছে। একপর্যায়ে ম্যারাডোনার কফিন জনসম্মুখে যে জায়গায় রাখা হয়েছিল সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

এরপর মোটর শোভাযাত্রায় ম্যারাডোনার মরদেহ বুয়েনোস আইরেস শহরের উপকণ্ঠে বেল্লা ভিস্তায় কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মা-বাবার কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়।

প্রচারণায় প্রার্থীরা

(শেষের পাতার পর)

২ ফেব্রুয়ারী। সিটির কাউন্সিলের বিশেষ এই নির্বাচন অর্থাৎ র‍্যাকড-চয়েজ ইলেকশনে একজন ভোটার তার পছন্দের প্রথম ৫জন প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। আর প্রার্থীদের মধ্যে যিনি সর্বোচ্চ ভোট পাবেন তিনিই নির্বাচিত হবেন। আর এই সুযোগে একাধিক প্রার্থী এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। এই নির্বাচনে ৪ বাংলাদেশীসহ মোট ১১ প্রার্থী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ এর বর্তমান কাউন্সিলম্যান ররি লেন্সম্যান পদত্যাগ করায় পদটি শূন্য হয়েছে বলে ঐ আসনে বিশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এদিকে এই নির্বাচন ঘিরে কমিউনিটিতে সম্ভাব্য প্রার্থীদের প্রচারণা শুরু হয়ে গেছে। নির্বাচনে একাধিক বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত প্রার্থীর পাশাপাশি আমেরিকান, সাউথ এশিয়ান প্রার্থীর রয়েছেন। ফলে জমে উঠছে এই নির্বাচন।

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ এর বিশেষ নির্বাচনে বাংলাদেশী কমিউনিটি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ডেমোক্র্যাট দলীয় মুজিব-উর রহমান, ড. দিলীপ নাথ, এটর্নী সোমা সাঈদ ও মৌমিতা আহমেদ। অপরদিকে ভারতীয় কমিউনিটি থেকে কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক ডিষ্ট্রিক্ট লিডার নিতা জৈন ও দীপ্তি শর্মা ছাড়াও সাবেক কাউন্সিলম্যান জি জিনারো সহ মাইকেল আল ব্রাউন ও হাওয়ার্ড নাইম্যান প্রার্থী হচ্ছেন। আর রিপাবলিকান পার্টি সমর্থক প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন এটর্নী লিও জেকবস এবং ফিলিপ গ্রিলো।

বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি মুজিব-উর রহমান ইতিপূর্বে এই আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। অপরদিকে মৌমিতা আহমেদ কুইন্সের ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কুইন্স ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদে গত নির্বাচনে অল্প ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন।

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

এলোমেলো ভাবনা

শেষের পাতার পর)

শুনছি। পত্র-পত্রিকা ও চ্যানেলগুলোর উচিত এই রেকর্ড ভাঙ্গার গান বন্ধ করা। আর
শুনতে ভাল লাগছে না।
আমাদের মহামতি প্রেসিডেন্টের কথা বলছো?
-তো আর কি! এই একই গানতো এখন দুনিয়া জোড়া।
ঠিক বলেছো। ভাঙা রেকর্ডের পিন আটকে আছে মনে হয়। তা খুলবে কে শুনি। বাইডেন তো ইলেক্টোরাল ভোটেও জিতে গেলেন। তারপরও তাঁর অসত্য গীত পাঠ থামতেই চাইছেনা।
আচ্ছা প্রেসিডেন্টের বুদ্ধি বিবেচনা সব ঠিক আছেতো?
-কেন, আমার বিবেচনায় এই জিনিসটি তাঁর আরো প্রখর হচ্ছে দিন দিন!
ধুর! বুদ্ধিমান কেউ এমন গাজির গীত গায়। তাও আবার ক্রমাগত গেয়ে যাওয়া। আর কত।
-শোন, তিনি নিজেও জানেন এই উদ্ভট গীতি এখন মানুষজনের পছন্দ নয়। কিন্তু কিছু লোকতো রয়েছে যারা শুনছে। শুধু শুনছে না জোরে তালিয়াও বাজাচ্ছে। পকেটের পয়সাও ঢালছে অকাতরে। ইতিমধ্যে প্রায় ২শ ১০ মিলিয়ন ডলার চাঁদা আদায় করেছেন প্রেসিডেন্ট।
তাই নাকি। দেখেছো জর্জিয়া ও আরিজোনার গভর্নরদের উপর ধারাবাহিক টুইট। চাপের ফলে ত্রাহি অবস্থা তাঁদের। এখন বলছেন আইন সভার বিশেষ অধিবেশন ডেকে তাঁর পক্ষে ইলেক্টোরাল নিয়োগ দেয়ার ব্যবস্থা নিতে।
-জর্জিয়ার গভর্নর ব্রায়ান ক্যাম্প বলেছেন এটা তাঁর ক্ষমতার বাইরে। তাঁর রাজ্য বাইডেনের পক্ষে ইতিমধ্যে ভোটের সার্টিফিকেশন ইস্যু করে ফেলেছে। আসলে তিনি কি করতে চাইছেন। আমারতো বুঝে আসছে না। ডালিয়া জানতে চাইল।
-তিনি নিজেই সেটা ভাল বলতে পারেন। তবে আমার মনে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চান। তা কি করতে পারবেন? ডালিয়া প্রশ্ন করলো।
-সেটা তাঁর বিজ্ঞ আইনজীবীরা ভাল বলতে পারবেন। এখন পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের পক্ষে দায়ের করা প্রায় অর্ধশত মামলার মধ্যে ত্রিশ-টির বেশী মামলা হেরে গেছেন তাঁরা। সম্প্রতি উইসকনসিন ও মিশিগানে হেরেছেন। সবগুলো মামলা হারের কারণ একমাত্র প্রমাণের অভাব। বেইসলেস ক্লেইম। তবে আইনজ্ঞরা বলছেন এই মামলাগুলো নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া কঠিন হবে। প্রেসিডেন্ট নিজেও তা স্বীকার করেছেন। আর সুপ্রিম কোর্টে গেলেই জিতে যাবেন এরতো কোন গ্যারান্টি নেই।
কিন্তু তিনিতো সুপ্রিম কোর্টের উপর ভরসা করছেন। অন্য কোন আদালত তাঁর বক্তব্য শুনতেও রাজি নয়। সেদিন ফক্সের সাথে সাক্ষাৎকারে নিজেই দুঃখের সাথে বললেন আমার এতো চমৎকার মামলা গুলো তাঁরা শুনছে না। খারিজ করে দিচ্ছে। এটা কেমোন আদালত। ডালিয়া থামলো।
-মনো বেদনাতো থাকবেই। কিন্তু কোর্টের কাছেতো আবেগের কোন মূল্য নেই। কোর্ট যে কোন বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ চাইবে এটাই স্বাভাবিক। শুনলাম টন টন প্রমাণ মওজুদ। অথচ একটি মামলায় এই সামান্য প্রমাণ হাজির করা গেলনা? শোয়েব বলল।
হ্যাঁ, আমার কথাও তাই। আচ্ছা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আবার কেমনে বলেন জর্জিয়ায় তিনি জিতেছেন। দুই দফায় গননার পরও যেখানে ভোটের কোন পরিবর্তন হয়নি।
-এটা তাঁর পলিসি। তাঁর ট্রাম্প ইজমকে জিইয়ে রাখতে হলে এই অস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে। তাঁর কাছে এখন এর কোন বিকল্প নেই।
আচ্ছা তিনি কি সত্যিই নিজেকে পারডন করতে পারেন?
-কেন পারবেন না শুনি। তিনি পারেন না এমন কি আছে। আর এবিষয়ে সংবিধান সুস্পষ্ট কিছু বলা নেই। অতএব চাইলেই পারেন। আলবৎ পারেন। আর পরিবারবর্গ, পুত্র-কন্যা, জামাই। এদের কি হবে দায়মুক্তি দেবেন না?
-শোন, একটু সবর করো। হবে, সময়তো ফুরিয়ে যায় নি। এই ক্ষমা পাওয়ার লিষ্টে আরো কত নাম যোগ হয়। আগামী দিনে দেখবে। অপেক্ষা করো। তবে আমার মনে হয় তিনি নিজেকে নিজে ক্ষমা নাও করতে পারেন!
মানে, তা হলে শেষ সুযোগ কি হেলায় হারাবেন!
-আমি বলছি তিনি হয়তো নিজের ক্ষেত্রে পারডনটা অন্য ভাবে ব্যবহার করবেন।
সেটা কি ভাবে?
-প্রেসিডেন্ট হয়তো তাঁর পরিবারের সদস্যদের পারডন করে ক্ষমতা ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সের কাছে হস্তান্তর করতে পারেন। পরে ভাইস প্রেসিডেন্ট তাঁর পারডন-এ সই করতে পারেন। এমনটা হতে পারে আবার নাও হতে পারে।
তিনি কি পেন্সকে বিশ্বাস করবেন। ভাইস প্রেসিডেন্টের নিকট ক্ষমতা দেবেন। আমার মনে
হয়না। তিনিতো কাউকে বিশ্বাস করেন না।
-হয়তো তোমার কথাই ঠিক। আবার করতেও পারেন। কি বলো? আজ কিন্তু গেপ্রাসারী আছে। বেরুতে হবে।
-শোন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আইনজীবী রুডি জুলিয়ানী কোর্টে একটি মামলার হেয়ারিং করছেন। আদালত বললেন, আইনজীবী মহোদয় আপনি কি আপনার মামলার স্বপক্ষে প্রমাণাদি আদালতে দাখিল করেছেন। জবাবে জুলিয়ানী বললেন, ইয়োর অনার আমাদের হাতে অনেক প্রমাণ কিন্তু.....।
আদালত বললেন মিষ্টার অ্যাটর্নী প্রমাণের অভাবে আপনার মামলা খারিজ হয়ে যাবে। জুলিয়নী
মিনতি জানিয়ে বললেন নো ইয়োর অনার প্লিজ !
আমাকে একটি সাবকাশ (সময়) দিন। তবে দয়া করে জানুয়ারী ২০-এর পরে তারিখটা দিলে আমি বেঁচে যাই! (চলবে)



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course; 4 Hours Each Class; Total 32 Classes (4 days/week); Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course; 5 days/week; Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade; 8 weeks course; 3 Hrs./day, 4 days/week; Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Quality Education Is Our Priority!

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত ৬ কোটি ৬৪ লাখ ছাড়িয়েছে

(প্রথম পাতার পর)

বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি ৬৪ লাখ ৮৫ হাজার ৬৫১ জনে। এদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ১৫ লাখ ২৮ হাজার ৩১২ জনের। আর এ পর্যন্ত সেরে উঠেছেন ৪ কোটি ২৭ লাখ ৪৫ হাজার ৪০৪ জন।

বিশ্বে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি যুক্তরাষ্ট্রে। রোববার সকাল পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ৪৫ লাখ ৮০ হাজার ১৪৪ জন। আর এই মহামারিতে দেশটিতে মৃত্যু হয়েছে ২ লাখ ৮১ হাজার ১৭৩ জনের।

যুক্তরাষ্ট্রের পর মৃত্যু বিবেচনায় করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ব্রাজিল। আক্রান্তের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে থাকলেও মৃত্যু বিবেচনায় দেশটির অবস্থান দ্বিতীয়। লাতিন আমেরিকার এই দেশটিতে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৬৫ লাখ ৭৭ হাজার ১৭৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ৭৬ হাজার ৬২৮ জনের। আক্রান্তের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভারত মৃত্যু বিবেচনায় আছে তৃতীয় স্থানে। এ পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ৯৬ লাখ ৮ হাজার ৫৫৯ জন। আর মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ৩৯ হাজার ৭০০ জনের।

মৃত্যু বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেশী মেক্সিকো চতুর্থ স্থানে থাকলেও আক্রান্ত বিবেচনায় দেশটির অবস্থান ১২ নম্বরে। মেক্সিকোতে রোববার সকাল পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ১১ লাখ ৬৮ হাজার ৩৯৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ৯ হাজার ৪৫৬ জনের।

ইউরোপের দেশ যুক্তরাজ্য মৃত্যু বিবেচনায় রয়েছে পঞ্চম স্থানে, তবে আক্রান্তের দিক থেকে দেশটির অবস্থান ষষ্ঠ। এখন পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ১৭ লাখ ১০ হাজার ৩৭৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬১ হাজার ১১১ জনের।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর বিশ্বব্যাপী এ পর্যন্ত ১৯১টি দেশে ছড়িয়েছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডবিউএইচও)।

লাল না সবুজ কোন

(প্রথম পাতার পর)

লালটা খেতে ভালোবাসেন, কারও আবার পছন্দ সবুজ আপেল।

লাল ও সবুজ আপেলের মধ্যে কোনটি স্বাস্থ্যের জন্য বেশি উপকারী তা নিয়ে অনেকেরই প্রশ্ন আছে। সবুজ আপেল বা গ্রিন অ্যাপেলের খোসা মোটা হয়, টক স্বাদের হয়। তাই এটা খেতে লাল আপেলের থেকে আলাদা, একটু মচমচে হয়। অন্য দিকে, লাল আপেল বিভিন্ন ধরনের হয়, বেশিরভাগেরই খোসা পাতলা ও রসালো হয়। পাশাপাশি লাল আপেল স্বাদেও মিষ্টি হয়। কেউ যদি মিষ্টি পছন্দ না করেন তাহলে সবুজ আপেল খেতে পারেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আপেলে পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, পেকটিন, ফ্ল্যাভনয়েড থাকায় এটি সেলকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। এছাড়া স্বাদে সুস্বাদু এই ফলটি হৃদরোগের জন্যও ভালো। নিয়মিত এই ফল খেলে হজমশক্তি ভালো হয়, লিভার ভালো থাকে। আপেলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার ও পেকটিন থাকায় এটি রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমায়।

সবুজ আপেল ভিটামিন এ, বি, সি, ই ও কে পাওয়া যায়। লাল আপেলের থেকে বেশি আয়রন পাওয়া যায়। এতে পটাশিয়াম ও প্রোটিনও বেশি পরিমাণে থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রক্তে শর্করার পরিমাণ কমাতে চাইলে লাল আপেলের পরিবর্তে সবুজ আপেল খেতে পারেন। অন্য দিকে, লাল আপেলে অনেক বেশি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। যাদের ডায়েটে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রয়োজন, তারা লাল আপেল খেতে পারেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, লাল ও আপেলের পুষ্টিগুণ বিবেচনা করলে লাল আপেলের চেয়ে সবুজ আপেল সামান্য এগিয়ে থাকবে। কিন্তু বাকি সব ক্ষেত্রেই এক। দুটি আপেলই শরীর ভালো রাখতে সহায়তা করে।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়দি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিষ্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল' ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

- Immigration
- Asylum Cases
- Divorce
- Title Insurance
- Real Estate Closing
- Investment Visa E2 EB5
- Deportation Defense
- Criminal Defense Cases
- Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেসন কেস।

JUSTICE law firm

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Fornt of 26 Fedarel Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- **ইমিগ্রেশন** সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, *EA*

Admitted to practice before the IRS

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Member : naea NYSSEA IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ইনকাম ট্যাক্স
INCOME TAX

ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও জেনারেল সার্ভিসের জন্য একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

AUTHORIZED e-file Provider

অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন

শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বৎসর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে

NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ

যোগাযোগঃ *আবুল কালাম*
T: **718-274-1908**, F: **718-728-2293**
email: **primebrokerage34@gmail.com**
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকছে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা **Instructor** দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call
718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে



Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS. FILM. COLOGNES.
PERFUMES. VITAMINS. NON-PRESCRIPTION DRUGS.
HOUSEHOLD GOODS. BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

কোরআনের বাঁশিওয়ালা জালাল উদ্দিন রুমি

(প্রথম পাতার পর)

সমাজ, প্রেম, দেশ, জাতি ও নিজ ধর্মের গৌরবগাথা। পৃথিবীর শুরু লগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত যেসব কবি কাব্য-সাহিত্যের কারণে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন 'সুফি কবি মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি'। ৩০ সেপ্টেম্বর ১২০৭ সালে আফগানিস্তানে এ মহাকবির জন্ম। তিনি ছিলেন ১৩ শতকের একজন ফার্সি, সুন্নি মুসলিম কবি। তার কাব্য-সাহিত্য ও সুফি ধারার সাহিত্য জগতের এক অমর এবং অনন্য নক্ষত্র। তাকে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জন-প্রিয় কবি এবং 'বেস্ট সেলিং পোয়েট' বলা হয়।

মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির অনন্য সাহিত্যকর্ম 'মসনবি' কাব্যে কল্পনা, বাস্তবতা, প্রেম, আধ্যাত্মিকতা, শিক্ষা, রহস্য, রূপকথা ও উপদেশসহ নানা ধরনের আয়োজন প্রায় ৮০০ বছর পরও তাকে অত্যুজ্জ্বল করে রেখেছে বিশ্বসাহিত্যে। মসনবি' কাব্য সম্পর্কে ইরানের বিখ্যাত কবি আবদুর রহমান জামি বলেছেন, 'মাসনাবিয়ে মানাবিয়ে মৌলাভী, হাস্তে কোরআনদার জবানে পাহলাবি'। অর্থাৎ মৌলভীর আধ্যাত্মিকতা মসনবি কাব্যটি হচ্ছে ফার্সি ভাষার কোরআন।

যদিও ঐশী বাণী কোরআনের সঙ্গে তুলনা করার মতো কোনো মহাগ্রন্থ বিশ্বে নেই এবং তেমন গ্রন্থ রচনা করা মানুষের সাধ্যাতীত। তবুও জালাল উদ্দিন রুমির মসনবিতে কোরআনের শিক্ষার ব্যাপক প্রতিফলন দেখা যায় বলেই মনে হয় কবি আবদুর রহমান জামির এ মন্তব্যটিকে অনেকাংশে যথাযথ বলা যায়।

কাব্য-সাহিত্যে জালাল উদ্দিন রুমির কাব্যগুলো সমৃদ্ধ চিন্তাধারার এক বিশাল সাগর। এর থেকে মণি-মুক্তা খুঁজে বের করা নাবিকের জন্য দুষ্কর। কাব্য-সাহিত্যে তার শব্দগুলো যেন গলিত লোহার টুকরোগুলোর মতোই কিংবা রং-বেরঙের পাথরের নুড়ি দিয়ে তৈরি করা মোজাইক টাইলসের মতো চকচকে।

কাব্যে রুমির নির্বাচিত শব্দাবলী মৌলিক ও মানবীয় বাস্তবতার শক্তি প্রকাশের সাক্ষ্য বহন করে। পাশ্চাত্যের কোনো একজন কবি বলেছিলেন, 'কবিতার জগতে তাই মধুরতম হয়, যা মানুষের বেদনার কথা বলে। জালাল উদ্দিন রুমির কবিতাও তার ব্যতিক্রম নয়। বিশেষ করে জালাল উদ্দিন রুমির 'দিওয়ানে শামস তাবরিজি' কাব্যের গজলগুলোয় বিধৃত হয়েছে হৃদয়-জুড়ানো করুণ রসের অপূর্ব আস্বাদ। জালাল উদ্দিন রুমির কাব্য 'দিওয়ানে শামস' ফার্সি গজল সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ'।

ঐতিহাসিক জুল আল আফলাকির মতে, জালাল উদ্দিন রুমির শ্রেষ্ঠ বেদনাবিধুর কবিতাগুলো রচিত হয়েছে শামস তাবরিজিকে হারানোর বিরহ ব্যথাকে কেন্দ্র করে। জালাল উদ্দিন রুমির আধ্যাত্মিক গুরু 'শামস তাবরিজি' যেমন সূর্যের মতোই প্রজ্বল হয়ে আছেন তার প্রিয় শিষ্য রুমির কবিতায়।

ফার্সি ভাষাভাষী অঞ্চল ছাড়াও ভারত উপমহাদেশে ওয়াজ-নসিহতের মজলিস এবং জ্ঞানগত আলোচনায় মাসনবির শোকগুলো থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার ব্যাপক প্রচলন আছে। আল্লাহতায়ালার পরিচয় তুলে ধরার সময় ভারত ও উপমহাদেশের আলেমদের মুখে শোনা যায় তার মসনবির একটি অমর শোক।

শোকে তিনি বলেছেন, 'মান নাশুঞ্জাম দার জামিন ও আসমান লেকেগুঞ্জাম দার কুলবে মোমেনান'। অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন, 'আকাশ ও জমিন আমাকে ধারণ করে না, বরং মুমিনের হৃদয়ই ধারণ করে আমাকে'।

মাসনবিতে প্রায় ২৫ হাজার দ্বিপদী শোক তথা ৫০ হাজার পঙ্ক্তি আছে। মাওলানা রুমির ভাষা ছিল সাধারণ মানুষের ভাষার মতোই সহজ-সরল ও সাবলীল, অথচ সব ধরনের কাব্যিক সৌন্দর্যে ভরপুর। কাব্য-সাহিত্যে তার অবদান অনস্বীকার্য। তার এই অনবদ্য কাব্য-সাহিত্যের কারণে তিনি পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত চির অমর হয়ে থাকবেন।

লেখক : প্রাবন্ধিক

সাইমন ড্রিংয়ের বর্ণনায়

(প্রথম পাতার পর)

যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে নাম লিখায় বাংলাদেশ। উর্ধ্বাকাশে পত পথ করে উড়ে সবুজে ঘেরা লাল পতাকা। মার্চ থেকে ডিসেম্বর এই ৯ মাসের সময়ে কথা তুলে ধরেছেন সাংবাদিক সাইমন ড্রিং।

অখন্ড পাকিস্তানের স্বপ্নে বিভোর সেনারা ঠান্ডা মাথায় নৃশংসভাবে খুন করেছে সাধারণ মানুষদের। ১৯৭১-এর মার্চে ঢাকায় নিজের অভিজ্ঞতা এভাবেই ব্যক্ত করেছেন ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন জন ড্রিং। তিনি আজও ভুলতে পারেননি 'অপারেশন সার্চলাইটের' নামে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুরতার কথা। পাক-সাঁজোয়া বাহিনী কীভাবে ঢাকাসহ গোটা পূর্ব পাকিস্তানকে ঠান্ডা মাথায় মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত করেছিল সেটাই উঠে এসেছে তার লেখায়। ড্রিং নিজেই এক রাতে ৭ হাজার মানুষ জবাইয়ের ঘটনার সাক্ষী। নৃশংসতার মাধ্যমে পাকিস্তান একটি দেশের স্বাধীনতার স্বপ্নকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। পাক সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান বিশ্ববাসীর কাছে গোপন করার চেষ্টা করেছিলেন ঢাকার প্রকৃত ছবিটা। কিন্তু ড্রিং সাহসিকতার সঙ্গে সেদিন তুলে ধরেছিলেন পাকিস্তানী বর্বরতার ছবি। তার লেখায় উঠে আসে গণহত্যার বিবরণ।

বহু আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত ড্রিং তার ব্লগে লিখেছেন সেদিনের ভয়ংকর অত্যাচারের বিবরণ। গোটা শহরকে মৃত্যুনগরী বানিয়ে নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় পাকসেনা। চলতে থাকে অবাধে লুটতরাজ। বিন্দুমাত্র আপত্তি জানালেই স্থানীয়দের জবাই করাই ছিল পাকসেনাদের একমাত্র কর্তব্য। তারা ইচ্ছামতো বাঙালীদের খুন করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের জন্য নৃশংসতার চরম সীমায় পৌঁছে পাকিস্তানী বর্বরতা। এ প্রথিতযশা ব্রিটিশ সাংবাদিক মনে করেন, গণহত্যায় নিহতদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব।

কারণ ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর শহরেই ১৫ হাজারের বেশি মানুষ এক রাতে নিহত হয়েছেন। তার মতে, সেনা সন্ত্রাসের বহর দেখলেই কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে কত মানুষ প্রাণ দিয়েছেন একাত্তরে। তিনি লিখেছেন, 'শিক্ষার্থীরা নিজের বিছানায় লাশ হয়ে পড়েছেন। দোকানদারদের জবাই করা হয়েছে বাজারের মধ্যেই। নারী ও শিশুদের তাদের ঘরেই জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। হিন্দুদের দলবেঁধে তুলে নিয়ে গিয়ে লাইন দিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তারপর পাকসেনারাই পুড়িয়ে দিয়েছে সব লাশ। ঢাকায় প্রতিটি বাড়ির ছাদে পাক পতাকা ওড়াতে বাধ্য করেছে পাকসেনারা।

সমর বিশেষজ্ঞ এ সাংবাদিকের লেখায় উঠে আসে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথাও। শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানী জেলে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথম সারির আওয়ামী লীগ নেতাদেরও ভরা হয় জেলে। কিন্তু তাতেও দমানো যায়নি মুক্তিযোদ্ধাদের। পাকবাহিনীর গোলাবর্ষণের মাঝেও বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে অগণিত মানুষ মুক্তির সন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে পাকসেনা হতাহতের কোনো তথ্য অবশ্য তুলে ধরতে পারেননি ড্রিং। তবে পাকিস্তানী এক সেনাকর্তা ছাড়া দুই জওয়ানকে যে মুক্তিযোদ্ধারা ঘায়েল করতে পেরেছিলেন সেটিও তিনি উল্লেখ করেন। মূলত তার স্মৃতিচারণায় স্পষ্টভাবে উঠে আসে পাক বর্বরতার ছবি। গণমাধ্যমও সেনা হামলার হাত থেকে বাঁচেনি। দুটি সংবাদপত্র অফিস গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। আওয়ামী লীগের বহু নেতাকে খুন করা হয়।

সাইমন ড্রিংয়ের বিবরণ অনুযায়ী, পাকসেনারা ঢাকায় সবচেয়ে বড় আঘাত হানে ছাত্রদের ওপর। পদাতিক, সাঁজোয়া ও গোলন্দাজ এ তিন পাকিস্তানী ব্যাটালিয়ান রাত ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে পড়ে ঢাকা আক্রমণে। শুরু হয় গোলাবর্ষণ। নির্মম অত্যাচারে মেতে ওঠে পাকসেনারা। বঙ্গবন্ধুকে আগেই টেলিফোনে সতর্ক করা হয়েছিল। তাকে আত্মগোপন করার পরামর্শ দেয়া হলেও তিনি তা করেননি। তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে না পেলে ওরা ঢাকা শহরকে তছনছ করে ছাড়বে।'

আমেরিকা থেকে আনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত এম-২৪ ট্যাংক নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকসেনাদের হামলার বিবরণও তুলে ধরেছেন ড্রিং। মাঝরাতে ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরির সামনে থেকে শুরু হয় শেলিং। ইকবাল হলেই দু'শরও বেশি শিক্ষার্থী মারা যান। ছাত্রদের ওপর মেশিনগান থেকে চলতে থাকে গুলি বৃষ্টি। দু'দিন পরও লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেছে সেখানে। গণকবর দিয়ে তার উপর চালিয়ে দেয়া হয় ট্যাংক। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই নয়, আশপাশের দু'শ গজ এলাকাজুড়ে চলে সেনা সন্ত্রাস। পাকিস্তানি সেনার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পায়নি মসজিদও। ঢাকা মেডিকেল কলেজেও ব্যাপক গুলিবৃষ্টি হয়। পাক বর্বরতার প্রকৃত ছবি ঘটনার দু'দিন পর বাড়ির বাইরে বের হয়ে ঢাকার মানুষ দেখতে পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরই পাকসেনাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল রাজারবাগ পুলিশ লাইন। ড্রিংয়ের বিবরণ অনুযায়ী, প্রথমে ট্যাংক থেকে শুরু হয় শেলিং। তারপর ঘুমন্ত অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ কর্মীদের হত্যা করা হয়। ১ হাজার ১০০ পুলিশকর্মী ছিলেন সেখানে। খুব কমসংখ্যকই সেদিন প্রাণ হাতে পালাতে পেরেছিলেন।

রাজারবাগে পুলিশ লাইনে হামলার সময়ই বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ঘিরে ফেলে পাকসেনারা। ড্রিং লিখেছেন, রাত ১টা নাগাদ তিনি বুঝে গিয়েছিলেন তার বাড়িতেও হামলা হবে। তাই একজন সহকারী আর দেহরক্ষী বাদে সবাইকে তাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধুর প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে ড্রিং জানতে পারেন, রাত ১টা ১০ মিনিট নাগাদ একটি ট্যাংক ও সাঁজোয়া গাড়ি এসে থামে শেখ সাহেবের বাড়ির সামনে। শুরু হয় গোলাগুলি। তারপর এক সেনাকর্তা বাইরে থেকেই বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশে চিৎকার করে ইংরেজিতে বলেন, 'শেখ তুমি নিচে নেমে আসো।' বঙ্গবন্ধুও তার ব্যালকনি থেকে জবাব দেন, 'হ্যাঁ, আমি আসছি। তবে গোলাগুলির কোনো প্রয়োজন নেই। তোমরা ফোন করলেই আমি চলে যেতাম।' তারপর সেই অফিসার বঙ্গবন্ধুর বাড়ির বাগানে প্রবেশ করে বলেন, 'ইউ আর অ্যারেস্টেড।' বঙ্গবন্ধুকে তার তিন সহকারী, দেহরক্ষী ও সহযোগীর সঙ্গে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। দেহরক্ষীকে প্রচুর মারধরও করে জওয়ানরা। বঙ্গবন্ধুকে সেনা সদরে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর চলতে থাকে ব্যাপক লুটপাট। নথিপত্র থেকে শুরু করে বহু জিনিস তছনছ করে দেয় তারা। বাড়ির লাল-সবুজ পতাকা নামিয়ে ফেলা হয়।অপারেশন সার্চ লাইটের রাতে ২টার মধ্যেই গোটা শহর জ্বলতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের খুন করেও সন্ত্রাস বন্ধ হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধারের পাশাপাশি লুকিয়ে থাকা ছাত্রদের হত্যায় মেতে ওঠে সেনারা। এমনটাই উঠে এসেছে ড্রিংয়ের লেখায়। রাতভর নৃশংসতার পর ভোর হয়। কিন্তু ঢাকা থেকে মৃত্যু মিছিল থামার কোনো লক্ষণ ছিল না। দুপুরের দিকে আচমকাই সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা শুরু হয় পুরান ঢাকায়। ইংলিশ রোড, ফ্রেঞ্চ রোড, নিয়ার বাজার, সিটি বাজার ইত্যাদি এলাকায় মানুষ পালানোর পথ পাননি। দু'ঘণ্টার মধ্যে অন্তত ৭০০ মানুষকে পাকসেনারা হত্যা করে বলে লিখেছেন ড্রিং। অনেককেই জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়। পুরান ঢাকার থানাও রেহাই পায়নি। ড্রিং লিখেছেন, পুলিশ ইন্সপেক্টর জানিয়েছেন, তার সঙ্গে ২৪০ জন স্টাফ ছিলেন; কিন্তু শুধু ৩০ জনের সন্ধান পেয়েছেন তিনি। সেনা জওয়ানরাই পেট্রলের ড্রাম নিয়ে ঘুরছিলেন। কোথাও কামান দিয়ে, কোথাওবা পেট্রল দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয় আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ঘর। রাজাকার আর আল-বদররাই চিনিয়ে দেয় আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়ি।

ঢাকায় নৃশংস হত্যাকান্ডের পর শিল্পাঞ্চল টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জ হয়ে ওঠে সেনাদের লক্ষ্য। ২৬ মার্চ রাতের মধ্যে ঢাকা শহরে সেনা আক্রমণের ঝাঁজ কমতে থাকে। কিন্তু বামপন্থী শ্রমিকরা বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দেয়ায় শিল্পাঞ্চলে শুরু হয় গুলিবর্ষণ। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা অফিসে হামলা চালিয়ে সেটাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে পাকসেনারা। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাক নৃশংসতার বিবরণ উঠে এসেছে তার লেখায়। একইসঙ্গে হাজার হাজার মানুষ ঢাকা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন সেদিন। অসহায় মানুষের কথাও তুলে ধরেছেন তিনি। সাইমন ড্রিং নিজেই সেসময়ে সাহস করে বিভিন্ন ধ্বংস্তূপ ঘুরে দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। সেটাই তুলে ধরেছেন নিজের লেখায়। তিনি নিজের কানে শুনেছেন, পাকসেনারা আল্লাহর নামে বা অখন্ড পাকিস্তানের নামে মানুষ খুন করছে। তাদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে বহু মানুষ বাংলাদেশ ছেড়ে নিঃস্ব অবস্থায় পালাতে বাধ্য হয়েছেন। কেউ প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছেন; কেউ পারেননি। গণহত্যার শিকার হয়েছেন তারা। বঙ্গবন্ধুর ডাকে বাঙালীর স্বাধীনতার স্বপ্নকে ঠান্ডা মাথায় কামানের গোলা দিয়ে দমিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন ইয়াহিয়া খান; পারেননি। সেনা দিয়ে নয়, মানুষের গণসমর্থনেই জন্ম নিয়েছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। ভারত তাদের সেই সংগ্রামে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছে। সঙ্গ দিয়েছেন ভারতীয় সেনা ও জনগণ।

লেখক: সাংবাদিক ও লেখক



শাইখুল হাদীস আল্লামা ইমদাদুল হকের ইন্তেকালে

মদিনা মসজিদে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: ইসলামিক কাউন্সিল অব আমেরিকা ইনক-এর পক্ষ থেকে ম্যানহ-াটানস্থ মদিনা মসজিদে রোববার (৬ ডিসেম্বর) শাইখুল হাদীস আল্লামা ইমদাদুল হকের ইন্তেকালে বাদ যোহর এক দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সর্ব মহলে পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য এই আলীমে দ্বীনের বিদায় মুসলিম উম্মাহর অপূরণীয় ক্ষতি উল্লেখ করে মসজিদ কমিটির পক্ষ হতে এক বিবৃতি প্রদান করা হয়।

বিবৃতিদাতারা হলেন: মসজিদ কমিটির প্রেসিডন্ট এডভোকেট মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন, ভাইস প্রেসিডন্ট মুহাম্মদ এস ইউসুফ ও খলিল আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারী মুহাম্মদ এনায়েত হোসেন জালাল, এসিসটেন্ট সেক্রেটারী আসলাম সিকদার, ট্রেজারার সাহেদ আহমদ, এসিসটেন্ট ট্রেজারার মুহাম্মদ বেলাল হোসাইন, মেম্বার আলমগীর খান, জাকির হোসেইন, মুহাম্মদ আব্দুল হাসিব ফারুক, মুহাম্মদ সুমন, মির্জা আবু সুফিয়ান, বসির খান সহ বোর্ড অব ট্রাস্টি। বিবৃতিতে তারা এই মহান মনিষীর জন্য মহান আল্লাহর কাছে জান্নাতের উচ্চ মাকাম কামনা করে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com



সেলিব্রেটি ক্রিমিনাল এবং

(শেষের পাতার)

পর)লোক- মিডিয়াগুলো এ ব্যাপারে একেবারে স্পিকটি নট! এতবড় একজন ভিআইপি পারসন, ঘরেই যার ক্যাশ থাকে কোটী টাকা, সোনার আড়ৎ, দুই শ' সরকারি প্লটের অধিকর্তা, রাজউকসহ বড় বড় সরকারি কর্তা অধিকর্তারা যারা পকেটে- এমন একজন কামেল লোক কোন রাজনৈতিক দল করে না, কোন দলের কোন কমিটিতে নাই, কখনও এমপি মন্ত্রী হয় নাই বা হওয়ার জন্য চেষ্টা তদ্বির করে নাই নমিনেশনও চায় নাই, বাংলাদেশে এটাও সম্ভব! কিছুই বুঝলাম না! এ পর্যন্ত যত ভিআইপি ক্রিমিনাল ধরা পড়েছে সবারই কোন না কোন রাজনৈতিক পরিচয় বা দল-সংশ্লিস্টতা পাওয়া গেছে। প্রায় সবাই ক্ষমতাসীন দলের সাথে সম্পর্কিত। অবশ্য ধরা পড়ার পর অনেকেই বিএনপি-জামাতের লোক বলে আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু কোন দলের সাথেই নাই- সামান্য দোকান কর্মচারি থেকে মাত্র কয়েক বছরে একেবারে 'গোল্ডেন' হয়ে ওঠার দৃষ্টান্ত বোধহয় এটাই প্রথম। ধরে নিলাম এ লোক একেবারেই একজন নির্জলা দল-নিরুপেক্ষ মোহন্ত, ভাগ্য গড়তে রাজনৈতিক প্রভাবের দরকার পড়ে নাই- কিন্তু এত অর্থবিত্ত প্রভাব প্রতিপত্তি, সব কি আলাদীনের চেরাগ ঘষে এসেছে! এমন তো নয় যে কাল শুরু করেছে আর আজই কামেলিয়ত পেয়ে গেছে! দীর্ঘদিন ধরে একটা বাটপার প্রশাসনের নাকের ডগায় বসে, সরকারের তাবৎ চাঁইদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে এসেছে- কারোরই মালুম হলো না! বছরের পর বছর ধরে একটা লোক অন্যায় করে যাচ্ছে কারোরই নজরে এলো না! সেই ক্যাসিনো কান্ডের মত! থানার সামনে ক্যাসিনো চলে, ধরা পরার পর পুলিশ জানে! 'ডাল মে কুছ কালা' যে হ্যয় তা তো বোঝাই যাচ্ছে, এখন এই 'কালামিয়া'গুলোকে কি সনাক্ত করা সম্ভব হবে! নাকি ওই তদন্ত পর্যন্তই! আমাদের দেশে আবার 'তদন্ত' 'তালিকা' 'তলব' 'নোটিশ'- এ সবের ভিন্ন মাজেযা আছে।

আমরা এবার একটু ওই 'কালামিয়া'গুলোকে চিনতে চাই। সম্রাট শামিম সাহেদ পাপিয়া সাবরিনা এনু বেনু কালাম মালেক মনিররা ধরা পড়ে কিন্তু যারা এদেরকে তৈরি করে, বিদেশে 'বেগমপাড়া' গড়ার নেপথ্য কারিগর পৃষ্ঠপোষকদেরকে কখনই চিহ্নিত করা হয় না। আমরা এদের পুন্য চেহারাগুলো একটু দেখে ধন্য হতে চাই। বরাবরের মত এবারও যদি এদেরকে আড়াল করে রাখা হয় প্রমান হবে চোরে চোরে মাসতুতো ভাইয়ের মত সব মিয়াই আসলে 'কালামিয়া'!

ইসলামে মানবসম্পদের সুন্দর ব্যবস্থাপনা

(শেষের পাতার পর)

নানা বিবর্তন এসেছে। ব্যবস্থাপনা এখন আর পরিকল্পনা, সংগঠন, পরিচালনা, প্রেষণা বা সমন্বয়ের মধ্যে সীমিত নেই। তবে ব্যবস্থাপনায় আধুনিকতার যতই ছোঁয়া লাগুক না কেন, এর ন্যূনতম শর্তে আমূল কোনো পরিবর্তন হয়নি। ন্যূনতম সম্পদ ব্যবহার করে সর্বাধিক ফল নিশ্চিত করা ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার যত কলাকৌশলই অবলম্বন করা হোক না কেন, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নৈতিকতার বিষয়টি প্রাসঙ্গিক। নৈতিকতা বা মূল্যবোধ হলো ব্যক্তির মৌল চেতনা বা মৌল বিশ্বাস, যা দীর্ঘদিন থেকে ব্যক্তির মধ্যে লালিত হয়ে আসছে। মূল্যবোধ ব্যক্তির চিন্তা, চেতনা, বিশ্বাস, অনুভূতি ও ভাবাবেগকে প্রভাবিত করে। মানব আচরণের ওপর মূল্যবোধের ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান। মানুষ দেশের আইন-কানুন অমান্য করা বা ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পেলেও মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এ কাজে বাধা দেয়। ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ইসলাম সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। যেমন-

ভ্রাতৃত্ববোধ: মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ববোধের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভ্রাতৃত্ববোধ মানবজাতির মৌলিক ঐক্যের মূল ভিত্তি। কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মী বাহিনীর মধ্যে সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ববোধ বিদ্যমান থাকলে জনবলের ভেতর সম্প্রীতি ও মমত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। ফলে ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য সর্বোচ্চ সার্ভিস অর্জিত হতে কষ্ট হয় না। এ জন্য ইসলাম এই বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক মুসলিম ভাই ভাই।' (সুরা : ফাতহ, আয়াত : ১০)

রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দেবেন।'

কল্যাণ কামনা: মানুষের জন্য ভালো কিছু করা বা তার কল্যাণ করা একটা উন্নত সমাজব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। ইসলাম কল্যাণের ও কল্যাণ কামনার ধর্ম। আর এই কল্যাণ কামনা মানবসমাজেরও অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে ভালোবাসা প্রদর্শন ও দরদি মনোভাব পোষণ করার ফলেই সমাজ হয়ে ওঠে সুন্দর, স্বাচ্ছন্দ্যময় ও কল্যাণকর। এই বিষয়ে কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথি, মুসাফিরদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৩৬)

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'কল্যাণকামিতা হলো দ্বিন।' (বুখারি, হাদিস : ৫৫)

সুবিচার: সমাজ থেকে জুলুম বা অন্যায়ের অবসান ইসলামী জীবনব্যবস্থার আরেকটি উদ্দেশ্য। ব্যবস্থাপনায় সুবিচার হলো সবার হক প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা। এর দ্বারা পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সুবিচারের প্রয়োগ অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সুবিচার করবে; এটা তাকওয়ার নিকটতর।' (সুরা : মায়েদা, আয়াত : ৮)

মহানবী (সা.) বলেন, 'কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে পরাক্রমশালী মহান আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ও নিকটবর্তী আসনে আসীন হবেন ন্যায়পরায়ণ শাসক।' তাই সুবিচার বা সবার প্রতি সমান আচরণ পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের জনবলকে নিষ্ঠাবান করে তোলে। সেখানে ক্ষোভ ও বিরোধ থাকে না। ফলে সবাই মিলে সর্বোচ্চ কর্মফল অর্জন করা সম্ভব হয়।

অন্যের অধিকার সংরক্ষণ: অন্যের অধিকার সংরক্ষণ জনবল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বড় একটি বিষয়। এই চেতনা বা গুণ মানুষকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে। ফলে বেড়ে যায় কর্মপ্রেরণা ও উদ্যম। আল্লাহ বলেন, 'অতএব তোমরা ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করো।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৪৮)

এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'কাজেই প্রত্যেক হকদারকে তার ন্যায্য অধিকার দিয়ে দাও।' (বুখারি)

বিশ্বস্ততা: মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিশ্বস্ততা অন্যতম। এটি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকারী ও নিয়োজিত উভয় পক্ষের মধ্যে আস্থার বন্ধন রচনা করে। ফলে ব্যবস্থাপনায় আসে গতি। বেড়ে যায় কর্মদক্ষতা। আর এর ফলাফল হয় চমৎকার। পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের পরিবেশ মানুষের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলে। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি।' (সুরা : হুজুরাত, আয়াত : ১৩)

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'সত্যবাদিতা পুণ্যের দিকে নিয়ে যায়, আর পুণ্য জান্নাতের দিকে নেয়।' (বুখারি ও মুসলিম)

সদাচরণ: মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য সদাচরণ অত্যাবশ্যক। আখলাকে হাসানা অর্জন জরুরি। সদাচরণের মাধ্যমে সহজে মানুষকে আকৃষ্ট করা যায়, মানুষের মন জয় করা যায় সহজে। এতে ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য সহজেই অর্জিত হয়। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'মুমিনদের মধ্যে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী তারাই, যারা সুন্দর চরিত্রের অধিকারী।'

একদল সুন্দর ও চরিত্রবান মানুষের ব্যবস্থাপনা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সুফল বয়ে আনে।

প্রেষণা: মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রেষণা বা উদ্বুদ্ধকরণ অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। লোকজন যদি উৎসাহী ও উদ্বুদ্ধ না হয়, তাহলে কোনো কাজেই সফলতা আসে না। প্রেষণার কারণেই মানুষ তার সর্বোচ্চ দক্ষতা ও সামর্থ্য কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। এর ফলে সহজেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ করা যায় এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য অর্জিত হয়।

চুক্তি পালন: মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হলো চুক্তি পালন বা অঙ্গীকার রক্ষা করা। এ জন্য ইসলাম বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন করবে।' (সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৩৪)

মহানবী (সা.) বলেন, 'যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না দ্বিন-ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।' (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস : ১২৫৬৭)

মানুষ তার প্রতিশ্রুতি দায়িত্ব পালন করলে যেকোনো কাজ সহজ হয়। ফলে সফলতা অর্জন সম্ভব হয়। এতে ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য তা সহজেই হাসিল করা যায়।

নিরাপত্তা: প্রতিটি সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রত্যেকের সম্মানজনক ও মানবিক মূল্যবোধের নিরাপত্তা এবং জীবনমানের নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। সমাজের সব পর্যায়ের মানুষের পরম আকাংখা হলো নিরাপত্তার গ্যারান্টি। একটা সমাজের সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য নিরাপত্তা বিষয়টি একটা মৌলিক বিষয়। মানুষ নিজে বা রাষ্ট্রে নিরাপদ আছে বলে মনে না করলে তার উদ্যম ও চেতনার বিলুপ্তি ঘটে। ফলে তার দ্বারা কিছু অর্জন করা সম্ভব হয় না। সে সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তখন সমাজে কোনো উন্নয়ন ঘটে না।

মানবজাতির উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে সুন্দর ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। সঠিক প্রশিক্ষণ, প্রেষণা এবং দায়িত্বশীলতার সঙ্গে মানুষ যদি ইসলামের নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত ও উদ্বুদ্ধ হয় তাহলে সে সমকালীন অনেক সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। ইসলামী নীতির আলোকে যেকোনো ক্ষেত্রে সুন্দর ব্যবস্থাপনা করা গেলে একটি উন্নত ও কাংখিত সমাজ বা রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব।

লেখক: কো-অর্ডিনেটর, ইসলামী ব্যাংকিং করভারশন প্রজেক্ট, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড ও সাবেক ডিএমডি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড



পার্কচেস্টার মসজিদের ৬৫ হাজার

(শেষের পাতার পর)

নেয়ার দাবী জানিয়েছেন ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে।

গত ১ ডিসেম্বর মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় পার্কচেস্টারের বাংলা গার্ডেন পার্টি হলে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। এসময় প্রাক্তন কমিটির ৮ জন সদস্য ছাড়াও মসজিদ কমিটির অতীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত আরো বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন কমিটির সহ সভাপতি আব্দুস শহীদ ও জয়নাল আহমেদ চৌধুরী, এডুকেশন সেক্রেটারী ইসলাম উদ্দিন, কার্যকরী সদস্য আবদুল বাসির খান, মো. লুকমান হোসেন ও ফারুক আহমেদ। এর আগের কমিটির সভাপতি সৈয়দ আল ওয়াহিদ নাজিম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ নজরুল হক, সাবেক কর্মকর্তা সাব্বির কাজী আহমদ প্রমুখ।

উল্লেখ্য, সংবাদ সম্মেলনের আগের সপ্তাহে গত ২৩ নভেম্বর মসজিদের বর্তমান কার্যকরউ কমিটির সভাপতি মোস্তাক আহমেদ চৌধুরী ও ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে একটি চিঠি দিয়ে বর্তমান সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্যদের নানা আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ এনে কমিটি বাতিল এবং নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়েছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগকারীরা বলেন, গত নির্বাচনের সময় ২৭১ জনকে নতুন মেম্বারশীপ দেয়া হয়। তাদের প্রত্যকের কাছ থেকে নিয়ম অনুযায়ী ২বছরের চাঁদা বাবদ ২৪০ ডলার করে ৬৫ হাজারের বেশী অর্থ মসজিদের একাউন্টে জমা পড়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। তা ছাড়াও আরো অন্যান্যআর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

মসজিদের সাবেক কমিটির সহ সভাপতি আবদুস শহীদ বলেন, মসজিদের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী ট্রাস্টি বোর্ড সভাপতি আবু বকর চৌধুরী এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার আহবাব হোসেন চৌধুরী খোকন। আমরা এ ব্যাপারে তাদের দুজনকেই যথাসময়ে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানালেও তারা তাতে কর্নপাত করেন নি।

আরো উল্লেখ্য, গত বছরের ১০ নভেম্বর পার্কচেস্টার জামে মসজিদের কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু তৎকালীন কমিটির সহ সভাপতি আব্দুস শহীদ ও জয়নাল আহমেদ চৌধুরী, সহ কোষাধ্যক্ষ মোঃ রফিকুল ইসলাম, এডুকেশন সেক্রেটারী ইসলাম উদ্দিন, কালচারাল সেক্রেটারী হিফজুর রহমান চৌধুরী, সদস্য আবদুল বাসির খান, মো. লুকমান হোসেন ওফারুক আহমেদ বাদী হয়ে পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের নির্বাচনী কার্যক্রম স্থগিত চেয়ে নিউইয়র্ক স্টেট সুপ্রীম কোর্টে একটি মামলাদায়ের করেন। মামলায় বিবাদী করা হয় পার্কচেস্টার জামে মসজিদ ইনক, মসজিদের তৎকালীন ও বর্তমান সভাপতি মোস্তাক আহমদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক আম্বিয়া মিয়া ও কোষাধ্যক্ষ মাজলুল আহমেদ এবং মসজিদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার আহবাব চৌধুরীকে। এর প্রেক্ষিতে গত বছরের ২২ অক্টোবর নির্বাচনী কার্যক্রম স্থগিতের নির্দেশ প্রদান করেন মাননীয় সুপ্রিমকোর্ট। পরবর্তীতে মাননীয় আদালত আবেদন শুনানী শেষে গত ৬ মার্চ মামলাটি খারিজ করে দেন। প্রত্যাহার করে নেন নির্বাচনী কার্যক্রমের ওপর ইতেপূর্বে দেয়া স্থগিতাদেশ। সমস্ত কাজ যথারীতি চলতে পারে বলেও কোর্ট আদেশে বলা হয়।

কোর্ট আদেশ পাওয়ার পর নির্বাচন কমিশন ইতোপূর্বে স্থগিত হওয়া নির্বাচনী কার্যক্রম পুনরায় শুরু করেন। পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের ২০২০-২০২৩ সালের নির্বাচনে কার্যকরী পরিষদের ১৫টি পদে ২টি প্যানেল থেকে ১৮ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়ন পত্রদাখিল করেছিলেন গত বছরের ১৯ অক্টোবর। নির্বাচনে 'মোস্তাক-আম্বিয়া' পূর্ণ প্যানেলে এবং 'সাব্বির-শামসুজ্জামান' প্যানেল থেকে কেবল সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে মনোনয়ন পত্র দাখিল করা হয়। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইকালে 'মোস্তাক-আম্বিয়া' প্যানেলের এডুকেশন সেক্রেটারী প্রার্থী ওবায়েদ আনসারীর মনোয়নপত্র বাতিল হয়। অপরদিকে, 'সাব্বির-শামসুজ্জামান' প্যানেল থেকে সভাপতি পদে সাব্বির কাজী আহমদ, সাধারণ সম্পাদক পদে শামসুজ্জামান এবং কোষাধ্যক্ষ পদে আরিফ চৌধুরী মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইকালে অসম্পন্ন হওয়ায় এই প্যানেলের ৩ জনেরই মনোয়নপত্র বাতিল হয়ে যায়। ফলে নির্বাচন কমিশন 'মোস্তাক-আম্বিয়া' প্যানেলের প্রার্থীদের বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করে।

এদিকে, বর্তমান কার্যকরি কমিটির সভাপতি মোশতাক আহমেদ চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক আম্বিয়া মিয়া সহ কমিটির অন্যদেও বিরুদ্ধে নির্বাচনী ও আর্থিক অনিয়ম সহ নানা অভিযোগ এনে বর্তমান কমিটি বাতিল করে নতুন নির্বাচন দাবী করে লিখিতভাবে ট্রাস্টিবোর্ড বরাবর যে আবেদন করেছিলেন তাতে সাড়া দিয়ে ট্রাস্টি বোর্ড ইতোমধ্যে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষকে পৃথকভাবে ডেকে তাদের শুনানী গ্রহণ করেছেন। আগামী ৮ ডিসেম্বর বর্তমান কার্যকরি কমিটির সকলের সাথে তারা আরেকটি শুনানী গ্রহন করে পরে তারা এ ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত জানাবেন বলে ট্রাস্ট বোর্ডের একজন সদস্য বাংলা পত্রিকাকে জানিয়েছেন।

মসজিদের এক সময়ের সহকারী সাধারণ সম্পাদক, সাব্বির কাজী দু:খ করে বাংলা পত্রিকাকে বলেন, ২০১৯ সালের ১০ নভেম্বর মসজিদের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তা ছিলো এক ব্যক্তির ইচ্ছার প্রকাশ। আর নির্বাচন কমিশন তার আজ্ঞাবহ হয়ে তার সে ইচ্ছারই বহি:প্রকাশ ঘটিয়েছে। কার্যনির্বাহী কমিটির বর্তমান সভাপতি কোর্টে এভিডেভিট করে তাদের পক্ষেই সেদিন সাফাই গেয়েছিলেন। নিয়তির কি নির্মম পরিহাস আজ তিনিই তার দোসরদের বিরুদ্ধে গিয়ে ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে বিচার চাইছেন। বিলম্বে হলেও তার শুভ বুদ্ধির উদয় হওয়ায় এবং সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোয় তাকি আমি অভিনন্দন জানাই।

উল্লেখ্য, ৩৪ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত পার্কচেস্টার জামে মসজিদের অধিকাংশ সময় কেটেছে এক কমিটির বিররুদ্ধে আরেক কমিটির মামলায়। নির্বাচিত প্রায় প্রতিটি কমিটির বিরুদ্ধে এসেছে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ। এই অভিযোগ মাথায় নিয়েই কোন কোন সভাপতিকে বিদায় নিতে হয়েছে। আর্থিক অনিয়মের খবর অতীতেও সংবাদ সম্মেলন এবং পত্রপত্রিকায় ঢালাও করে প্রচার করা হলেও পরবর্তীতে কিভাবে এসব নিস্পতি হয়েছে তা সাধারন মুসুল্লিরা কখনো তা জানতে পারেন নি বলে অভিযোগ করেছেন পার্কচেস্টার মসজিদের কয়েকজন পুরাতন মুসল্লি।

তারা বলেন, মসজিদে দানকৃত প্রতিটি পেনি একটি পবিত্র আমানত। এই আমানত যারা অতীতে খেয়ানত করেছে এবং বর্তমানে করছে তাদের প্রত্যেককেই চিহ্নিত করে জন সমক্ষে তাদের মুখোশ উন্মোচন করা উচিত। তারা যেন আগামীতে মসজিদেও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারে এ ব্যাপারে গঠনতন্ত্রে একটি ধারাও সংযোজন করা প্রয়োজন । তারা বলেন, মসজিদের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে একটি চেনা মহল ঘুরে ফিরে মসজিদ পরিচালনা করে আসছে। একজন লোক যেন দু'টার্মের বেশী কমিটিতে কোনদিন আসতে না পারে সে বিষয়টিও সংবিধানের থাকা জরুরি।

'আরেকটা মেসির জন্য ১০০ বছর

(শেষের পাতার পর)

হয় না। এই দুই কিংবদন্তির সঙ্গে অনেকে লিওনেল মেসির নামও জুড়ে দেন। অনেকের মতে, মেসিও সর্বকালের সেরা একজন। এটা শোনার পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর সমর্থকেরাও চুপ থাকেন না। তারাও পর্তুগিজ মহাতারকাকে সর্বকালের সেরার কাতারে নিয়ে যান।

এবার মেসিকে নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল বায়ার্ন মিউনিখের স্ট্রাইকার লেয়নডফস্কিকে। প্রশ্নের জবাবে আর্জেন্টিনার পত্রিকা ওলে পোলিশকে তিনি বলেন, 'সে অসাধারণ এক খেলোয়াড়। ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা। আমি জানি, তাকে ঘিরে মানুষের চাহিদা অপরিসীম। তবে সে তার ক্যারিয়ারে যা পেয়েছে, সেটা আর কারও পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়।'

এই মেসির সঙ্গেই ২০২০ সালের ফিফা দ্য বেস্ট পুরস্কারের জন্য লড়াই করবেন লেয়নডফস্কি। অনেকে মেসির সমালোচনা করে বলেছেন, মেসি আর আগের সেই মেসি নেই। লেয়নডফস্কি মনে করেন উল্টোটা। তার ভাষায়,আপনাকে হয়তো মেসির মতো কারও আসার জন্য ১০০ বছর অপেক্ষা করতে হবে। সে এরই মধ্যে তার ক্যারিয়ারে যা করেছে, তাতেই সে ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা।'

বাড়ী ক্রয়ে ৩০ বছরের

(শেষের পাতার পর)

মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। কিন্তু আপনি যখন বাড়ি ক্রয় করবেন তখন এই মর্টগেজ আপনার জন্য কি সঠিক অপশন?

প্রতিটি মর্টগেজ ঋণের ক্ষেত্রেই হোক সে ১০, ১৫ বা ৩০ বছরের জন্য। সবগুলোতেই যেমন কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, সেই সাথে কিছু ভালো দিকও আছে। তবে এগুলোর মধ্যে আপনার জন্য কোনটি সেরা হবে সেটা নির্ভর করে আপনার পরিস্থিতির ওপর। সাধারণত যে মর্টগেজ ঋণগুলো কম সময়ের জন্য যেমন ১০ বা ১৫ বছরের জন্য সেগুলোর ইন্টারেস্ট রেইট তুলনামুলকভাবে ২০ বা ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণের ইন্টারেস্ট রেইট থেকে কিছুটা কম। সেই সাথে আপনি যদি ডলার মূল্যে সবকিছু বিবেচনা করেন তবে ১৫ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনাকে যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতে হবে তা হবে ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনি যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতেন তার অর্ধেক মাত্র। এসব বিষয়ে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি। প্রয়োজনে ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নম্বারে যোগাযোগ করুন।

বাসা ভাড়া

পার্কচেস্টার সাউথ কন্ডো, ২ বেডরুম ১ বাথরুম। এক্টি রিয়েলিটি গ্রুপ, এম. খলিল রহমান (এলআইসি রিয়েলটর)
৯১৭-৪০২-৭০৮৪
khalil4na@gmail.com

কন্ডো বিক্রয়

পার্কচেস্টার সাউথ কন্ডো ২ বেড রুম ১ বাথরুম, এক্টি রিয়েলিটি গ্রুপ, এম. খলিল রহমান (এলআইসি রিয়েলটর)
৯১৭-৪০২-৭০৮৪
khalil4na@gmail.com

বাসা ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকায় E, J, LIRR, Air Train এর নিকটে 107 Ave. এবং Inwood St. এ প্রাইভেট হাউজের দোতলায় ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, লিভিং রুম, বেলকনি ও কিচেনসহ ১লা জানুয়ারি থেকে বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৫৮-৪২৮৪।

লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক

নিউজার্সীতে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে আড়াই বছরের বাচ্চাকে দেখাশোনার জন্য লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক। বাসায় থেকে কাজ করতে হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগঃ ৪০৪-৫৩৬-২১৯৪

বাসা ভাড়া

ইষ্ট এলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রীট-এর উপরে দ্বিতীয় তলায় একটি এক বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
ডি-০৭/১৪/২১/১৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউড-এর ডেনিয়েলস স্ট্রীট ও ৮৪ এভিনউ এর কর্ণারে দুই রুমের একটি রেনোভেটেড ঝলমলে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ২ সদস্যের ফ্যামিলি আবশ্যক। এফ ট্রেন সাবওয়ে সাতফিন বুভেভার্ড থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব।
যোগাযোগ: ৭১৮-২১৯-৮১৭৮
ন-৩০/ডি-০৭

বাসা ভাড়া

সানিসাইডের ৪৬ স্ট্রীট এবং ৪৮ এভিনিউতে অধুমপায়ী মুসলিম পরিবারের জন্য সেকেন্ড ফ্লোরে সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরী দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মাসিক ভাড়া ২০০০ ডলার।
যোগাযোগ: ৯১৭-৫৬২-১৩৬৮
ন-৩০/ডি-০৭/১৪

বেসমেন্ট ভাড়া

উডসাইডের ব্রডওয়ে ও নর্দার্ন বুলেভার্ড এলকায় সাবওয়ের কাছে বেসমেন্ট (বাইরের সাথে দরজা-জানালাযুক্ত) একটি, দুই (২) রুমের বাসা এবং অন্য একটি এক রুমের বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯
ন-২৩/৩০/ডি-০৭

বাসা ভাড়া

উডসাইডের সাবওয়ের পাশে ৫৮ স্ট্রিট ও নর্দান বুলুভারডে ৩ বেডরুম ও ২ বাথরুম সম্বলিত বাইরের সাথে দরজা-জানালাযুক্ত বেসমেন্টের একটি বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: (৯১৭) ৪১২-৭৭৩৯.
ন-০৯/১৬/২৩

হেল্প ওয়ান্টেড

একজন কর্মজীবি মা'র (বাসা থেকে কাজ করে) চার বছরের বাচ্চা-কে সঙ্গ দেবার জন্য সাহায্যকারী প্রয়োজন। সাহায্যকারী-কে পরিবারের সদস্যের মতো থাকতে হবে। অতিরিক্ত হাত খরচ ৩০০ ডলার দেয়া হবে। সাহায্যকারীকে অতিরিক্ত কিছু সাহায্য করতে হবে। কাজের ধরন, হাত খরচ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন। বাসা ব্রঙ্কসের কাছে উইনচেষ্টার কাউন্টির হোয়াইট প্লেইনস।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৩৬-৬১৬৮
ন-২৩/২৬

আবশ্যক

ম্যানহাটানের ৯১, ফাস্ট এভিনিউতে একটি হারবাল স্টোরের জন্য একজন সেলসপার্সন আবশ্যক। আগ্রহীকে ইংরেজী ভালোভাবে জানা এবং কম্পিউটার বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে।
যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪৫-০৩৬৫
ন-২৩/৩০

HELP ANTED

Need Office Assistant/Secretary Real Estate office, Queens, New York. English/Computer must. Contact: 917-523-4451. Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

HOUSE FOR SALE

90-39 181 St. Jamaica, Queens, New York. 1 family house, 2 block from F Train subway. 917-523-4451 or 718-813-9262.
Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

HOUSE FOR SALE

115-57 200 St. Albans, Jamaica, Queens, New York. 1 family house, Good condition.
917-523-4451
N-16/23

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউ এর উপরে E and F ট্রেন সাবওয়ের খুব কাছে তিন বেডরুমের একটি বাসার দুই বেডরুম আলাদা বাথরুম সহ ভাড়া হবে জানুয়ারী ২০২১ সাল থেকে। ভাড়া আলোচোনা সাপেক্ষ্য।
যোগাযোগঃ ৭১৮-২০০-৮৮০০.
ন-১৬/২৩

হেল্প ওয়ান্টেড

একটি হিন্দু পরিবারের সাহায্যকারী প্রয়োজন। সাহায্যকারীকে পরিবারের সাথে পরিবারের সদস্যের মতো থাকতে হবে। থাকা, খাওয়া ফ্রি এবং অতিরিক্ত মাসিক বেতন ৫০০ ডলার দেয়া হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৩৬-৬১৬৮
ন-০৯

বাড়ি বিক্রয়

Jamaica Hills: 2F family walkup 3 family brick 3 bed rooms 2 bath rooms 3 apartments also full finished basement 1320 Sq.ft প্রতি ফ্লার জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার থেকে ১ ব্লক। Close to Park, Hospital. St. Hhons College, Subway. Price $1.3 millions. Call: 917-749-4143.

বাসা ভাড়া

এস্টেরিয়ার ২৩-০২ ৩০ ড্রাইভ-এ সেকেন্ড ফ্লোরে তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, ডাইনিং, লিভিং রুম ১৫০০ স্কয়ার ফুট ১ নভেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: নাজমুল। ফোন: ৯১৭-২৯৯-৯৪৭৮
অ-১৯/২৬

বাড়ি ভাড়া

১ রুম, কিচেন, বাথ রুম nice and clean. ভাড়া ১৩০০ ডলার মাত্র including everything. Call: 917-749-4143.

Elmhurst: 94th Street & 40th Road 3 bed rooms + Bath rooms + EIK nice close to subway, Hospital, Market, Loundry, Full big bath rooms Rent $2200 including heat water. Call: 917-749-4143.

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ২ বেডরুম, ২ ফুল বাথরুম, লিভিং রুম এবং কিচেন-এর প্রাইভেট বাসা (দুই ব্যালকনি সহ) ভাড়া হবে। বিদ্যু গ্যাস বিল পৃথক। ভাড়া ২০০০ ডলার। যোগাযোগ: ইশতিয়াক।
ফোন: ৭১৮-৫৬৯-২৩০০
অ-২৬/ন-০২/০৯/১৬

বাসা ভাড়া

নতুন রেনোভেটেড বাসার সেকেন্ড ফ্লোর তিনটি বড় বেডরুম, দুটি ফুল বাথরুম, ব্র্যান্ড নিউ বড় কিচেন (হার্ডউড কেবিনেট) ও বড় লিভিং রুম এর বাসা (প্রাইভেট এনট্রেন্স) ভাড়া দেওয়া হবে। সবকিছুই কাছাকাছি। জ্যামাইকার সাতফিন বুলেভার্ড ই/এফ ট্রেন সাবওয়ে ৩/৫ মিনিট আর এলআইআরআর/এয়ার ট্রেন ষ্টেশন ৭ মিনিটের দূরত্বে। ভাড়া মাসিক ২,৬০০ ইউএস ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৩৯-২৩৬৯ (সন্ধ্যা ৬টার পর)।
ন-০২/০৯/১৬/২৩

হাউজ কিপিং জব

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, **বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট**)। **ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯**

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিকিউরিটি ক্যামেরা

আপনার বাসা, অফিস বা কর্মস্থল সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে নিরাপদ করুন।
ঘরে-বাইরে, কাছে-দূরে যেখানেই থাকুন আপনার সম্পদ ফোনের পর্দায় দেখুন।
আমরা সবচেয়ে কম খরচে অল্প সময়ে সিকিরিটি ক্যামেরা লাগাই। আজই যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917-455-5308
ইমেইল: techlifeusa@gmail.com
Tech Life USA : 179-51 Hillside AV, Jamaica, NY-11432

কাজী অফিস (সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত)
কাজী মোঃ বেলাল হোসেন
ইউএস এয়ারফোর্সের অধীনে কুয়েতস্থ আমেরিকান এ্যাম্বাসির প্রাক্তন দোভাষী অফিসার
বর্তমান ইমাম : বাইতুন নূর মসজিদ, ওজপনপার্ক।
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। ইংরেজী, আরবী এবং বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা। নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি এলাকায় সেবা প্রদান করা হয়।
যোগাযোগ: **201-839-7579**
৮৮-১৯ লিবার্টি এভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক-১১৪১৭

পাত্রী চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৩২ বছর বয়সী, জন্মসূত্রে আমেরিকান সিটিজেন পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। পাত্র ফোর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটি থেকে বিজন্যাস এন্ড ফাইন্যান্সে গ্রাজুয়েট। বর্তমানে নিউইয়র্কে একটি নামী ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীতে সুপারভাইজার লেভেলে কর্মরত। পাত্রীকে জন্মসূত্রে আমেরিকান নাগরিক, গ্রাজুয়েট বা পড়াশোনার শেষ পর্যায়ে থাকতে হবে। পাত্রীর গড়ন হাল্কা পাতলা এবং সুন্দরী হতে হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭ ২৮৮ ১৮৩৫
(সকাল ১১টা থেকে রাত ১০টা)

বাসা ভাড়া

বাংলাদেশী অধ্যুষিত এস্টোরিয়ায় (৩৩-০৯, ৩১ এভিনিউ এবং ৩০-৫২, ৩৪ স্ট্রীট) এর দুটি এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ১বেড রুম (ভাড়া: ১৭০০ ডলার), দুই বেড রুম (ভাড়া: ২২০০ ডলার) এর বেশ কয়েকটি এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: হাবিব রহমান
লাইসেন্সড রিয়েল এস্টেট সেলস পার্সন
পার্কচেস্টার ব্রঙ্কস রিয়েলিটি
ফোন: ৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯ (সেল)
৭১৮-৫১৪-৯০৩০ (অফিস)

পাত্রী চাই

আমেরিকায় বসবাসরত ও প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান, ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, সুদর্শন, এমবিএ ডিগ্রী-ধারী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৯২৯-৫৩০-৫২৯৩।
ই-মেইল: 3800rahman@gmail.com

মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি



নিউইয়র্কের বাফেলোতে ফুল রেনোভেটেড মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রির জন্য তৈরী। সিরিয়াস আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। **ফোন: ৬৪৬-৩২৭-৬৮৮৯**
ন-৩০/ডি-০৭/১৪

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com



মৌলবাদীদের উৎখাত চাই

(শেষের পাতার পর)

বক্তারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের বিরোধিতাকারী মৌলবাদীদের সাথে সমঝোতা চাই নয়, তাদের উৎখাত দাবী করেছেন বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নিয়ে কটূক্তিকারী, তথাকথিত ধর্ম ব্যবসায়ী, মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে আয়োজিত অনলাইন প্রতিবাদ সভার সভাপতিত্ব করেন একুশে পদক প্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী এবং সভা সঞ্চালনা করেন স্বীকৃতি বড়ুয়া। সভায় বক্তব্য রাখেন ড. মনসর খান, সিনিয়র সাংবাদিক নিনি ওয়াহেদ, কলামিস্ট শীতাংশু গুহ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. আব্দুল বাতেন ও মনির হোসেন, শহীদের সন্তান ও কলামিস্ট ফাহিম রেজা নূর, রাফায়েত চৌধুরী, শহীদের সন্তান ও কবি হাসান আল আবদুল্লাহ, ডা. ফেরদৌস খন্দকার, শেখ আতিকুল ইসলাম, গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠক আল আমিন বাবু, গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠক রওশন আরা নিপা প্রমুখ। সভায় বক্তারা বলেন, অতীতে মৌলবাদীদের সাথে সমঝোতা করা হয়েছে বার বার, সমঝোতার ফলেই মৌলবাদীরা বিজয়ের মাসে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সরকারের সামনেই বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙ্গার দুঃসাহস দেখিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে আঘাতের মাধ্যমে এই পাকিস্তানের প্রেতাত্মার বাংলাদেশের অস্তিত্বে আঘাত করেছে। আমরা আর সমঝোতা চাই না, আমরা ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন বাংলাদেশে এই মৌলবাদীদের উৎখাত চাই। এই মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে সরকারের সুনির্দিষ্ট অবস্থান জানতে চাই। সভায় বক্তারা আরও বলেন, যারা মসজিদ মাদ্রাসার মত পবিত্র স্থানে ছোট ছোট শিশুদের বলাৎকার করে, তাদের মুখে ইসলামের কথা মানায় না। বক্তারা এই ভন্ড ধর্ম ব্যবসায়ীদের গ্রেফতারের দাবি জানান। বক্তারা সংবিধানে ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো রয়ে যাওয়াতেই বার বার ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে বলে মনে করেন। তারা আরো বলেছেন, বিজয়ের মাসে কুষ্টিয়ায় স্বাধীনতার স্থপতি, 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙ্গা হয়েছে। এই ঘটনার পিছনে উস্কানিদাতা মূল হোতাদের কেন গ্রেফাতার করা হচ্ছে না এ নিয়ে ক্ষোভও প্রকাশ করেন তারা। শনিবার (৫ ডিসেম্বর) নিউইয়র্ক সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বলেন, আসুন আমরা দেশে ও প্রবাসে, মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সবাইকে নিয়ে মাঠে নামি, এই মৌলবাদীদের প্রতিহত করি, ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা করি। দেশের সরকারী অনুদানে চলা সকল ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা সকল জেলা শহরের জিরো পয়েন্টে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপন করার দাবি জানান তারা।

ডাকা কর্মসূচী পুনর্বহালের

(শেষের পাতার পর)

ব্যর্থ হন। কোর্টের আদেশে নিকোলাস গারাউসি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তাঁর প্রশাসনের নির্দেশে ঢাকা কর্মসূচী যেসকল কাটছাট করেছিলো তা অনতিবিলম্বে পুনর্বহালের জন্য হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের অস্থায়ী প্রধান চাদ ওলফকে নির্দেশ দেন। এর মধ্যে রয়েছে কোয়ালিফাই করলে নতুন করে আবেদনের সুযোগ এবং এক বছরের পরিবর্তে ২ বছরের জন্য ওয়ার্ক পামিট নবায়ন। কোর্টের এই আদেশে সংশ্লিষ্টদের মাঝে আশার আলো ফুটে উঠেছে। অপরদিকে গ্রেফতারের ১০ দিনের মধ্যে অবৈধ অভিবাসীকে অদালতে হাজির করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন নিউইয়র্কের ফেডারেল জাজ এলিসন জে নাথান। এই আদেশের ফলে ইমিগ্রেশন দপ্তর কোন অবৈধ অভিবাসীকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আর আটক রাখতে পারবেন না।

Room for Rent

An empty beautiful furnished room with 59" tv mounted on the wall, dresser with mirror, wooden Almirah - including gas & electricity for rent as of 1st October/20; beginning, middle or end of the coming month; it's on second floor of a private three floor building on the Steinway Street in between 28-25th Avenue, right in front of Fatima Pediatric Medical Care & almost next to the Dominos Pizza. Monthly rent is **$800/00** with one month's advance security money — NO NEGOTIATIONS. If interested — Please call :

516-603-5223 or on land phone: **718-545-0706**

ask for ***Khokan, Anwaruddin.***

"House For Sale, As-is"

ON CLOSE BITS

39 Ashley St. Buffalo, NY 14212

6 Rooms, 3 Bath Rooms, Kitchen, New Re-Roof. Water, Gas & Electric is Available. **Duplex House.**

Need : **716-544-3646**

বিয়ের জন্য বাংলাদেশী বা প্রবাসী সিটিজেন পাত্র-পাত্রী খুঁজছেন?

TASLIMA MARRIAGE MEDIA

কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের সিটিজেন পাত্র-পাত্রী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকার, ডক্টরেট, বিসিএস ক্যাডার, ডিফেন্স কর্মকর্তা, মাল্টিন্যশনাল কোম্পানীর কর্মকর্তা, প্রফেসর, ফার্মাসিস্ট, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সহ অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও ১নং ম্যারেজ মিডিয়া।



তাসলিমা ম্যারেজ মিডিয়া

হেড অফিসঃ উত্তরা বিএনএস সেন্টার, রুম- ৯২৩, সেক্টর- ৭, ঢাকা

কর্পোরেট অফিসঃ বাসা নং- ৫৯, হুদা এপার্টমেন্ট, ৪র্থ তলা, রোড নং- ৪, ব্লক- সি, বনানী, ঢাকা

ব্রাঞ্চ অফিসঃ 9 Crescent Pl East York ON M4C 5L8 Toronto

মোবাইল ও হোয়াটসঅ্যাপঃ ০১৯৭২০০৬৬৯৪ ০১৭৮২০০৬৬৯৫

ই-মেইলঃ taslimamedia@gmail.com

ওয়েবঃ www.taslimamarriagemedia.com

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty

of Western New York

155 Summer St Buffalo, NY 14222

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে চান?

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিষ্ট, নার্স, ফেডারেল জব, সিটিজব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সিড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।

৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।

সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।

আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।

খান ভাই

646-637-7590

E-mail: khanma663@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস



নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত

কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক

ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।

পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮

13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib

Bangla Bazar Jame Masjid

1351 Odell St, Bronx, NY 10462

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea

Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh

Marriage Registrar New York State

(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)

Tel: 347-208-9055

Email:abuleahea@gmail.com

MAHFUZ HASAN

Web Application Developer

যে কোন ধরনের ওয়েবসাইড তৈরির জন্য যোগাযোগ করুন

I will create high quality web application for you

Do you want to make a dynamic responsive, user friendly and fast web application to attract your clients?

Feel Free to Contact

sdmahfuz@gmail.com

+880 1770 472 939



MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.

Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000

Hiring HHA & PCA

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে



HouseCalls HOME CARE
Being home never felt better

718-731-9750

আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372



Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472



Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435



Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233



বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র 'লাইসেন্সধারী' হোম কেয়ার এজেন্সি

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ

বদিউজ্জামান এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে



ঢাকা ডেস্ক: এনআরবি ব্যাংকের পরিচালক মোহাম্মদ বদিউজ্জামান ৩৮২ কোটি টাকার মালিক, কিন্তু তাঁর আয়কর নথি নেই। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে তিনি কখনো আয়কর রিটার্ন জমা দেননি। শুধু ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ২০১৪ সালে তিনি ই-টিআইএন নিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে অ্যাডভান্স হোম প্রাইভেট (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)



রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কানাডায় নিযুক্ত বাংলাদেশী দূতের সাক্ষাৎ

ঢাকা ডেস্ক: কানাডায় নিযুক্ত বাংলাদেশের নতুন হাইকমিশনার খলিলুর রহমান রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। শনিবার (৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় নতুন বাংলাদেশি দূত বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন বলেন, সাক্ষাতের সময় রাষ্ট্রপতি বলেন, 'কানাডার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার এবং তা ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। কানাডা বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন অংশীদার এবং রফতানির বড় গন্তব্যস্থল।' তিনি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ কানাডার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করতে নতুন হাইকমিশনারকে পরামর্শ দেন। কানাডায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণে সর্বাত্মক প্রয়াস চালানোরও নির্দেশনা দেন রাষ্ট্রপতি।

নবনিযুক্ত হাইকমিশনার দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতির সার্বিক দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতা কামনা করেন।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস.এম. শামীম উজ জামান ও প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পিকে হালদারের মামলার শুনানিতে হাইকোর্ট

অর্থ পাচারকারীদের আইনের আওতায় আনতে হবে

ঢাকা ডেস্ক: দুর্নীতিবাজ, অর্থ পাচারকারীরা যত বড় রুই-কাতলা হোক না কেন, তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে। তাদের ছাড় দিলে চলবে না। প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা পাচার করার অভিযোগ নিয়ে বিদেশে পালিয়ে থাকা প্রশান্ত কুমার হালদার (পিকে হালদার)-কে ফিরিয়ে আনা সংক্রান্ত এক শুনানিতে এমন মন্তব্য করেন হাইকোর্ট। বুধবার (২ ডিসেম্বর) বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি আহমেদ সোহেলের ভার্চুয়াল হাইকোর্ট বেঞ্চে এ বিষয়ে শুনানি হয়। আদালত পরবর্তী আদেশের জন্য ৯ ডিসেম্বর সময় রেখেছেন। এই সময়ের মধ্যে বিচারিক আদালতে পিকে হালদারের গ্রেফতারি পরোয়ানার বিষয়ে প্রতিবেদন, মামলার এফআইআর ও সম্পত্তি-অর্থ জব্দের আদেশ আদালতে দাখিল করতে দুদককে বলা হয়েছে।

আদালতে দুদকের পক্ষে ছিলেন মো. খুরশীদ আলম খান। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ কে এম আমিন উদ্দিন মানিক। উল্লেখ্য, এর আগে পিকে হালদারকে দেশে ফিরিয়ে আনতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইন্টারপোলের সহায়তার আবেদন করে দুদক। এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার হালদার (পিকে হালদার) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স সার্ভিস লিমিটেডের (আইএলএফএসএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন।

বিভিন্ন গণমাধ্যমে 'পিকে হালদারকে ধরতে ইন্টারপোলের সহায়তা চাইবে দুদক সংক্রান্ত প্রতিবেদন নজরে নিয়ে গত ১৯ নভেম্বর তাকে বিদেশ থেকে ফেরাতে এবং গ্রেফতার করতে কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা জানতে চেয়ে স্বপ্রণোদিত আদেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট।

এ আদেশ অনুসারে দুদক বুধবার একটি প্রতিবেদন দাখিল (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

ফোবানা'র নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি (২০২০-২০২১) গঠিত

জাকারিয়া চেয়ারম্যান মাসুদ রব নির্বাহী সচিব

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): ফেডারেশন অব বাংলাদেশী অর্গানাইজেশন্স ইন নর্থ আমেরিকা-ফোবানা'র ইতিহাসে প্রথম অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সম্মেলন ও কনফারেন্সে ২০২০-২০২১ সালের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। গত ২৮-২৯ নভেম্বর শনি ও রোববার দু'দিনব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফোবানার ৩৪তম সম্মেলন শেষে ২৯ নভেম্বর ভার্চুয়ালী সাধারণ সভায় নতুন কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বলে সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে। তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশনারের পরিচালনায় অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ইলেক্ট্রনিক্যালি ভোট গ্রহণ এবং ফোবানার পূর্ণ বিধিমালা অনুসরণ করে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন কার্য সম্পন্ন সম্পন্ন হয়। নির্বাচন কমিশনের সদস্যত্রয় ছিলেন যথাক্রমে মাহবুব রেজা রহিম (প্রধান নির্বাচন কমিশনার), রবিউল করিম ও ড. জিনাত নবী। উল্লেখ্য, চলতি বছর টেক্সাসে সম্মেলন হওয়ার কথা থাকলেও মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে এবারের ফোবানা কনভেনশন ভার্চুয়ালী অনুষ্ঠিত হলো। খবর ইউএনএ'র।

জানা গেছে, এবারের সম্মেলনের শ্লোগান ছিলো 'ফোবানার ছায়ায়, মানুষের মায়ায়'। এর হোস্ট সংগঠন ছিলো ফোবানা এক্সিকিউটিভ কমিটি। সম্মেলনের কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো আলোচনা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর সাংগঠনিক কর্মকান্ড। ফোবানা সম্মেলনের প্রথমদিন শনিবার বিকেল ৫ থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় দিন রোববার বেলা ২টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ভার্চুয়ারী বিভিন্ন কর্মকান্ড চলে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীরা ছাড়াও দেশ থেকে আমন্ত্রিত অতিথিরা অংশ নেন। সম্মেলনে ফোবানা-কে আরো শক্তিশালী সংগঠনের পরিণত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের ২১টি সংগঠনের শিল্পীরা সঙ্গীত, নৃত্য পরিবেশন ছাড়াও কবিতা পাঠে অংশ নেয়। বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী ছাড়াও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

ফোবানা'র নির্বাচনে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির (২০২০-২০২১) নির্বাচিত কর্মকর্তারা হলেন: চেয়ারপারসন- জাকারিয়া চৌধুরী (নিউইয়র্ক), ভাইস চেয়ারম্যান- ড. আহসান চৌধুরী হিরো (হিউস্টন), নির্বাহী সচিব- মাসুদ রব চৌধুরী (ক্যালিফোর্নিয়া), যুগ্ম নির্বাহী সচিব- আরিফ আহমেদ (জর্জিয়া), কোষাধ্যক্ষ- নাহিদুল খান (জর্জিয়া)।

আউটস্ট্যান্ডিং মেম্বার: ডিউক খান (জর্জিয়া), আতিকুর রহমান (ফ্লোরিডা), হাসমত মোবিন (টেক্সাস), নাহিদ চৌধুরী মামুন (নিউজার্সী), এ টি এম আলম (ভার্জিনিয়া), সাদেক খান (ভার্জিনিয়া), আরেফিন বাবুল ও রেহান রেজা (ক্যানসাস)। এছাড়াও পদাধিকার বলে মেম্বর থাকছেন বিদায়ী সভাপতি শাহ হালিম।

প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য ১৭ সংগঠন: ফোবানার প্রতিনিধি পরিষদের সংগঠন হচ্ছে ১৭টি। এরমধ্যে দুটি সংগঠনের পদ বাকী রেখে বাকী ১৫টি সংগঠনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। সংগঠনগুলো হলো: বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক-বাই (ভার্জিনিয়া-ম্যারিল্যান্ড), বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডা, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নি-উজার্সী, বাংলাদেশ থিয়েটার হিউস্টন, ড্রামা সার্কেল (নিউইয়র্ক), বাংলাধারা (জর্জিয়া), প্রিয় বাংলা ইনক (ভার্জিনিয়া), বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব জর্জিয়া, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ক্যালিফোনিয়া, বাংলাদেশ একাডেমী অব লস এঞ্জেলেস, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন অব জর্জিয়া, বাংলাদেশ আমেরিকান ফাউন্ডেশন অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ হিউস্টন এবং বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন অফ জর্জিয়া।



ছবিতে (বায়ে) চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী, (ডানে) নির্বাহী সচিব মাসুদ রব চৌধুরী

নির্বাচনে ফোবানার অপর দু'টি প্রতিনিধি পদের জন্য ২০২১ সালে গ্রেটার ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিতব্য ফোবানা সম্মেলনের স্বাগতিক সংগঠন আমেরিকান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটি (ভার্জিনিয়া) এবং ২০২২ সালে শিকাগোতে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনের স্বাগতিক সংগঠন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব শিকাগোল্যান্ড এর জন্য নির্ধারিত হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ফোবানার নির্বাচনে ৬১ জন ভোটারের সকলই অংশ নেন। ফোবানার ৩৩ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম ভার্চুয়ারী ইলেক্ট্রনিকভাবে ভোটাভুটি হলো। নির্বাচনে মাত্র ৩ ভোটের ব্যবধানে চেয়ারম্যান পদে জয়ী হয়েছেন জাকারিয়া চৌধুরী। তার প্রাপ্ত ভোট ৩২ ভোট। চেয়ারম্যান পদের অপর প্রতিদ্বন্দ্বী মোহাম্মদ আলমগী পান ২৯ ভোট। ভাইস চেয়ারম্যান পদে ড. আহসান চৌধুরী পেয়েছেন ২২ ভোট। তার দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে এম রহমান জহীর পেয়েছেন ২১ আর দিলু মাওলা পেয়েছেন ১৮ ভোট। নির্বাহী সচিব পদে জয়ী মাসুদ রব চৌধুরী পেয়েছেন সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩৮ ভোট। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ড. রফিক খান পেয়েছেন মাত্র ২৩ ভোট। যুগ্ম নির্বাহী সচিব পদে আরিফ আহমেদ পেয়েছেন ২৫ ভোট। তার দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে খালেদ রব ২১ ভোট এবং আবির আলমগীর পেয়েছেন ১৫ ভোট। কোষাধ্যক্ষ পদে বিজয়ী নাহিদ খান পেয়েছেন ৩৫ ভোট। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী কবীর কিরন পেয়েছেন ২৬ ভোট। নির্বাচনে আউস্ট্যান্ডিং মেম্বার হিসেবে জয়ী হন যথাক্রমে ডিউক খান, আতিকুর রহমান, হাসমত মোবিন, নাহিদ চৌধুরী মামুন, এ টি এম আলম, সাদেক খান, আরেফিন বাবুল ও রেহান রেজা।

এদিকে বাই-এর পক্ষথেকে প্রেরীত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে: গত ২৮-২৯ নভেম্বর ভার্চুয়েলী অনুষ্ঠিত ৩৪তম ফোবানা সম্মেলনে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা (বাই) সর্বাধিক ভোট পেয়ে ফোবানা এক্সিকিউটিভ কমিটিতে সংগঠন প্রতিনিধি হিসাবে বিজয়ী হয়। ৬১ ভোটের মধ্যে বাই ৫৬ ভোট লাভ করে। এছাড়া সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় এ বছর বাই সেরা কালচারাল অ্যাওয়ার্ড লাভ করে। বাই-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট সফিকুল ইসলামের গ্রন্থনায় নারী মুক্তির অঙ্গীকারে কবিতার ছকে নৃত্যের ছন্দে বাই এর পরিবেশনা সকল মহলে দারুন প্রশংসিত হয়। এবারের ফোবানা সম্মেলনে বিশেষ অবদানের জন্য সফিকুল ইসলাম ফোবানা চেয়ারম্যান অ্যাওয়ার্ড লাভ করে। বাই-এর নির্বাচিত সভাপতি সালেহ আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক দিলশাদ চৌধুরী ছুটি বাই এই সাফল্যের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited
Approved Travel Agent

AUTHORIZED e-file PROVIDER

২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

নাক্টোর শাড়ী ঘর



Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়
শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

বদিউজ্জামান এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে

(৪৬ পাতার পর)

লিমিটেড ও ফিনিক্স লিমিটেডের বিশাল অঙ্কের শেয়ার কেনা ও বিদেশে অর্থপাচারের অভিযোগসহ অবৈধ সম্পদের অভিযোগের অনুসন্ধান করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গত বছর নভেম্বর মাসে দুদক বদিউজ্জামানকে তলব করলেও তিনি হাজির হননি।

গত ৭ সেপ্টেম্বর বদিউজ্জামান ও তার দুই স্ত্রী যথাক্রমে নাসরিন জামান ও তৌহিদা সুলতানার সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য নোটিশ দেয় দুদক। সংস্থার পরিচালক কাজী শফিকুল আলম কমিশনের অনুমোদনক্রমে এই নোটিশে স্বাক্ষর করেন। ওই নোটিশের মাধ্যমে তাঁদের অর্জিত স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ও দায়দেনাসংবলিত সম্পদ বিবরণী নোটিশ প্রাপ্তির ২১ কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনে দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এখনো তাঁরা তাঁদের সম্পদের হিসাব দাখিল করেননি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকেও বদিউজ্জামান ও তাঁর দুই স্ত্রী, ছেলের হিসাব চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১৩৩ এফ অনুযায়ী এনবিআরের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলের উপপরিচালক ওয়াকিল আহমদ স্বাক্ষরে এ চিঠি দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে এনআরবি ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা শনিবার (৫ নভেম্বর) রাতে বলেন, দেশে করোনাভাইরাসের প্রকোপ শুরু হওয়ার প্রথম দিক থেকে মোহাম্মদ বদিউজ্জামান সিঙ্গাপুরে চলে যান। এরপর তিনি আর দেশে ফেরেননি।

দুদকের প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায় প্রায় ১০ কোটি টাকা মূল্যের ১৪৮ বিঘা জমির ওপর বদিউজ্জামানের অ্যাডভান্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে জোয়ার সাহারা মৌজার জগন্নাথপুরে ১১ কাঠা জমিতে তৈরি করা ৯ তলা আবাসিক ভবন, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ১৫ কোটি টাকা। এ ছাড়া বারিধারা এলাকায় তাঁর স্ত্রীর নামে প্রায় ১০ কোটি টাকা মূল্যের আবাসিক ভবন। গোপালগঞ্জ জেলা সদরে রয়েছে প্রায় ৩৫০ বিঘা জমির ওপর অ্যাডভান্স নিরালা ও অ্যাডভান্স সুগন্ধা নামে আবাসিক প্রকল্প। এ ছাড়া রয়েছে গোপালগঞ্জ সদরে সার্কিট হাউস রোডে বিলাসবহুল আবাসিক বাড়ি। এসব স্থাবর সম্পদের আনুমানিক মূল্য ধরা হয়েছে প্রায় ৩৩২ কোটি টাকা।

এ ছাড়া অস্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে ফ্রেফিনিক্স ইনস্যুরেন্স লিমিটেডে বদিউজ্জামানের নামে প্রায় ২০ কোটি টাকার শেয়ার, এনআরবি ব্যাংক লিমিটেডে প্রায় ৩০ কোটি টাকার শেয়ার, সাউথ বাংলা অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের দুটি শাখায় সঞ্চয়ী হিসাব, এনআরবি ব্যাংকসহ বেশ কয়েকটি ব্যাংক হিসাব মিলিয়ে প্রায় ৪৫ লাখ টাকা থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ধরা হয়েছে প্রায় ৫০ কোটি ৪৫ লাখ টাকা।

বদিউজ্জামানের পরিবারের সদস্যদের নামে অঙ্গন রেস্টুরেন্ট, তানিয়া ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড, তানিয়া ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড ও এশিয়া প্যাসিফিক রিয়ালিটি ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিস নামে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মালিকানার অস্তিত্ব পেয়েছে দুদক। দুদকের সহকারী পরিচালক সিরাজুল হক ও উপসহকারী পরিচালক সহিদুর রহমান অনুসন্ধানের দায়িত্ব পালন করছেন।

দুদক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বদিউজ্জামানের অনেক সম্পদ হলেও সব তার নিজের নামে নয়। কোনোটি তাঁর প্রথম স্ত্রী, কোনোটি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নামে কেনা। আবার কিছু আত্মীয়ের নামেও রয়েছে। এসব যাচাই-বাছাই শেষে বলা যাবে কার নামে কী পরিমাণ সম্পদ আছে।

দুদকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, বদিউজ্জামান ও তার পরিবার এত সম্পদের মালিক হলেও তিনি নিজ নামে, প্রথম স্ত্রী নাসরিন জামান ও দ্বিতীয় স্ত্রী তৌহিদা সুলতানার নামে কিংবা তাদের সন্তানদের নামে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জনের উৎস পক্ষে কোনো রেকর্ডপত্র দাখিল করেননি।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, বদিউজ্জামান বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্টধারী। সিঙ্গাপুরের জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর-ই২১৩১৭৭৬বি ও পাসপোর্ট নম্বর ই৫৬৬৭৭২৯এন। তাঁকে রেকর্ডপত্রসহ গত বছরের ৪ নভেম্বর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হলেও হাজির না হয়ে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন। যেখানে তিনি জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেননি বলে দাবি করেন।

পিকে হালদারের মামলার

(৪৬ পাতার পর)

করে। সেখানে ইন্টারপোলের সঙ্গে যোগাযোগের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এবং তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে আবেদন করা হয়েছে বিচারিক আদালতে। শুনানিতে আদালত বলেন, যারা দুর্নীতিবাজ, যারা অর্থ পাচার করে তাদের ছাড় দিলে চলবে না। এ সময় খুরশীদ আলম খান বলেন, অবশ্যই।

তখন আদালত বলেন, তারা যত বড় রুই-কাতলা হোক না কেন তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে। আমাদের সবার উচিত হল দেশের প্রোপার্টি রক্ষা করা। এটা তো আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। ২১ অনুচ্ছেদ অনুসারে। কাজেই শুধু কোর্ট করবে অন্যরা করবে তা তো না, সবাইকে করতে হবে। আদালত দুর্নীতিবাজদের বিষয়ে আরও বলেন, তারা যাতে আইনের জালে ধরা পড়ে সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হবে। জাতির পিতা স্বপ্ন দেখেছিলেন এ দেশকে সোনার বাংলা গড়ার। কাজেই ওনার যে স্বপ্ন সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। এক পর্যায়ে আদালত বলেন, খুব আনফরচুনেট (অপ্রত্যাশিত) আড়াই মাস হয়ে গেল একটা অর্ডার হল না ওয়ারেন্ট অব অ্যারেস্টের। তখন খুরশীদ আলম খান বলেন, আমি যোগাযোগ করেছি, জানিয়েছি। আদালত বলেন, আপনি বলবেন, এটা নিয়ে উচ্চ আদালত কনসার্ন। জবাবে খুরশীদ আলম খান বলেন, জি এটা করব (এটা জানিয়ে দেব)।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AmericanAirlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA

হেলাল উদ্দীন রানার কলাম



এলোমেলো ভাবনা

হ্যাঁলো, কি করছো?
-কি আর করবো, ভাঙা রেকর্ড বেজে চলেছে,
আমরা (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

ভাস্কর্য নিয়ে ড. সিদ্দিকের বিবৃতি

প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুতির আহবান





বিশেষ প্রতিনিধিঃ কুষ্টিয়ায় পাঁচ রাস্তার মোড়ে নির্মানাধীন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ভাস্কর্য ভাংচুরের ঘটনায় দেশের মতো প্রবাসেও বাংলাদেশীদের মধ্যে (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট ২৪

প্রচারণায় প্রার্থীরা

বিশেষ প্রতিনিধিঃ নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ এর বিশেষ নির্বাচন আসছে নতুন বছর অর্থাৎ ২০২১ সালের (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)



ইসলামে মানবসম্পদের সুন্দর ব্যবস্থাপনা

ড. মুহাম্মাদ মোহন মিয়া

ব্যবস্থাপনা বা উন্নয়ন অনেক পুরনো বিষয়। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে ব্যবস্থাপনার শুরু। আদিকালে খাদ্য জোগাড়ের সামষ্টিক প্রচেষ্টা থেকে মূলত ব্যবস্থাপনার সূচনা। কালের পরিক্রমায় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ সহ আরো ৩ প্রবাসীর মৃত্যু ঃ ১৫ ডিসেম্বর ভ্যাকসিন শুরু

করোনা থেকে বাঁচতে সচেতন হোন







বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মহামারী করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় দফার প্রকোপে নিউইয়র্ক সহ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে এক দিকে যেমন আক্রান্দের সংখ্যা বাড়ছে অন্যদিকে মৃতের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। গত দুই সপ্তাহে করোনায় নিউইয়র্ক সিটিতে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার পথিকৃত অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ সহ ৪/৫জন প্রবাসী বাংলাদেশী মৃত্যুবরণ করেছেন। এছাড়াও অর্ধ শতাধিক প্রবাসী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এর মধ্যে একই পরিবারের সবাই আক্রান্ত হয়েছে এমন খবরও পাওয়া গেছে। অপরদিকে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর হাস-পাতালে চিকিৎসা শেষে (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

প্রাক্তন কমিটির ৮ সদস্যের সংবাদ সম্মেলন

পার্কচেস্টার মসজিদের ৬৫ হাজার ডলার আত্মসাতের অভিযোগ



সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন আব্দুস শহীদ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: পার্কচেস্টার জামে মসজিদের বর্তমান কমিটি মেম্বার সংগ্রহের ৬৫ হাজার ডলার মসজিদ ফান্ডে জমা নাদিয়ে নিজেরা আত্মসাত করেছে হলে অভিযোগ করেছেন প্রাক্তন কমি-টির ৮ জন কর্মকর্তা। মেম্বারশীপের অর্থ জমা না দিয়ে নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়া অবৈধ ভোটার লিস্ট দ্বারা ভোটে বিজয়ী বর্তমান কমিটিরও কোন বৈধতা নেই। তাই এই অবৈধকমিটি বাতিল করে পুরাতন কমিটির হাতে দ্বায়িত্বভার অর্পণের পাশাপাশি নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানিয়েছেন তারা। এইঅর্থ। উদ্ধারের ব্যাপারেও দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (বাকি অংশ ৪২ পাতায়

সাঈদ তারেক-এর কলাম

সেলিব্রেটি ক্রিমিনাল এবং 'কালামিয়া'!



এই প্রথম একজন সেলিব্রেটি ক্রিমিনালের খোঁজ পাওয়া গেল যার কোন রাজনৈতিক পরিচয় নাই! সে আওয়ামী লীগ করে নাকি বিএনপি জামাতের (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবাদ সভায় বক্তারা

মৌলবাদীদের উৎখাত চাই

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সম্মিলিত এক ভার্চুয়াল প্রতিবাদ সভায় (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



সিটি কাউন্সিল ডিষ্টিক্ট-৩২

আবারও হেলাল শেখ প্রার্থী

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক সিটির কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট ৩২ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আবার প্রার্থীতা ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশী-আমেরিকান হেলাল শেখ। আগামী নতুন(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

ডাকা কর্মসূচী পুনর্বহালের নির্দেশ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের বহুল আলোচিত ডেফারড একশন ফর চাইল্ডহুড এরাইভেল (ডাকা) কর্মসূচী পুনরায় চালু হচ্ছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার নির্বাহী আদেশে সৃষ্ট ডাকা কর্মসূচী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্থগিত করেছিলেন। নিউইয়র্কের ব্রুকলীনে ইউএস ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারক নিকোলাস গারাউসি এক আদেশে ডাকা কর্মসূচী পুনর্বহালের নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ডাকা কর্মসূচী বাতিল করতে সকল ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেও শেষ পর্যন্ত তিনি (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

স্পট ঃ ২৮স্ট্রীট লেক্সিনটন এভিনিউ ম্যানহাটন

বন্ধ রেস্তোরা, নেই বাংলাদেশীদের সেই আড্ডা

এমদাদ চৌধুরী দীপুঃ বৈশ্বিক মহামারী করোনা বদলে দিয়েছে সব কিছু। বন্ধ হয়ে গেছে অনেক প্রতিস্টান,কর্মহীন হয়ে পড়েছেন লাখ লাখ মানুষ। থেমে গেছে মানুষের কোলাহল,আড্ডা। গত মার্চ থেকে শুরু হওয়া এই মহামারী বদলে দিয়েছে ম্যানহাটনের চেহারা। কর্মমুখর সদা ব্যস্থ ম্যানহাটন এখন নীরব। একসময় ব্যস্থ ম্যানহাটনের ২৮স্ট্রীট লেক্সিনটনে আড্ডা জমতো বাংলাদেশীদের। শুধু বাংলাদেশী নয় ভারত,পাকিস্তানের মানুষের মিলন মেলার স্থান ছিল এই এলাকা। এখানে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশী (বাকি অংশ ১২ পাতায়

কানাডায় পলাতক পিকে হালদার

ইন্টারপোলের মাধ্যমে গ্রেফতারি পরোয়ানা

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার হালদারকে (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

'আরেকটা মেসির জন্য ১০০ বছর অপেক্ষা করতে হবে'



বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ পেলে আর সদ্য প্রয়াত ম্যারাডোনার মাঝে কে সেরা-তা নিয়ে বিতর্ক কখনো থামবে বলে মনে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়

রিয়েল এস্টেট টিপস

বাড়ী ক্রয়ে ৩০ বছরের মর্টগেজ



এম কামাল: বাড়ি ক্রেতা এবং রিফাইন্যান্সকারীদের জন্য ৩০ বছরের মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

জাতিসংঘে বাংলাদেশ উত্থাপিত 'শান্তির সংস্কৃতি' রেজুলেশন পাশ

নিউইয়র্কঃ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা নিউইয়র্ক ৬৪৯+ Tax
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃ ষ্ঠায় দেখু ন

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DDC. (6 hrs.)
MassMutual
LOW COST GUARANTEE
Authorized e-file Provider
Notary Public
Jaydeb Gain
ছয় ঘন্টার ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal
Tel: 347-536-5107
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৫১ পাতায়)

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রের অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
Kuwait Airways
BRITISH AIRWAYS
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com